উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২২ আষাঢ় ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 7 July 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 50

রংদার

ক্রিকেটে ভারতের বিশ্বজয়ের প্রেক্ষাপটে উঠে আসতেই পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বসেরা হওয়ার প্রসঙ্গ। রাজনীতি, ধর্ম এবং সিনেমা, তিনটি ক্ষেত্রেই বিশ্বে সাড়া ফেলেছে ভারত। প্রচ্ছদে সেই বিশ্বজয়ের কথা।

বিশ্বজয়

নয় থেকে বারোর পাতায়

নার্সকে চড়, অভিযুক্ত চিকিৎসক

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৬ জুলাই : রোগীর পরিজনদের হাতে নার্স ও চিকিৎসকের মার খাওয়ার ঘটনা আকছার ঘটে। কিন্তু শনিবার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে যা ঘটল তা যেন উলটপুরাণ। এক নার্সকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল মহিলা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও এমনটাই ঘটেছে এদিন। জখম অবস্থায় ওই নার্সকে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। নার্সের নাম শিল্পী দাস। রেণুকা খাতুন নামে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তিনি হাসপাতাল সুপার ও পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

শিল্পী উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'তিনি (চিকিৎসক) বিনা প্ররোচনায় আমায় বাবা-মা তুলে গালিগালাজ করেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাই। এরপর আমাকে এলোপাতাড়ি চড়-থাপ্পড় মারেন। বেশ কয়েকবার ধাক্কাও মেরেছেন।' ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন সেসময় ডিউটিতে থাকা নার্সরা। প্রতিবাদে নার্সিং স্টাফরা এদিন কালো ব্যাজ পরে বাকি সময়টা কাজ করেছেন।

নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেবিকা অগাশের হুঁশিয়ারি, 'সোমবার ন্যায়বিচার না পেলে আমরা কর্মবিরতিতে চলে যাব। এই ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।'

ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঘটনায় হাসপাতাল সুপার সুরজ সিনহার বিরুদ্ধেও এদিন নার্সরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। প্রতিক্রিয়া জানতে সুরজকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে ভারপ্রাপ্ত সুপার অরিন্দম ঘোষের মন্তব্য, 'ওই নার্সের লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। এর বেশি আমি কিছু বলব না।

এরপর ষোলোর পাতায়

সাতদিনে দর্পচূর্ণ

গত শনিবার টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। ঠিক পরের শনিবার জিম্বাবোয়ের কাছে টি২০-তে হারল ভারত। রোহিত-বিরাট সরে যাওয়ার পর যাঁদের হাতে ব্যাটন যাওয়ার কথা তাঁরা সকলেই এদিন পুরো ফ্লপ। প্রথমে ব্যাট করে জিম্বাবোয়ে ১১৫/৯ করে। জবাবে ১০২-এ শেষ ভারত।

বিস্তারিত কুড়ির পাতায়

বিদায় রোনাল্ডোদের

ইউরো কাপ ২০২৪-এর কোয়ার্টার ফাইনালে ছিটকে গেল পর্তুগাল। টাইব্রেকারে ৩-৫ গোলে ফ্রান্সের কাছে হেরে। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ে গোলশূন্য থাকায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে গেল সুইৎজারল্যান্ডকে টাইব্রেকারে ৫-৩ হারিয়ে। ১২০ মিনিটে ম্যাচ ছিল ১-১।

বিস্তারিত আঠারোর পাতায়

গৌতমের আমলে অনিয়ম

গজলডোবার জমি-দুর্নীতি জানতেন নবান্নের কর্তারাও

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। শুধু স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাদের একাংশ নন, নবান্নের বড় কর্তাদের একাংশের প্রশ্রয়েই গজলডোবায় ফুলেফেঁপে উঠেছে জমি মাফিয়ারা। সরকারি নথি বলছে, গজলডোবায় সরকারি জমি দখলের কথা অনেক আগেই থেকেই জানতেন নবান্নের বড় কর্তারা। শুধু জানাই নয়, সরকারি রিপোর্টে রঞ্জন শীলশর্মা, দুলাল দত্তদের 'দখলকারী' হিসাবে চিহ্নিতও করেছিলেন তাঁরা। তারপরও তৃণমূল নেতাদের নামে বরাদ্দ হয়েছে সরকারি বাজারের স্টল। রঞ্জনের স্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে জমির লিজ পাইয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন খোদ জলপাইগুড়ির তৎকালীন জেলা শাসক। নবান্নে ডেকে শুনানিও হয়েছিল। সবকিছু জানার পরও কেন দখলদারের প্রতি এতটা সদয় হয়েছিলেন প্রশাসনের কর্তারা? আর এখনই বা কেন শুধু রঞ্জনের বাগানবাড়িতেই বুলডোজার চালানো হচ্ছে? এইসব নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা যে গজলডোবায় জমি দখল করেছেন তা অজানা ছিল না প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী এবং বর্তমানে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবেরও। গৌতম মন্ত্রী থাকাকালীনই গজলডোবার উন্নয়নে নানা কাজ হয়েছে। সেইসময় সেখানে ফ্লাইওভার তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। পরিকল্পনা হয়েছিল ফুড কোর্ট তৈরির। সেই কাজের জমির জন্য এলাকার দখলদারদের নিয়ে পরিকল্পনা করতে ছয় সদস্যের কমিটি তৈরি করেছিল পর্যটন দপ্তর। কমিটি সমীক্ষা করে ৫৪ জন দখলদারের তালিকা তৈরি করেছিল। ২০১৮ সালে ২৮ ডিসেম্বর পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে থাকা ডেপুটি ডিরেক্টর জলপাইগুড়ির জেলা শাসককে চিঠি পাঠিয়ে সেই তালিকা দিয়েছিলেন (মেমো নং-আরটিও/৫৫১/আই(এসএ) পিটি২/২০১৮-২০১৯)। তালিকায় চার বিঘা করে পুকুরের দখলদার হিসাবে নাম ছিল রঞ্জন ও দুলালের। গৌতমের তত্ত্বাবধানেই যাবতীয় কাজ হয়েছিল।

গৌতম দেব তৃণমূলের রাজ্যস্তরের নেতা। সব জেনেও সেইসময়ই কেন দলের দুই নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি তিনি? গৌতমের সাফাই, 'ফাইলপত্র না দেখে তখনকার কথা বলতে পারব না। গজলডোবায় চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রকল্প করেছি। মন্ত্রীরা পলিসি তৈরি করেন। এত বড় দপ্তরে কোথায় কী হয় সবকিছু মাথায় রাখা যায় না। সেটা আমলারা দেখেন। ফ্লাইওভারের জন্য কিছু জমি নেওয়া হয়েছিল। কাদের জমি ছিল সেগুলো মনে রাখা সম্ভব নয়।' জেলা শাসক থেকে জেলা ভূমি সংস্কার আধিকারিক, প্রশাসনের কর্তাদের কেউই গজলডোবার জমি দখল নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। গজলডোবা প্রসঙ্গ শুনেই ফোন কেটে দিচ্ছেন অনেকে।

গজলডোবা ক্যানালের আশপাশের জমি জঙ্গলমহল মৌজার জেএল-১'এর অন্তর্ভুক্ত। ভূমি সংস্কার দপ্তরের একাধিক কর্তা জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মৌজার বেশিরভাগ জমি খাস অর্থাৎ সরকারি।

এরপর ষোলোর পাতায়

গজলডোবার এইসব জমিই খাস। যা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে।

জমি-হাঙর

- সরকারি রিপোর্টে রঞ্জন শীলশর্মা, দুলাল দত্তদের 'দখলকারী' হিসাবে চিহ্নিত
- রঞ্জনের স্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁকে জমির লিজ পাইয়ে দিতে উদ্যোগ
- সবকিছু জানার পরও কেন দখলদারের প্রতি এতটা সদয়, উঠছে সেই প্রশ্ন

আগে

এখন

নম্বর এক, পড়েছে নতুন রংয়ের প্রলেপ। বিতর্ক এই বাস নিয়েই।

হেপাজতে রং বদল বাসের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'-এর ছেলেটি ঘুম থেকে উঠে দেখেছিল তাঁর রুমাল বেড়াল হয়ে গিয়েছে। কবি বেঁচে নেই। থাকলে তাঁর রুমালের বেড়াল হয়ে যাওয়ার গল্প যে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে তা চাক্ষুষ করতে পারতেন শিলিগুড়িতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের বদলে যাওয়া দেখে। বুধবার শিলিগুড়ি হাসপাতাল মোড়ে বেপরোয়া স্কুলবাসের ধাক্কায় একটি ম্যাক্সিক্যাব ফুটপাথে উঠে যায়। আর সেই ম্যাক্সিক্যাবের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক গৃহশিক্ষিকার। ঘাতক স্কুলবাসটিকে হেপাজতে নিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু রহস্যজনকভাবে রাতারাতি সেই বাসে বদল ঘটে। বদলে যায় বাসের রং। তবে শুধু রং বদলেছে নাকি বাসটাই বদলে দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। পুলিশি হেপাজতে বাসের বদল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শহরজুড়ে।

দিনের আলোয় শয়ে-শয়ে মানুষের সামনে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই দুর্ঘটনার ভিডিও সংবাদমাধ্যম ও সামাজিকমাধ্যমে এখনও টাটকা। হলুদ রংয়ের ঘাতক বাসটি ছিল দাগাপুরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের। দুর্ঘটনার সময় বাসটির সামনে, পেছনে এবং দুইদিকে স্কুলের নাম, লোগো, ক্লাসভিত্তিক নম্বর সবকিছুই ছিল। সেইসময়ই সিভিক ভলান্টিয়ার ও ট্রাফিক পুলিশ বাসটিতে উঠে দুর্ঘটনাস্থল থেকে সেটিকে নিয়ে চলে যান। তারপর থেকে শিলিগুড়ি থানার সামনে ঘাতক বাসটির নম্বর প্লেটযুক্ত একটি বাস দেখা যাচ্ছে। পুলিশের কর্তারা জানিয়েছেন, থানার সামনে থাকা বাসটিই হাসপাতাল মোড়ে দুর্ঘটনার পর আটক করা হয়েছিল। তবে সেই বাসটির গায়ে নেই স্কুলের নাম, লোগো, ক্লাসভিত্তিক নম্বর কোনওকিছুই। গোটা বাসটিতে শুধুই হলুদ রং। রাতারাতি কীভাবে পরিবর্তন হল বাসে, তার উত্তর দিতে পারছেন না পুলিশকর্তারা।

'জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে'- এক লাইনের উত্তরে দায় ঝেড়ে ফেলেছেন ডেপুটি পুলিশ সুপার (পূর্ব) দীপক সরকার। অন্য পুলিশকর্তারা কোনও কথাই বলতে চাইছেন না। আইন বলছে, দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ঘাতক যানকে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য হেপাজতে নেবে পুলিশ। বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থ চৌধুরীর কথা, 'দুর্ঘটনার পর বিশেষজ্ঞ দিয়ে অফেনডিং ভেহিকল (ঘাতক যান)-এর টেকনিকাল পরীক্ষা করার জন্যই যানটি হেপাজতে নেয় পুলিশ। সিজার লিস্ট তৈরি করতে হয়। তাতে যানের রেজিস্ট্রেশন, ইঞ্জিন, চেসিস নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। সেসব করা বাধ্যতামূলক।' একাধিক আইনজীবী জানিয়েছেন, হেপাজতে নেওয়া গাড়িতে কোনও অবস্থাতেই কোনওরকম পরিবর্তন করা যাবে না।

এরপর ষোলোর পাতায়

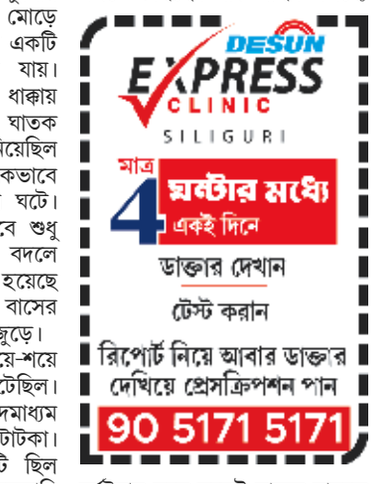

নিট-ইউজি পিছিয়ে গেল কাউন্সেলিং

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : নিট-ইউজি উত্তীর্ণদের কাউন্সেলিং অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হল। শনিবার ওই কাউন্সেলিং হওয়ার কথা ছিল। আদালতে ৮ জুলাই নিটের প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত শুনানির পর তারিখ জানা যেতে পারে বলে জল্পনা চলছে। কাউন্সেলিং পিছিয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে চেপে ধরার সুযোগ পেয়ে গেল বিরোধীরা।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ শনিবার বলেন, 'নিট-ইউজি দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। যা ঘটেছে, তা অযোগ্যতা এবং অপেশাদারিত্বের প্রমাণ। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণের ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক হাতে রয়েছে।' তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে এজন্য দায়ী করেছেন।

কয়েক লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ২০২৪ সালের নিট-ইউজি বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়েরের পর বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে সিবিআই গ্রেপ্তার করে। কিন্তু নিট পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই আবেদনের বিরোধিতা করে। শিক্ষামন্ত্রক এবং এনটিএ'র যুক্তি ছিল, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য গোটা পরীক্ষা বাতিল করলে লক্ষ লক্ষ সৎ পরীক্ষার্থী বিপাকে পড়বেন।

এই আবহে সুপ্রিম কোর্টকে এনটিএ জানিয়েছিল, শনিবার নিট-ইউজির কাউন্সেলিং শুরু হবে। কাউন্সেলিং পিছিয়ে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর প্রতিক্রিয়া, 'কাউন্সেলিং স্থগিত রাখার নেপথ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ব্যর্থতা রয়েছে। একদিকে কেন্দ্র সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা আয়োজনে ব্যর্থ, অন্যদিকে অবিজেপি রাজ্যগুলির কাছ থেকে ডাক্তারি প্রবেশিকা আয়োজনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার প্রভাব পড়ছে পড়ুয়াদের ওপর।'

তিনি রাজ্যগুলির হাতে পুরোনো পদ্ধতিতে ডাক্তারির প্রবেশিকা আয়োজনের দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

আমার উত্তরবঙ্গ

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও চেনা মানুষের প্ররোচনায় প্রচুর অর্থক্ষতির সম্ভাবনা। দীর্ঘদিনের কোনও সাংসারিক সমস্যা এ সপ্তাহে কেটে যাবে। ব্যক্তিগত বিষয়ে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করবেন না। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় খুব সাবধান।

বৃষ : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাময়িক মন্দা থাকবে। শেয়ার, ফাটকায় এ সপ্তাহে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকলেও এ সপ্তাহের শেষে তা কেটে যাবে।

মিথুন : এ সপ্তাহে সত্যি কথা বলার খেসারত দিতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক শান্তি। কর্মস্থানে ঝমেলা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। নতুন কোনও কাজে হাত দিলে তাতে সাফল্য মিলবেই।

কর্কট : বাড়ির কোনও গুরুজনের পরামর্শে সংসারে শান্তি ফিরবে। এ সপ্তাহে নতুন করে প্রেমে পড়তে পারেন। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। পেটের কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। ঘরে নতুন অতিথির আগমন।

সিংহ : পুজো আচ্চার্য় মানসিক শান্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদভাব বজায় থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো খবর পেতে পারেন। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতার কারণে প্রচুর অর্থব্যয়। বন্ধুকে গোপন কথা বলবেন না।

কন্যা : এক অপরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে প্রচুর লাভবান হবেন। সম্পত্তি নিয়ে শরিকি ঝামেলা মিটবে। স্ত্রীর ভাগ্যে অর্থনৈতিক সাফল্য পাবেন। পুরোনো কোনও নথি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এ সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসাপ্রাপ্তি।

তুলা : ব্যবসা ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ বাড়বে। চাকরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি ও বদলির সম্ভাবনা। বহুদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে মানসিক শান্তি। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়।

বৃশ্চিক : পরিবারে আপনার গুরুত্ব বাড়বে। কোনও প্রতিবেশীর সহায়তায় বাড়ি সংস্কারের ঝামেলা মিটবে। এ সপ্তাহে অর্থ উপার্জন খুব ভালো হবে। পড়ুয়াদের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হলেও সপ্তাহের শেষে তা মিটে যাবে।

ধনু : উচ্চপদস্থ কোনও কর্তার সুপারিশে কর্মক্ষেত্রে আপনার পদোন্নতি। ভাইবোনের সঙ্গে তিক্ততার অবসান। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। বাড়ি, গাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি।

মকর : সপ্তাহের প্রথমেই খুব ভালো খবর পেতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য উদ্বেগে থাকতে হতে পারে। প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার জটিলতা কাটবে। রাজনীতির সঙ্গে জড়িতদের সুনাম বৃদ্ধি।

কুম্ভ : আয়ের তুলনায় ব্যয় বাড়বে। বিদ্যার স্থানে সামান্য বাধা থাকলেও তা কেটে যাবে। বাণিজ্যে প্রচুর অর্থনৈতিক লাভ। পরিবারের সকলের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। দামি কোনও দ্রব্য হারিয়ে পেতে পারে।

মীন : বন্ধুর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে পারলে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে। পরিবারে আপনার গুরুত্ব বাড়বে। সপ্তাহের শেষদিকে আর্থিক সমস্যা হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২২ আষাঢ়, ১৪৩১, ১৬ আষাঢ়, ৭ জুলাই ২০২৪, ২২ আহার, সংবৎ ২ আষাঢ় সুদি, ৩০ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৫।১ অঃ ৬।২৩। রবিবার, দ্বিতীয়া শেষরাত্রি ৪।৩৩। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।১৩। হর্ষণযোগ রাত্রি ৩।২৬। বালবকরণ অপরাহ্ন ৪।১৯ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ৫।১৩ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, প্রাতঃ ৫।১৩ গতে দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।২ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২ গতে ২।২২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, প্রাতঃ ৫।১৩ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।৫৭ গতে উত্তরেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৭।৩৭ গতে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন নবান্ন যবশ্রাদ্ধ, রাত্রি ৩।২৬ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মনোরথদ্বিতীয়া ব্রত। শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫১ গতে ৯।২৯ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

মুম্বইয়ের ‘ভাবা’য় গবেষণার সুযোগ তুষারের

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৬ জুলাই : বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ঘেঁষা ছোট্ট গ্রাম মালিভিটা থেকে মুম্বইয়ের ভাবা পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে সাইন্টিফিক অফিসার হিসেবে গবেষণা করার সুযোগ পেলেন তুষারকান্তি রায়। তুষারের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত রাজগঞ্জবাসী। স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, ‘দারুণ খবর। ওর জন্য গর্ব হচ্ছে। তুষার আগামীদিনে দেশের নাম উজ্জ্বল করুক, এই কামনাই করছি।’ বিডিও প্রশান্ত বর্মনও তুষারের প্রশংসা করে বললেন, ‘প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও যে পড়াশোনা করে অনেকদূর যাওয়া যায়, তুষার তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তুষারকে দেখে এলাকার বাকি পড়ুয়ারা অনুপ্রাণিত হবে।’

তুষারের মা অণিমা রায় গৃহবধূ। পারিবারিক সূত্রে পাওয়া কিছু জমি চাষ করে সংসার চলে। বাবা সুভাষ রায় শিক্ষা দপ্তরের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। তিন বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়। তুষারের পড়াশোনা শুরু মালিভিটা জুনিয়ার বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তারপর বেলাকোবা হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। শিলিগুড়ি কলেজ থেকে কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে স্নাতক পাশ করার পর গুয়াহাটি আইআইটিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে এমএসসি পাশ করেন। এ বছর গেট উত্তীর্ণ হয়ে মুম্বইয়ের ভাবা পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে বিজ্ঞানী পদের জন্য আবেদন করেন। লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করার পর যোগদানের জন্য তাঁর কাছে চিঠি এসেছে। ২২ জুলাই তিনি মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

তুষারের কথায়, ‘দেশের এরকম একটি গবেষণাকেন্দ্রে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করার স্বপ্ন অনেকদিন ধরে দেখছি। এখনও একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি। দেশের জন্য কিছু করতে চাই।’

পাত্র চাই

■ 27+/4'-8", কায়স্থ, গ্র্যাজুয়েট, স্বনির্ভরশীল, স্মার্ট ও সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M.No. 9851080664. (C/113222)

■ রাজবংশী, হাইস্কুল শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি, বয়স-36, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob : 7501519457. (C/113225)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ (একমাত্র কন্যা), 29/5'-2", মেষ রাশি, নরগণ, H.S. Pass (CBSE), D.El.Ed., সংগীতে Diploma পাত্রীর জন্য শিলিগুড়িস্থিত সুপাত্র কাম্য। (M) 9933189600. (C/113226)

■ 34+/5'-2", M.Sc., B.Ed., Tet Pass, বেসরকারি স্কুলে কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি পাত্র চাই। (M) 9832034918. (C/111407)

■ পাত্রী Pvt. School Teacher, SC, 39, ডিভোর্সি। 45-এর মধ্যে, ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ির বাইরে অগ্রগণ্য। সন্তান থাকলে চলিবে। (M) 9749011363. (C/111405)

■ পাত্রী ক্ষত্রিয়, 33+/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed. (Eng.), কোচবিহার নিবাসী, সরকারি H.S. শিক্ষিকা। পাত্রীর বদলিতে অসুবিধা নেই। Govt./PSU/MNC কর্মরত, অনূর্ধ্ব 37 পাত্র চাই। Caste no bar. (M) 8116226575. (C/111393)

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী, বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/110689)

■ সাহা, শিলিগুড়ি, ফর্সা, 27/5'-2", হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ, শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী সুপাত্র চাই। 9434539965, 9933406265. (C/111396)

■ ফর্সা, সুন্দরী, হাঃ স্কুঃ শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য 37-42 মধ্যে সঃ চাকুরে পাত্র চাই। দঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। 8759420587. (C/111398)

■ পিতা Rtd. শিক্ষক, APD নিবাস, রাজবংশী, 32/5', Eng. M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য 37-এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। APD অগ্রগণ্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। 9647893229 (9-11 P.M.). (C/110081)

■ সাহা, 22+, স্নাতক, 5'-5", ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 8597622004. (S/C)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", জলপাইগুড়িতে কর্মরতা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, M.A., B.Ed., উপযুক্ত স্থায়ী সরকারি চাকুরে যোগ্য পাত্র, স্থানীয়/সংলগ্ন অঞ্চল কাম্য। (M) 8250470063. (B/S)

■ কায়স্থ, M.A., D.Ed., শিলিগুড়ি বাড়ি, 30/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 7439691336. (C/111420)

■ EB, 30, B+, কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র মেয়ে, 5'-3", M.A., B.Ed., Govt. School-এ কর্মরতা, মিউচুয়াল ডিভোর্সি, ইস্যুলেস, শিলিগুড়ি/পার্শ্ববর্তী নিবাসী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। পাত্রপক্ষ সরাসরি যোগাযোগ করুন। (M) 9434045527. (C/111417)

■ Dr. Bride (divorce) BDS, MDS (periodontist) FOI, FAAM (USA), 38/5'-3", Kyastha, very fair, slim, Practicing/settled in Siliguri, Suitable Dr. Groom wanted. Contact-6909906785. (C/111424)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-2", M.A., B.Ed., (Eng.), ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ কর্মী, মাতা সঃ কর্মী। উক্ত কন্যার জন্য ব্রাহ্মণ, উচ্চ কায়স্থ, অনূর্ধ্ব 36, উচ্চপদে কর্মরত, সরকারি/বেসরকারি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। (M) 9474903781. (C/111419)

■ পাত্রী কায়স্থ দত্ত, 29+/5'-2", M.A. (বাংলা), স্কুল শিক্ষিকা (প্রাইভেট)। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য (মালবাজার অগ্রগণ্য)। Ph : 9474718958 (রাত্রি 7টার পর)। (B/B)

■ M.Sc. (phy.), কেন্দ্রীয় Group-B পদে চাকরিরত, ফর্সা, সুন্দরী, 31/5'-1", সম্ভ্রান্ত পরিবার, বিয়েতে প্রতারিত কুমারী পাত্রীর জন্য সৎ, চরিত্রবান ও সংস্কারমুক্ত মনের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9593930202. (C/111413)

পাত্র চাই

■ মেচ (হিন্দু), 40/5'-2", M.A., সরকারি চাকরিজীবী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। কাস্টবার নেই। (M) 7431062200. (C/110082)

■ পাত্রী কায়স্থ, ২৮/৫'-8", M.A., B.Ed., সুযোগ্য পাত্র কাম্য। +91 9749053672. (C/111426)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 35 বছর বয়সি, 5'-3", নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রী-এর জন্য প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র কাম্য (শিশু গ্রহণযোগ্য)। 080-69074943. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ডিভোর্সি, 33/5'-3", প্রাইভেট সার্ভিস হোল্ডার পাত্রীর জন্য 38 বছর বয়সের মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 7679418302, 9832075528. (C/111415)

■ কায়স্থ, 30/4'-10", ফর্সা, সুশ্রী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8900515570. (C/110074)

■ পাত্রী কায়স্থ, 42/5'-2 1/2", নামমাত্র বিয়ে, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, ঘরোয়া। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পাত্রের নিজস্ব বাড়ি আবশ্যক। 8016684125. (C/113227)

■ সুশ্রী, 45/5'-2", B.Com., নিঃসন্তান ডিভোর্সি। 49-50'এর মধ্যে নিঃসন্তান.ডিভোর্সি, বিপত্নীক, সঃ চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ির পাত্র কাম্য। (M) 8944076704. (C/111501)

■ ব্রাহ্মণ, 27+/5'-4", M.A., ফর্সা পাত্রীর জন্য দাবিহীন, সরকারি চাকরিজীবী 30-35 মধ্যে ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9883968128. (C/111154)

■ পাত্রী কায়স্থ, 28+5'-5", সরকারি অফিসার। জলপাইগুড়ি নিবাসী। সমতুল্য কায়স্থ পাত্র চাই। (M) 9434257791. (C/111149)

■ পাত্রী ২৭/৫'-8", M.A., B.Ed., D.El.Ed., টেট পাশ, ফর্সা, স্লিম, পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 8250691836. (C/111150)

■ General, সুশ্রী, 27+/5'-3", ইস্যুহীন ডিভোর্সি, Central Govt., Group-C Employee পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 30, Govt. Service বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। 7076036475, 9832388385. (C/111434)

■ পাত্রী দেবারি, 34/4'-11", M.A., B.Ed., বেঃ সঃ স্কুল শিক্ষিকা, অনূর্ধ্ব 39, শিক্ষিত পাত্র কাম্য। 9475800919. (C/111430)

পাত্র চাই

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, সুন্দরী, ফর্সা, 30/5'-4", M.A. (Eng.), B.Ed., পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8617074969.

■ 21/5', M.A. পাঠরতা, ব্রাহ্মণ, গৃহকর্মে নিপুণা, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি পাত্র অগ্রগণ্য। 8967172933. (C/110746)

■ 51, ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, পিতা-মাতাহীন, হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 8637363763. (K)

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, বয়স ২৭, লম্বা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা, এমএসসি মাইক্রো বায়োলজি, কন্যার জন্য উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা, সরকারি অথবা অন্য কোনও ভালো চাকরি, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- ৯৯৩২৩৭২৫৪০, ৮১১৬৯৮১৬৬৮. (K)

■ সুন্নি মুসলিম, ইসলামপুর নিবাসী, বাবা সরকারি কর্মক্ষেত্র থেকে অবসরপ্রাপ্ত, মেয়ে 25 বছর বয়সি, 5'-2", সুন্দরী এবং একমাত্র কন্যাসন্তান, BDS ডিগ্রিপ্রাপ্ত করে নিজস্ব চেম্বার ওপেন করবে, সুপাত্রী-এর জন্য উত্তরবঙ্গ তথা অন্য কোনও মেট্রো সিটি-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র কাম্য। 080-69103105. (K)

■ গন্ধবণিক, 34+/5'-2", MBA, চাকরিরতা, ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুপাত্র কাম্য। কোচবিহার। (M) 9734033206. (C/110745)

■ দত্ত, 27, MBBS, 5'-3", সঃ হাঃ স্থায়ী M.O., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য MBBS Dr. পাত্র কাম্য। (M) 7001699369. (C/111429)

■ SC, 36+, M.A. পাশ, মাঝারি গঠন, সুন্দরী, ফর্সা, পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র চাই। (M) 6294669357. (C/111100)

■ কায়স্থ (বিশ্বাস), 30/5'-2", Ph.D. (Physics), আলিম্মান গোত্র, জলপাইগুড়ি-নাগরাকাটা-চা বাগান নিবাসী পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত পাত্র কাম্য। (M) 9933392842, (পাত্রী নিরামিষাশী)। (C/111100)

■ তিলি কুণ্ডু, 22+/5'-2", বিএ পাঠরতা, বাংলায় অনার্স, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। পাত্র চাই। (M) 9933514783. (S/N)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর বয়সি, সুশ্রী, M.A., B.Ed., স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/111501)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫ বছর বয়সি, M.A., D.El.Ed. পাশ, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/111501)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, ৩১, শিক্ষিত, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/111501)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ২৬, সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি নিবাসী ও সরকারি চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 8101254275. (C/111501)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সরকারি, বেসরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী সুযোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8101254275. (C/111501)

■ Gen., 32+/5', M.A., B.Ed., মাঙ্গলিক পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9851323564.

■ কায়স্থ, 34/5'-4", B.A. (Eng. Hons.), MBA, Private Company-তে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের মধ্যে চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9832038538. (C/111502)

■ কায়স্থ, 28+/5', Audiologist Speech and Swallow Therapist MASLP (Gold Medialist), সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি শিক্ষক/অধ্যাপক/উচ্চপদে সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9002257266. (C/111502)

■ Gen., মাহিষ্য মণ্ডল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী ২৫ বৎঃ/৫'-১", B.A. পাঃ, D.El.Ed., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য মধ্যবিত্ত সুপাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434496066. (C/111502)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর বয়সি, স্টেট গভঃ কর্মচারী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7319538263. (C/111501)

■ কায়স্থ শিলিগুড়ি নিবাসী, জন্ম 1990, MA, B.Ed, 5'-3", সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর মেয়ে। ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত অনূর্ধ্ব 37 পাত্র চাই। যোগাযোগ - 8918850806. (C/111505)

■ নমঃ (SC), 28+/5'-3", MA (Eng.), NET, B.Ed, TET Teacher, Eng. Medium School. চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474583163. (C/111505)

■ কায়স্থ 31+/5' উচ্চতা, MA, B.Ed. পাত্রীর জন্য সরকারি ও কায়স্থ পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। 9064571923. (C/111442)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ 24/5'-3", B.Sc Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M : 70037-63286. (C/111504)

■ কায়স্থ, মালদা নিবাসী 42/5'2", ইস্যুলেস, সুশ্রী ডিভোর্সী M.A পাত্রীর জন্য সঃ/অসঃ ইস্যুলেস পাত্র চাই। M+Wapp- 8436729599. (M/ED)

■ কায়স্থ, দাস, 26+/5'4", M.Sc (Math), B.Ed. ডাকঘরে কর্মরত, শ্যামবর্ণা। সরকারি চাকুরে সুদর্শন পাত্র চাই। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। M-8759468222. (M/TR)

■ পাল, 35+/5'6", M.A, D.El. Ed, ফর্সা, সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য Gen. 40 এর মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত, সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। দুই দিনাজপুর, মালদা অগ্রগণ্য। M-7908243994. (M/TR)

■ পাল, 33/5'(M.A), Bengali ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/ প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ। M-9614906228. (M/TR)

■ কায়স্থ, 32 বছর, উচ্চতা 5ফুট 1 ইঞ্চি, এমএসসি, বিএড, সরকারি চাকুরিরতা। উপযুক্ত পাত্র চাই। মো : 7407389479. (M/SM)

■ ব্রাহ্মণ, রায়গঞ্জ, 28+5'5", M.A, B.Ed সরকারি অফিসে কন্ট্রাক্টচুয়াল কর্মী পাত্রীর রায়গঞ্জ সংলগ্ন পাত্র (শিক্ষক ব্যতীত) কাম্য। M-9002503036 (রাত 7-10 টা). (M/ED)

■ W.B. ব্রাহ্মণ 32/5'4", M.A (Eng. & Edn.) B.Ed. Pursuing Ph.D. আবৃত্তি বিশারদ মালদা শহর নিবাসী। বর্তমানে সরকারি স্কুল শিক্ষিকা (প্রাইমারি), সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃচাঃ/ প্রফেসর/ হাইস্কুল শিক্ষক/ ব্যাঙ্ক/ রেল/ সঃ ইঞ্জিঃ/ ডাক্তার সুপাত্র কাম্য। Mob : 9609630561. (M109545)

■ সাহা 27/5'-3", B.Tech, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। M : 97330-88858. (C/111504)

পাত্রী চাই

■ পাত্র পাল, প্রতিবন্ধী, 34/5'-3", ঘরোয়া পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8145831577. (C/113221)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 27/5'-7", স্নাতক, সম্ভ্রান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের একমাত্র সন্তানের জন্য প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9064362782. (B/B)

পাত্রী চাই

■ পাত্র শ্রীহট্ট, 32 yrs./5'-7", M.Sc. (Medical Genetics) Qualified, বর্তমানে MNC-তে হায়দরাবাদে কর্মরত। বৈশ্য, সাহা, দেবারিগণ, পরিবার দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ)-এ স্থায়ী বাসিন্দা। হায়দরাবাদে চাকরিরতা/শ্রীহট্ট পাত্রী অগ্রগণ্যা। (M) 8210101652. (C/111394)

■ পাত্র নমশূদ্র, নামমাত্র ডিভোর্সি, ৩৫/৫'-৩", M.A., রাজ্য সরকারি কর্মচারী (UDC), 26-30'এর মধ্যে অবিবাহিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 8101596912. (C/113224)

■ কায়স্থ, 41+/5'-5", অনার্স গ্র্যাঃ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি। B.A., সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9144536342, 9832584567. (C/111401)

■ সাহা, 37/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/111389)

■ Gen., 47+, ব্যাংক অফিসার, পিতা ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র পুত্রের জন্য 30-45'এর মধ্যে সুপাত্রী চাই। M, W/A : 9231672390. (C/111326)

■ বৈদ্য, 38/5'-7", B.Tech., বহিঃরাজ্যে MNC-তে জেনারেল ম্যানেজার পদে কর্মরত, বার্ষিক আয় ত্রিশ লক্ষ। পাত্রের সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 9475840512. (S/C)

■ Gen., 33/5'-11", M.A. (Incom.), নিজস্ব ব্যবসা, একমাত্র পুত্র। সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ 9735939325. (C/111143)

■ কায়স্থ, 32/5'-4", Delhi-NCR (Noida)-এ প্রসিদ্ধ Company-তে কর্মরত, B.Tech., MBA, Engineer পাত্রের উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ 9868969856. (C/111404)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত ও প্রতিষ্ঠিত। B.Tech., MBA, দেবারি, ৩৪/৫'-৯", +৩৬ Lpa, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রী চাই। ৮৯১৮৮৬১৭৭২. (C/111406)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩৪, একমাত্র সন্তান, ৫'-৬", M.A., স্থায়ী সঃ কর্মী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ফর্সা, সুশ্রী, M.A./M.Sc. পাত্রী চাই। (M) 9332669115. (C/111418))

■ পাত্র কলকাতা নিবাসী, ৩৩+/৫'-৬", ব্রাহ্মণ, জাহাজে কর্মরত, মাসিক আয় 1.5 Lac, নিজ বাড়ি ও গাড়ি। স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। 9433011182, ঘটক/প্রতিষ্ঠান নয়। (C/111409)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, 34 বছর বয়সি, 5'-7", MBA কোয়ালিফায়েড, বর্তমানে সরকারি ব্যাংক-এর উচ্চপদে কর্মরত, সুপাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69070624. (K)

■ পাত্র মণ্ডল, 29/5'-2", বাড়ি-শিলিগুড়ি, B.Com.(H), ওষুধের কোম্পানিতে কর্মরত। পিতা-রিটায়ার্ড সার্ভিসম্যান। উপযুক্ত ঘরোয়া, সুশ্রী, 22-25 মধ্যে পাত্রী কাম্য। No caste bar. (M) 6295855901. (C/111428)

■ 29/5'-5", কায়স্থ, MBA পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9832336994. (C/110083)

■ পাত্র EB কায়স্থ, কলকাতা, 32/5'-7", ইঞ্জিনিয়ার, বেঃ সঃ চাকরি, নিজস্ব ফ্ল্যাট। সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 27, EB পাত্রী চাই। চাকরিরতা চলবে না। 9903870011. (K)

পাত্রী চাই

■ দত্ত, 43+/5'-8", H.S., ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Time : 6 P.M. - 9 P.M., Ph : 7908443219. (C/111431)

■ রাজপুত ক্ষত্রিয়, পিতৃহীন, একমাত্র পুত্র, 39+/5'-5", বেসরকারি স্কুল শিক্ষক, মাতা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। সুপাত্রী প্রয়োজন। (M) 9932943479. (C/111432)

■ সুন্নি মুসলিম, শিলিগুড়ি নিবাসী, বাড়ির একমাত্র ছেলে, 34 বছর বয়সি, 5'-6", সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এ উচ্চপদে কর্মরত, সুপাত্র-এর জন্য উত্তরবঙ্গ-এর মধ্যে সুপাত্রী কাম্য। 080-69103105. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 42 বছর বয়সি, 5'-7", একমাত্র সন্তান, সরকারি সেক্টরে উচ্চপদে কর্মরত, স্বল্প সময়ের বিবাহবিচ্ছেদ পাত্র-এর জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69074943. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 33 বছর বয়সি, 5'-7", M.Tech. কোয়ালিফায়েড, Bangalore MNC-এর Software Eng.-এর উচ্চপদে কর্মরত, সুপাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69103049. (K)

■ E.B. বৈঃ, 33+/5'-10", B.টেক, কর্কট, দেব. (M) 8981114436. (K)

■ পাত্র 29+, MNC Bangalore, মাঙ্গলিক, নরগণ। MBA/Engr., মাঙ্গলিক পাত্রী চাই। 8101933350. (C/111421)

■ দেবনাথ, ৩৪/৫'-৬", হাইস্কুল শিক্ষক, আবৃত্তি বিশারদ, তবলা বিশারদ, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ-৮১০১৪৩৭৩৪০. (S/A)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, কর্মকার, 30/5'-10", B.Tech., (Ele. Eng.) পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ইঞ্জিনিয়ার, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুদর্শন পাত্রের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 27 এবং উচ্চতা 5'-2" - 5'-5" মধ্যে স্ববর্ণ/অসবর্ণ, মানানসই উত্তরবঙ্গের উপযুক্ত পাত্রী চাই। W/A, M-9531741641. (C/111433)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয় (SC), জন্ম 17/3/90, 5'-6 1/2", B.Tech. (IIT), MBA (IIM), MNC Mumbai কর্মরত, দেবগণ, বৃশ্চিক রাশি। সুন্দরী, শিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের (26-31/5'-এর উপরে) পাত্রী চাই। Caste no bar. (M) 9474392211.

■ পাত্র কায়স্থ, 29+/5'-6", মেকানিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি+ব্যবসা। ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8509162844 (10 A.M. - 9 P.M.). (C/113229)

■ বৈশ্য, সাহা পোদ্দার, LLM, H.C. (Adv.), 32+/5'-6"+, ফর্সা, সাহা, দেবগণ/নরগণ, অবিবাহিতা পাত্রী চাই। 9609943404. (C/111156)

■ জলপাইগুড়ি, কায়স্থ বোস, সুদর্শন, 36/5'-10", B.Tech./M. Mus. Eng. Pvt. H.S. স্কুল শিক্ষক ও সংগীতজ্ঞ। শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9064577190. (C/111151)

■ কায়স্থ, জলঃ নিবাসী, B.Sc. Math (H), D.El.Ed., B.Ed., 31/5'-3", গভঃ প্রাথমিক শিক্ষক পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সরকারি চাকরিতা চলিবে। 9641098063. (C/111147)

■ Gen, 29/5'-10", Hyderabad-এ MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8918764284. (C/113228)

পাত্রী চাই

■ 48, বিপত্নীক, রেলওয়েতে কর্মরত, পিতা-মাতাহীন, নিঃ সন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য (সন্তান সহ গ্রহণে আগ্রহী)। 9332461678. (K)

■ নমশূদ্র, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, উচ্চতা 5'-5", সরকারি কন্ট্রাকচুয়াল কর্মচারী পাত্রের জন্য 21-30'এর মধ্যে সুন্দরী, ঘরোয়া, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। (M) 7602228288. (C/110084)

■ বিকম পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 35+, ফর্সা, SC পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/111100)

■ কায়স্থ, 37, B.Com., প্রাইভেট ব্যাংকে জব করে। ডিভোর্সি, সুদর্শন পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/111438)

■ তুফানগঞ্জ নিবাসী, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এসও পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত নাথ পাত্রী চাই। মোঃ 9563622659. (D/S)

■ মালদা নিবাসী, ৩০, M.Tech., PWD-তে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। কোনওরূপ দাবিদাওয়া নেই। (M) 9874206159. (C/111501)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, MBBS গভঃ ডাক্তার, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/111501)

■ বয়স ৩৩, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/111501)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ৩০, শিক্ষিত, ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/111501)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৩৯, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7319538263. (C/111501)

■ 37 হাইস্কুল শিক্ষক, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ - 7980816262. (K)

■ পুঃবঃ, ব্রাহ্মণ, বাৎসব, 31+/5'-10", সিংহ রাশি, নরগণ, B.A, D.EL.Ed. আলিপুরদুয়ার শহরে নিজস্ব বাড়ি, বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। (M) 9434165101. (C/110085)

■ পাত্র একটি বেসরকারি সংস্থায় (TATA) কর্মরত, 35, সুদর্শন, শিলিগুড়িতে নিজ গৃহ, দাবি নাই। ঘরোয়া, অনূর্ধ্বা 30, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8392074621. (C/111503)

■ ব্রাহ্মণ 32/5'-9", M. Tech, Indian Oil-এ Officer পদে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। M : 97344-88968. (111504)

■ পাত্র কায়স্থ 33/5'-8", M. Tech, কেন্দ্রীয় সরকারে উচ্চপদে কর্মরত শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া/চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। M : 94320-76030. (C/111504)

■ Govt. A Gazetted Lecturer M.Tech, 36/5'9" পাত্রের জন্য সরকারি চাকুরিরতা/সুশিক্ষিতা উঃদিঃ পাত্রী অগ্রগণ্য। M-8942809056. (M/TR)

■ ব্রাঃ, 32+/5'2", B.A পাশ, ব্যবসায়ী, দুই বোন (বিবাহিতা), ফর্সা, সুন্দর পাত্রর জন্য পাত্রী চাই। 8945977427. (M/TR)

■ পূঃবঃ, কায়স্থ, বিশ্বাস, বেঃসঃ স্কুল শিক্ষক, 34/5'4", M.A, B.Ed, ব্যবসায়ী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য।- 7029152353. (M/109545)

■ সাহা, হাইস্কুল শিক্ষক (মালদা) 48 বৎ 5'3", Double M.A, সরকারিজীবী 35-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। M-9733051528. সময়- 6-9 PM. (M/109543)

■ রাজবংশী, 24+/5'7", CGST & Customs Inspector (Central Govt.) পাত্রের জন্য উপযুক্ত, সুশ্রী, সুস্বাস্থ্যবতী, ফর্সা, সুন্দরী, জেনারেল কাস্ট পাত্রী কাম্য। M-9476450126. (M/TR)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্র-পাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 499/- Unlimited Choice. 9147371919. (C/111501)

সুব্রত কাপে রাজ্যসেরা মহিলা দল

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৬ জুলাই : ইসলামপুর মহকুমার গোয়ালপোখর ব্লকের নন্দঝাড় আদিবাসী তপশিলি হাইস্কুলের মহিলা দল এই প্রথম সুব্রত কাপে রাজ্য পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইতিহাসে যা প্রথম। দু'বছর আগে নন্দঝাড় হাইস্কুলের মহিলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় সহ তাঁদের কোচ শুধু সুব্রত কাপের নাম শুনেছিলেন।

তবে রাজ্য স্তরের এই খেলায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি। শনিবার চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ইসলামপুর পৌঁছাতেই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তারা খেলোয়াড়দের নিয়ে মেতে উঠলেন। নন্দঝাড় ছাত্র সমাজের সম্পাদক তথা এই টিমের কোচ চন্দন পাল বলেন, 'সুব্রত কাপ মূলত স্কুল পড়ুয়াদের জন্য আয়োজন করা হয়। পড়ুয়াদের খেলার মাঠে ফিরিয়ে আনতে প্রত্যেক স্কুলকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমবার অংশগ্রহণ করে রাজ্যসেরা হওয়ার কথা কল্পনা করিনি। তাই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এরপর রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে দিল্লি যাচ্ছি। আশা করি সেখানেও ভালো ফল করব।'

বুধবার কলকাতার জিডি ময়দানে অনূর্ধ্ব ১৭ সুব্রত কাপ অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুলকে ৩-০ গোলে নন্দঝাড় হাইস্কুল পরাজিত করে। প্রথমে মহকুমা, জেলা এবং সুব্রত কাপের ক্লাস্টার রাউন্ডে উত্তরবঙ্গের নয়টি স্কুলের মধ্যে নন্দঝাড় হাইস্কুল প্রথম হয়। এরপর কলকাতায় আটটি স্কুলের মধ্যে খেলা হলে ফাইনালে এই স্কুল রাজ্যসেরা হয়। এদিন সকালে চ্যাম্পিয়ন টিম ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে পৌঁছাতে সকলে আনন্দে মেতে ওঠেন। খেলোয়াড়দের স্বাগত জানাতে ব্যান্ডপার্টি ডাকা হয়। প্রত্যেক খেলোয়াড় সহ কোচকে ফুলের মালা পরিয়ে বাস টার্মিনাস থেকে চৌরঙ্গি মোড় পর্যন্ত মিছিল করা হয়।

ডায়না নদীতে নেমেছে হাতির পাল। নাগরাকাটায় শুভজিৎ দত্তর তোলা ছবি।

নতুন রাসায়নিক ব্যবহারে ছাড়পত্র দাবি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ জুলাই : গ্রিন ফ্লাই, টি মসকুইটো, লুপারের মতো চা পাতার মারণ রোগপোকা দমনে নতুন দুই রাসায়নিক ব্যবহারে চা গবেষণা সংস্থা (টিআরএ) সেন্ট্রাল ইনসেক্টিসাইট বোর্ড অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন কমিটি (সিআইবিআরসি)-র ছাড়পত্র চাইল। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের আওতাধীন ওই বোর্ড রাসায়নিক প্রয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। একই দাবিতে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর তরফেও টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যানের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। 'সিস্টা'র সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'বর্তমানে যে সমস্ত রাসায়নিক অনুমোদিত সেগুলি ওই সমস্ত রোগপোকার বিরুদ্ধে কাজ করছে না। এমনিতে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে চা বাগানগুলি বিপর্যয়ের শিকার। অন্যদিকে, পাল্লা দিয়ে নানা ধরনের রোগপোকার আক্রমণ পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে। যে দুই রাসায়নিকের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে সেগুলির কার্যকারিতা যথেষ্ট বলে প্রমাণিত। পাশাপাশি দামেও সস্তা।'

টিআরএ সহ চা মহল অ্যাসিটামিপ্রিড ও ইমিডাক্লোপ্রিড নামে দুটি রাসায়নিক ব্যবহারের অনুমতি চাইছে। যদিও টমেটো, লংকা, ঢ্যাঁড়শের মতো সবজিতে ওই দুই রাসায়নিকের অনুমোদন রয়েছে। টিআরএ'র সম্পাদক জয়দীপ ফুকন বলেন, 'চা শিল্পের জন্য যে দুই রাসায়নিকের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে তা মেনে নেওয়া হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

পুলিশ আধিকারিকদের শাস্তি চাইলেন শুভেন্দু

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৬ জুলাই : রুইডাঙ্গা কাণ্ডে ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি সহ সেই কেসের তদন্তকারী অফিসারকে বরখাস্তের দাবি জানালেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার এনিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে সরব হয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, রুইডাঙ্গায় বিজেপির নেত্রীকে নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে পুলিশ সুষ্ঠু তদন্ত করছে না। সেই পোস্টে শুভেন্দু ক্যাপশন দিয়েছেন, 'ক্লাসিক কেস অফ ভিকটিমাইসিং দ্য ভিকটিম।' তাঁর এই পোস্টে নতুন করে রাজনৈতিক পারদ চড়েছে।

সেই পোস্টে শুভেন্দু বলেছেন, এই ঘটনায় আগেই তিনি সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন, যাতে সুষ্ঠু তদন্ত হয়। নির্যাতিতাকে এখন ছেঁড়া জামাকাপড় জমা দিতে বলা হচ্ছে। অথচ তিনি নাকি আগেই এফআইআরে বলেছিলেন যে, দুষ্কৃতীরা সেটা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছিল। শুভেন্দুর দাবি, এফআইআরেও তো বলা হয়েছে, ঘটনাস্থলে নির্যাতিতা প্রায় সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তাহলে এখন তিনি সেই জামাকাপড় কোথায় পাবেন? এসব প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, ভুক্তভোগীকে অপমান করার চেষ্টা চলছে। এমন পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের জন্য ঘোকসাডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ এবং তদন্তকারী অফিসারকে বরখাস্ত করা উচিত।

রুইডাঙ্গা কাণ্ড

অভিযোগ সরাসরি পুলিশের বিরুদ্ধে। কিন্তু শুভেন্দুর এই পোস্ট ও অভিযোগ নিয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁকে ফোন করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় অবশ্য শুভেন্দুর সমালোচনার পাশাপাশি পুলিশের হয়ে ব্যাট ধরেছেন। সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী যে কোনও বিষয় নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি করেন। পুলিশ সঠিক তদন্ত করছে। সঠিক তদন্তে যাতে সব উঠে আসে, সেজন্য যা যা প্রয়োজন সেসব চাচ্ছে পুলিশ। তাতে তো অন্যায়ের কিছু নেই।' এক্ষেত্রে যিনি নির্যাতিতা তিনি সহযোগিতা করবেন বলে মনে করেন পার্থ।

গত ২৫ জুন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গায় এক মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। এরপর তিনি ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের দিকে অভিযোগ ওঠে। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য বিষয়টি পারিবারিক বিবাদ বলেছে। ওই নির্যাতিতা দু'দিন কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি থাকার পর বিজেপি জেলা কার্যালয়ে আশ্রয় নেন। এখন তিনি কোচবিহারেই রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে শুভেন্দু কথা বলেছেন। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরাও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। পুলিশ এঘটনায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

উপাচার্যের অপমানের প্রতিবাদ

ধূপগুড়ি, ৬ জুলাই : জুলাইয়ের ২ তারিখ কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলচন্দ্র রায় জাতিবিদ্বেষের স্বীকার হয়েছেন, এমনই অভিযোগ এনেছে ধূপগুড়ি পঞ্চানন স্মারক সমিতি এবং রাজবংশী যুব মঞ্চ নামে দুই সংগঠন। উপচার্যকে তাঁর জাতি নিয়ে অপমান করার প্রতিবাদে শনিবার ক্ষোভ প্রকাশ করল ওই দুই সংগঠন। এদিন বিকেলে নেতাজিপাড়ায় প্রতিবাদ সভার ডাক দেন সংগঠনের সদস্যরা। সভায় রাজবংশী যুব মঞ্চের সম্পাদক সৌমিত্র বর্মনের বক্তব্য, 'অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ পদক্ষেপ না করলে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।'

সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, ২ জুলাই উপাচার্যের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার পর তাঁর জাতিসত্তা নিয়ে কটূক্তি করা হয়। সভায় উপস্থিত রাজবংশী চলচ্চিত্র নির্মাতা তপন রায়, নিখিলেশ রায় প্রমুখ জানান, জাতিসত্তা নিয়ে গালিগালাজ করাটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর অপমানে আমরা সকলে অপমানিত হয়েছি।

রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল
পূর্ব রেলওয়ে
৫৬, সি.আর. অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১২, ওয়েবসাইটঃ www.rrcer.org

২০২৪-২০২৫ বর্ষের স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ কোটায় নিয়োগ

নির্দেশক বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং.: আরআরসি/ইআর/স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ কোটা/২০২৪-২০২৫ (ওপেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট)

পূর্ব রেলওয়ে, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্ (সিএলডব্লু) এবং মেট্রো রেলওয়ের স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ কোটার ২০২৪-২০২৫ বর্ষের শূন্যপদ পূরণ করতে লেভেল-২ (গ্রুপ 'সি') ক্যাটেগরি-তে পাঁচ (০৫)টি পদ এবং লেভেল-১ (পূর্বতন গ্রুপ 'ডি') ক্যাটেগরি-তে দশ (১০)টি পদের জন্য নিচে বর্ণিত যোগ্যতামান অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের থেকে অনলাইন আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্-এ যোগ্যতা নেই এমন প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

১.০ i) অনলাইন আবেদন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ ১০.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা।
ii) অনলাইন আবেদন বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৯.০৮.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা।

২.০ যে সকল পদ পূরণ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণঃ

পূর্ব রেলওয়ে (পূর্ব রেলওয়ের যে কোনও ইউনিটে পোস্টিং হতে পারে), সিএলডব্লু এবং মেট্রো রেলওয়ে-তে

ক্র. নং.	ক্যাটেগরি	সপ্তম সিপিসি-তে লেভেল	জিপি	পূর্ব রেলওয়ে-তে পদের সংখ্যা	সিএলডব্লু-তে পদের সংখ্যা	মেট্রো রেলওয়ে-তে পদের সংখ্যা	মোট শূন্যপদের সংখ্যা
১.	লেভেল-২ (গ্রুপ 'সি')	২	১৯০০ টাকা	২	১	২	০৫
২.	লেভেল-১ (পূর্বতন গ্রুপ 'ডি')	১	১৮০০ টাকা	৮	২	শূন্য	১০

৩.০ প্রার্থীরা পে লেভেল-১ (পূর্বতন গ্রুপ 'ডি') অথবা পে লেভেল-২ (গ্রুপ 'সি') (সপ্তম সিপিসি) অথবা ''উভয়''-এর জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রার্থীরা উভয় ক্যাটেগরির জন্য আবেদন করতে আগ্রহী হলে সেক্ষেত্রে প্রতি ক্যাটেগরির জন্য পৃথকভাবে অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে হবে। উভয় ক্যাটেগরির জন্য পৃথকভাবে প্রযোজ্য পরীক্ষার ফি জমা করতে হবে।

যোগ্যতামান, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস্ যোগ্যতা, মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, পরীক্ষার ফি, অন্যান্য যোগ্যতামান এবং নিয়োগ পদ্ধতির জন্য আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীদের উপরোক্ত নিয়োগের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.rrcer.org -তে পাওয়া যাবে।

অনলাইনে আবেদন জমা করার লিংক RRC-ER/KOL -এর ওয়েবসাইট www.rrcer.org-এর অফিসিয়াল নোটিস বোর্ডে পাওয়া যাবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্সোনেল অফিসার/রিক্রুটমেন্ট,
রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পঃবঃ)
দূরভাষ : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in,

২৪.০৭.২০২৪-এর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ই-অকশন

সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'-এর ভিত্তিতে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com এ দেওয়া হবে।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর বিধান সহ পঠিত। এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারকে বিশেষভাবে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধক/চার্জড রয়েছে, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক-এর অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা নেওয়া হয়েছে, ২৪.০৭.২০২৪ তারিখে যা বিক্রয় করা হবে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'-এর ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে সুরক্ষিত ঋণদাতার কারণে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে। ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে গণনা করা হয়েছে :

ক্র. সংখ্যা / শাখা	অ্যাকাউন্টের নাম ও ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) / বায়নার টাকা জমা / দর বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা / সম্পত্তি আইডি / সম্পত্তির দায়বদ্ধতা
০১ কোচবিহার বি এস রোড	১) শ্রী কানাই গুহ, ঠাকুরদাস গুহর পুত্র (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ঠিকানা : শ্যামাপ্রসাদ কলোনি, ব্যাংচাতরা রোড, গুড়িয়াহাটি, জেলা- কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১০১ 2) শ্রী সুবীর সরকার, পরিমল সরকারের পুত্র (জামিনদাতা) ঠিকানা : গ্রাম ও পোঃ অঃ নারারথলি, কুমারগ্রাম, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬২০২	মৌজা- গুড়িয়াহাটিতে অবস্থিত জমি ও বাড়ির সকল এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ জেএল নং ১২৬, এলআর খতিয়ান নং ৬১৪১, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৭, এলআর প্লট নং ২১০০, আরএস প্লট নং ২০৮২, তৌজি নং ১১৯৮৩, খাক নং ৯৫৩, জমির আয়তন ২.০০ কাঠা, থানা কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পিন- ৭৩৬১০১-এর এক্তিয়ারাধীন, শ্রেণিবদ্ধকরণ- বাস্তু প্রষ্টব্য স্বত্বাধিকারী দলিল নং I-৫৬০৩ তাং ২২-০৭-২০১৪, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার কোচবিহারে রেজিস্ট্রিকৃত, সম্পত্তি শ্রী কানাই গুহ, পিতা- ঠাকুর দাস গুহর নামে দণ্ডায়মান। দ্বারা আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ : উত্তর- শ্রী সুকল দাসের জমি, দক্ষিণ- শ্রী বলরাম দাসের জমি ও ৫ ফিট চওড়া রাস্তা, পূর্ব- শিপ্রা দে সরকারের জমি, পশ্চিম- সঞ্জয় দেবনাথের জমি	টা. ১৩,০০,০০০.০০ (তের লক্ষ টাকা মাত্র) / টা. ১,৩০,০০০.০০ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) / টা. ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা)	টা. ১২,৬৭,১৭২ (বারো লক্ষ সাতষট্টি হাজার একশত বাহাত্তর টাকা মাত্র) তৎসহ আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় ২৫.০৬.২০২৪ থেকে ব্যাংকের পাওনা উশুল না হওয়া পর্যন্ত। / আইডিআইবি ৫০২১২১৫২৩৫০ / জানা নেই

ঋণদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লি-এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)টি দেখার পর অনলাইন দর-এ অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪/২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডার হেল্প ডেস্ক-এ প্রদত্ত অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। এমএসটিসি লিঃ-এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস-এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com-তে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি স্ট্যাটাস-এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com-এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ এবং সম্পত্তির ফোটোগ্রাফি ও নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং পোর্টালটি সম্পর্কিত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১-এ যোগাযোগ করুন। ঋণদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com-এর সাথে ওয়েবসাইট-এ সম্পত্তির খোঁজ করার সময় উপরে উল্লিখিত প্রোপার্টি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	ডকুমেন্ট (সেল নোটিশ ইমেজ)	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, নোডাল অফিসার, মোবাইল নং- ৭০০৭৯৮৩৭৪৩
২) কুমার ধরমবীর, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৬০০৩৪৩৪৪৪৯

তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

বোল্ডার সমস্যায় থমকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই: জঙ্গলের ভেতর কোন নদী থেকে কী পরিমাণ বোল্ডার সংগ্রহ করা হবে সরকারি কাজের জন্য, তা নির্দিষ্ট করে দিল বন দপ্তর। জঙ্গলের বন্যপ্রাণী ও গাছপালায় ক্ষতি না করে জীববৈচিত্র্যকে স্বাভাবিক রেখেই বোল্ডার সংগ্রহ করতে হবে। চলতি ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে এবং ২০২৩-'২৪ অর্থ বছরের কিছু সময়ের জন্য উত্তরবঙ্গের জঙ্গল সংলগ্ন নদী থেকে মোট ৯ লক্ষ ৫১১৪ টন বোল্ডার সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু ভরা বর্ষায় ঘোরতর সমস্যায় পড়েছে সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ। নদীগুলিতে প্রবল জলের স্রোত এবং জলস্ফীতি থাকায় বোল্ডার সংগ্রহ করতে পারছে না সেচ দপ্তর। ফলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধ সংস্কার করতে হচ্ছে আগে থেকে মজুত করা বোল্ডার দিয়ে। সেই কাজ করাতে বোল্ডারের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। এই বোল্ডার সমস্যার কথা শনিবারই সেচ দপ্তরের সচিবকে জানিয়েছে সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ।

সেচ দপ্তর উত্তরবঙ্গের গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগ, দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগ, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধীনে একাধিক নদী থেকে বোল্ডার সংগ্রহ করা হয়। যেমন বক্সা বাঘবনের অধীনে রায়ডাক, পানা, বাসরা, ডিমার মতো জঙ্গল লাগোয়া নদী ছাড়াও জলদাপাড়ার অধীনে হাউরি, তিতি ও তোর্ষা নদী থেকে বোল্ডার সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়াও দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগের তিস্তা ও মহানন্দা নদী এবং গরুমারার অধীনে জলঢাকা ও মূর্তি নদী থেকে বোল্ডার সংগ্রহ করা যাবে।

রাজ্য বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল দেবল রায় বলেন, 'সেচ, পূর্ত, রেল সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কোন নদী থেকে কী পরিমাণ বোল্ডার তোলা যাবে। তবে জঙ্গলের জীববৈচিত্র্যে যেন কোনও আঁচ না পড়ে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া পরিমাণের বাইরে তোলা যাবে না। স্থানীয় ডিএফওদের কাছ থেকে দপ্তরের কার্যনিবাহী বাস্তুকারকে অর্ডার নিতে হবে।'

সামসিংয়ে সুনতালেখোলা ঝোরায় জমে থাকা বোল্ডার। -সংবাদচিত্র

এই নদীগুলির বোল্ডার সংগ্রহের পয়েন্টগুলি সবক'টি জঙ্গলের কোর এলাকা লাগোয়া। এক্ষেত্রে জঙ্গলের উপর ক্ষতি হচ্ছে কি না তারজন্য সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট রেঞ্জ বা বিট অফিস নজিরদারি চালাবে।

বন দপ্তর নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কোন জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য বা বাঘবনের জঙ্গলের কোন নদী থেকে কত পরিমাণ বোল্ডার সংগ্রহ করা যাবে। যার মধ্যে মোট ৯ লক্ষ ৫ হাজার ১১৪ টন বোল্ডার সংগ্রহ করা যাবে বছরে। যার মধ্যে বক্সা বাঘবনের অধীনে নদীগুলি থেকে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ২৩৮ টন, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে ২ লক্ষ ১২ হাজার ৯৪৭ টন, দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগ থেকে ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪০৫ টন এবং গোরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে ৩ হাজার ৫৩১ টন বোল্ডার সংগ্রহ করা যাবে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, মজুত রাখা বোল্ডার প্রায় শেষ। এখন জঙ্গলের ভেতর ডাম্পার বা ট্রাক নিয়ে যাওয়াই যাবে না। গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। তার উপর বন্যপ্রাণীর উপদ্রবের আশঙ্কা রয়েছে। সমস্যার কথা রাজ্যকে জানানো হয়েছে।

আজ টিভিতে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ বাদল শেষের পাখি, ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

জি ক্লাসিকে সকাল ১১.৩০ মিনিটে মেরা নাম জোকার।

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সখী তুমি কার, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ দেবতা, সন্ধ্যা ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ দুজনে

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ জয় শ্রীকৃষ্ণ, বিকেল ৪.২০ শ্রীকৃষ্ণ লীলা, রাত ৮.২০ জামাই ৪২০, রাত ১১.২০ মিস কল

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ তোর নাম, দুপুর ২.৫৫ একান্ত আপন, বিকেল ৫.৫০ শত্রুমিত্র, রাত ৮.২৫ টক্কর, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আওয়ারা

ডিডি বাংলা : সন্ধ্যা ৭.৩০ আক্রোশ

ডিডি বাংলায় সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে আক্রোশ।

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে দুপুর ১.৫৯ মিনিটে দিল ধড়কনে দো।

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডিতে সকাল ১১.০৩ মিনিটে এয়ারলিফট।

জিতি সীমান্তে স্থায়ী গেট নির্মাণের পথে ভুটান

নাগরাকাটা, ৬ জুলাই : জিতি চা বাগান লাগোয়া সীমান্তে বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ রাখা গেটে স্থায়ী কাঠামো তৈরি করছে ভুটান। স্থানীয়দের একাংশের ধারণা, সেখানে আরও একটি গেট তৈরি হচ্ছে। তবে সেটি দিয়ে কারা যাতায়াত করবেন যদিও তা এখনও অজানা। নয়া গেট হলে সেখান দিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের দাবিতে সরব স্থানীয়রা।

জিতি চা বাগানের যেখানে নয়া স্থায়ী কাঠামো তৈরি হচ্ছে সেই স্থানটি গোপাল লাইন নামে পরিচিত। এক সময় উন্মুক্ত সীমান্ত ছিল। করোনাকালে ভুটান তারজালির বেড়া দিয়ে এলাকাটি ঘিরে দেয়। পুরোনো গেট বন্ধে আপত্তি জানান স্থানীয়রা। তখন থেকেই বাঁশ ও তারজালি দিয়ে স্থানটি আটকে রাখা হয়। এবার সেখানেই স্থায়ী নির্মাণ শুরু হয়েছে। তা বলে সীমান্তে যাতায়াত বন্ধ নেই। গোপাল লাইন থেকেই প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে গহেরা লাইনে ২০২২-এ একটি নয়া গেট চালু হয়েছে। সেখানে ভারতীয় শুল্ক কেন্দ্রও রয়েছে। জিতি সীমান্তবাসীর বক্তব্য, ওই গেট দিয়ে যাতায়াত সুগম নয়। ভুটানবাসীদের কেনাকাটার জন্য অনেকটা ঘুরে আসতে হয়। ফলে, তাঁরাও আসতে অনাগ্রহী। করোনাকালে সীমান্ত বন্ধ থাকায় এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়ে। এখনও তার উন্নতি হয়নি।

স্থানীয় তরুণ সুরজ সিং বলেন, 'এখন যে কাজ হচ্ছে তাতে আমাদের ধারণা, একটি গেট তৈরি হচ্ছে। তবে, সেখান দিয়ে যাতায়াত করা যাবে কি না তা এখনও জানা যাচ্ছে না। গেট খোলা না হলে এখানকার ব্যবসা একদম ডুবে যাবে। কেন্দ্র, রাজ্য সহ ভুটান সরকারের কাছে অনুরোধ, বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হোক।' মহম্মদ ফিরোজ নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'ভুটানের সামচি জেলা প্রশাসনের কাছেও আমরা একই আর্জি জানিয়েছি। সমস্যার কথা কেন্দ্র সহ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।'

> একটি গেট তৈরি হচ্ছে। তবে, সেখান দিয়ে যাতায়াত করা যাবে কি না তা এখনও জানা যাচ্ছে না। গেট খোলা না হলে এখানকার ব্যবসা একদম ডুবে যাবে।
>
> -সুরজ সিং *স্থানীয় তরুণ*

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এটি আন্তর্জাতিক ইস্যু। গেট হবে, নাকি ভুটানের দিকের সীমান্তের ওই অংশ বন্ধ হবে তা ওই দেশের সিদ্ধান্ত। সেখানে কারও কিছু বলার নেই। এটি দুই দেশের শীর্ষস্তরীয় আলোচনার বিষয়। মূল সীমান্তের পিলার থেকে দুই দিকে ১০ মিটার জমি ফাঁকা রাখাও আন্তর্জাতিক নিয়ম।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড়, ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
KALKI 2898 AD
(Hindi)
(Prabhash, Amitabh Bachchan, Dipika)
Time : 12:30, 3:30, 6:30
Dolby / A/c

সম্প্রীতির রথ

বীরপাড়া, ৬ জুলাই : রবিবার বীরপাড়ায় জগন্নাথ দেবের রথের দড়িতে টান দেওয়া হবে বিকেল চারটায়। রথযাত্রা আয়োজক কমিটির সম্পাদক সোনা সরকার জানান, আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে শরৎ চট্টোপাধ্যায় কলোনির কালীবাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে রথ টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ৪০০ মিটার দূরে হরি মন্দিরে।

১৯৬৩ সালে বীরপাড়া চা বাগানে রথযাত্রার সূচনা হয়। কয়েক বছর পর কালীবাড়ি থেকে শুরু হয় ওই রথযাত্রা। রথযাত্রার দিন বীরপাড়ায় স্থানীয়রা ছাড়াও আশপাশের গ্রাম এবং চা বাগানগুলি থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এবং দর্শনার্থী ভিড় করেন।

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA DAKSHIN DINAJPUR, BALURGHAT
Interview for the Contractual Teachers (2024-25)

A walk-in-interview will be conducted at Kendriya Vidyalaya Dakshin Dinajpur (Balurghat) to prepare a Panel of contractual teachers for the session 2024-25 on **12.07.2024.**
Registration is upto **9 A.M. only** on 12.07.2024.
Interview will be held for the following post.
1) PGT : Chemistry.
2) Computer Instructor, Counsellor, Sports Coach.
Qualified and interested candidates may download the registration form from the Vidyalaya website **(https//balurghat.kvs.ac.in)** fill up the same and bring it with a set of photocopies of testimonials along with original documents on the day of interview by 9 A.M.
Note :-
1. No TA/DA will be paid for attending the interview.
2. Candidates must have the essential qualification as per the KVS norms.

Principal

শিক্ষা

■ LL.B, (3 yrs.) যে কোনও বয়সে। যোগ্যতা- যে কোনও (Govt/ Private) Unversity-র গ্র্যাজুয়েট অথবা মাস্টার ডিগ্রি। LL.M, 'ল পয়েন্ট' 9830132343/ 6290760935. (K)

ভর্তি

■ Admission for D.M.B.S (2024-2025) is going on. Please Contact G.C.N.B Medical College & Hospital. M : 9932919942. (S/M)

TUITION

■ Tuition class 11, 12 Chemistry WB, CBSE, ICSE by teacher (MSc IIT-BHU) 8637891842 Rathkhola, Siliguri. (C/111397)

কিডনি চাই

■ A + কিডনি দাতা চাই, সহৃদয় পুরুষ/মহিলা 30-40 বৎসরের মধ্যে ইচ্ছুক থাকিলে অভিভাবক সহ পরিচয়পত্র নিয়ে যোগাযোগ করুন। Ph. No. - 9933347756. (C/111148)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ লে-লাদাখ 8/9,কাশ্মীর10/10, 20/10, রাজস্থান 7/10, 21/12, অরুণাচল 16/11, কুমায়ুন+ করবেট 15/11, কেরল 20/12, বাংলাদেশ 4/12 ও যে কোনও দিন আন্দামান 9733373530. (K)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/111100)

■ পণ্ডিত তপন ভট্টাচার্যের একমাত্র ছাত্র আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক গুরু শ্রী সত্যানন্দ, যে কোনও সমস্যায় স্থায়ী সমাধানে আজও অদ্বিতীয় ১২ থেকে ১৭ জুলাই উত্তরবঙ্গে - ফো : 8337076787. (K)

শ্রী দেবকুমার
জ্যোতিষ ভারতী
স্বর্ণপদক প্রাপ্ত

J.B, GM, ARP KOL
বসছেন প্রতি ইংরাজী মাসের ৮ থেকে ১৪ শিলিগুড়ি, ১৫ থেকে ১৯ মালবাজার
RATNA BHANDAR Jewellers
Above the rest
7719371978

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় জুয়েল ক্লাবের কাছে 2 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া হবে। অফিস/গোডাউন বাদে। M : 9474156287. (C/111099)

■ শিলিগুড়ি ভুটিয়া মার্কেটের কাছে 2 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া। M : 9475459018. (C/111501)

ভাড়া

■ Rent 3/2 BHK flt. 2nd flr. Saktigar Rd. 4, nearest Burdwan Rd, Slg. M : 94740-75755. (C/111501)

■ রবীন্দ্রনগর এলাকায় রবীন্দ্রসংঘ ক্লাবের সামনে আশুতোষ আবাসনের নীচে গ্যারাজ গাড়ি পার্কিং-এর জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। M : 7005067769. (C/111423)

■ শিবমন্দির ইউনিভার্সিটি ২ নং গেট-এর উলটো দিকে Bank/ Office/Godown-এর জন্য 2000 sq.ft-এর 3টা Floor ভাড়া দেওয়া হবে। Lift-এর সুবিধা আছে। 7863954676. (C/111427)

SPACE ভাড়া চাই

■ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য - কলেজপাড়া/ বাঘা যতীন পার্ক হাতিমোড়/শিবমন্দির মেইন রোড ৮০০/১০০০ স্কোঃ ফুঃ বাথরুম সহ ঘর ভাড়া চাই। যোগাযোগ- 9523634424/ 9883291740. (C/111502)

বিক্রয়

■ মালবাজার উত্তর কলোনিতে ২½ কাঠা জমি একতলাবাড়ি সহ বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। M : 9474628750/ 9614239141. (C/111412)

■ শিলিগুড়ি ভক্তিনগর ওয়ার্ড নম্বর 35, সাড়ে তিন কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা-23 ফুট চওড়া। M : 9749611618. (C/111403)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া স্বামীজি সরণিতে (১৫ নং ওয়ার্ড) ২½ কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি বিক্রয়। M : 8637372443. (C/111437)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির পাকুড়তলা মোড়ে 3 BHK ফ্ল্যাট 1200 sq.ft. তৃতীয় তলা, গ্যারাজ সহ বিক্রয়। 9434154059. (C/111503)

■ কোচবিহার চকচকা বারুই পাড়ায় 44 কাঠা জমি বিক্রি হবে - যোগাযোগ- 9564634200. (C/111411)

■ তুফানগঞ্জ বাজার রোডে দোকান ও দোতলা বাড়ি সহ জায়গা বিক্রি হবে। যোগাযোগ 7602752332/ 8617446924. (C/111145)

■ কোচবিহার নিউটাউন রামকৃষ্ণ আশ্রমের নিকট বাড়ি সহ জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ। M : 9999299767. (C/111099)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় 2.5 কাঠা জমির উপরে তিনতলা বাড়ির নীচতলা বিক্রয় হবে। M : 9382158776. (C/111100)

■ রথখোলা নবীন সংঘের পাশে 2½ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 9735851677. (C/111505)

■ আশ্রমপাড়ায় আমতলা ক্লাবের পাশে 2nd Floor, 3 BHK রেডি Flat বিক্রয় হবে। M : 9434152030. (C/111505)

■ রাজারহাট নিউটাউন থেকে 10 কিমি দক্ষিণে সংহিতা টাউনশিপে 1 BHK ফ্ল্যাট মাত্র 17 লাখে। 9775454577. (M-ED)

■ বাগডোগরা, সুকান্তপল্লিতে- Bank of India-র পাশে। রাস্তার ধারে। উত্তম পরিবেশে। একতলার ৭শ বর্গফুট ছাদ বিক্রয়। M : 6295369797. (C/B)

■ গয়েরকাটা বাজার মেইন রোডে বাড়ি সহ 5 কাঠা জমি বিক্রি হবে- যোগাযোগ- 8371889668. (C/111411)

বিক্রয়

■ 1 BHK flat sale in Siliguri Collegepara, near বাঘা যতীন পার্ক, Lift, সঙ্গে গ্যারাজ। M : 8906615788, 9734486933. (C/110792)

ফার্মাসিস্ট চাই

■ Pharmacist License ভাড়ায় প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ - 7980708434/ 9641145190. (C/111502)

Paying Guest

■ Paying Guest for Girls' near Siliguri College. M- 9382208260. (C/111436)

কর্মখালি

■ বাগডোগরায় স্থাপিত একটি প্রখ্যাত Medicine Store-র জন্য একজন দক্ষ কাস্টমার সম্পর্ক কার্যনির্বাহী Executive দরকার। Phone and WhatsApp on : 7021317538. (C/111435)

■ শিলিগুড়িতে দুধের গাড়ি চালানোর জন্য Commercial লাইসেন্স সহ Driver প্রয়োজন। থাকার ব্যবস্থা অছে। (M) 9832494825. (C/111501)

■ St. Xavier's School Siliguri Opp Don Bosco requires Lady Teacher with Honours in Chemistry and B.Ed.

■ Applications are invited for Maternity Leave Vacancy for the post of A.T. (SC Category) in History PG, preferably B.Ed. Apply to the President, Siliguri Boys' High School, 734001 with copies of all marksheets within 15th July, 2024. (C/111440)

কর্মখালি

■ Dhupguri Jawed Habib-এর জন্য একজন 20-30 বছর বয়সি মহিলা Experienced in Asst. Beauty Course-এর মহিলা প্রয়োজন। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 9679915847. (A/B)

TEACHERS REQUIRE

■ For Pranabananda Vidyamandir, Bharat Sevashram Sangha, Lumding, Assam. 1) PGTs : Physics (2 Nos.) Qualification : M.Sc., B.Ed. 2) PGT : Geography (2 Nos.) Qualification : M.A. with B.Ed., Pay Scale : 14000-49000 with Free Food & Accommodation (Only for Male Candidates). Mode of Interview : Online. The interested candidates must apply attaching all credentials within 13/07/2024 to pvmlmg1@gmail.com, Contact : 7002725299, 9435163869, 9101533575. Website : www.pvmlumding.com

VACANCY

■ 1. Markt. Mangr.-IT field. 2. Sales Mngr.-IT Industry. 3. Sales Exe.-Chanel/Govt. 4. Service Manager-in IT Service. 5. Accounts Executive. Male/ Female having sound knowledge in IT Industry with Salary candidate may apply. D. R. Associates. Siliguri. Ph : 9933370701, 9732278601. Auth. for - HP, Acer, Brother, Godrej & Kyocera. Mail : associates.dr@rediffmail.com (C/111100)

কর্মখালি

■ বেলাকোবা, ধূপগুড়ি, কোচবিহার, ফালাকাটা, বীরপাড়া, আমবাড়ি, শিলিগুড়ি, হাসিমারা, মালদা, দিনহাটা শহরে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে বিদ্যালয়ে যোগাযোগের জন্য বাইক আছে এমন ন্যূনতম স্নাতক ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। 9434164954. (C/111506)

■ Immediate requirement for PRT Science, NTT (Mother), Art & Craft and ENG (Hons) for a CBSE Affiliated school in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or call 8617428281. (S/N)

কর্মখালি

■ দোকানের জন্য স্টাফ প্রয়োজন (বয়স 25-এর মধ্যে)। থাকা-খাওয়া সহ বেতন : 8,000/-। M : 9474383523, শিলিগুড়ি। (C/111504)

COMPUTER TEACHER

■ Required computer teachers for Banimandir Railway School (H.S.) in Siliguri. Candidates having M.C.A or equivalent come for interview on 09/07/2024 at 11: 34 A.M. Cont : 91263-36407. (C/111504)

Wanted Teacher

Wanted Teacher for Commerce, M.Com, B.Ed., fluency in English & Hindi. Apply with C.V along with copies of testimonials and passport size photograph within 07 days to:

The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005

UTTAR BANGA MAHESHWARI COLLEGE
(Affiliated to University of North Bengal)
Opp. S.S.B. Camp, Ranidanga, Siliguri, Dist. Darjeeling (W.B)
APPLICATION ARE INVITED

FOR THE POST OF **PRINCIPAL**
Candidates must have PHD with 15 Yrs Experience with excellent academic/administrative record and communication skill

FOR THE POST OF **FACULTY**
• GEOGRAPHY • MATH
• BBA & BCA

Eligibility as per UGC Norms

Apply with Full Biodata along with recent photograph to the Chairman within 7 days
e-mail: uttarbangamaheshwaricollege@gmail.com

সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন : বিকেলে ফের পসরা সাজালেন ব্যবসায়ীরা

বাজার তুলে দিল পুরনিগম

রাহুল মজুমদার

সকালে বাজার তুলে দিলেও বিকেলে ফের পসরা সাজালেন ব্যবসায়ীরা। শনিবার গুরুংবস্তির নিবেদিতা রোডে।

বিকল্প ব্যবস্থা দাবি

- গুরুংবস্তি এলাকায় নিবেদিতা রোডে সকালে অভিযান চালিয়ে বাজার তুলে দেয় পুরনিগম
- বিকেলে সেখানেই ফের পসরা সাজিয়ে বসে পড়েন ব্যবসায়ীরা
- বিকল্প ব্যবস্থা না করে বাজার সরানোয় ক্ষোভ প্রকাশ ব্যবসায়ীদের
- রাস্তা দখল করে যত্রতত্র দোকান তৈরি করা বরদাস্ত করা হবে না, মন্তব্য মেয়রের

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : বাম আমলে রাস্তা দখল করে বসানো হয়েছিল বাজার। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসত এই বাজার। অবশেষে শনিবার এই বাজার তুলে দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এমনকি ওই রাস্তায় পূর্ত দপ্তরের জমি দখল করে যে সমস্ত নির্মাণ হয়েছিল, সেগুলিও ভেঙে দেওয়া হয়েছে এদিন। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। সকালে যে বাজার তুলে দেওয়া হয়েছিল, বিকেলে সেখানেই ফের ত্রিপল টাঙিয়ে পসরা সাজিয়ে বসে পড়েন ব্যবসায়ীরা। বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আদৌ ওই বাজার পাকাপাকিভাবে সরানো যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

একদিকে উচ্ছেদ হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, হায়দরপাড়া বাজারের ব্যবসায়ীদের নিয়ে এদিন বৈঠক করেছেন মেয়র গৌতম দেব। ওই বাজারের ব্যবসায়ীদেরও রাস্তার ধার থেকে সরে মার্কেট কমপ্লেক্সে যেতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে পুরনিগম। গৌতম বলেন, 'শহরে কোনও দখলদারি, অবৈধ নির্মাণ মানব না। রাস্তা দখল করে বাজার, যেখানে সেখানে দোকান তৈরি করা এসব বরদাস্ত করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সংবেদনশীল, তাই আমরা কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছি না।'

পুরনিগমের দাবি, সঠিক সময়ে ব্যবসায়ীদের নোটিশ দিয়ে সরে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তাঁরা কোনও নোটিশ পাননি। এদিন সকালে পুরনিগমের আধিকারিকরা আর্থমুভার নিয়ে এলাকায় পৌঁছোন। সঙ্গে ছিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। আধিকারিকরা পৌঁছোতেই মুহূর্তের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় বাজারে। ব্যবসায়ীরা কোনওমতে সামগ্রী তুলে নিয়ে যান। তুলে দেওয়া হয় বাজারও। কিন্তু বিকেলে ফের সেখানে পুরোদস্তুর বাজার বসে যায়।

এক ব্যবসায়ী সন্তোষ শা বলছেন, 'আমি ২০ হাজার টাকা দিয়ে এখানে দোকান করেছিলাম। এত বছর ব্যবসা করার পর এখন সরে যেতে হচ্ছে। আগামীদিনে কোনও ব্যবস্থা করে না দেওয়া হলে ফের এখানেই বসব।' সবজি বিক্রেতা মিনতী দেবীর বক্তব্য, 'সবজি বিক্রি করেই আমার সংসার চলে। আমাদের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এখানেই বসতে দেওয়া হোক।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছিল নিবেদিতা রোড। অভিযোগ, সেই সময় থেকেই বামফ্রন্টের একাংশের মদতে এলাকায় বসানো হয় বাজার। এরপর ধীরে ধীরে দোকানের সংখ্যা সেঞ্চুরি পেরিয়ে যায়। রাস্তার একটি লেন দখল করে ব্যবসায়ী ত্রিপল টাঙিয়ে ব্যবসা চালাতেন। আরও অভিযোগ, ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা ফুট হিসেবে রাস্তা বিক্রি করা হয়েছিল।

তৎকালীন ওয়ার্ড কাউন্সিলার আরএসপির টিকিটে জিতে বাম পরিচালিত পুর বোর্ডের একজন কর্তা ছিলেন। বর্তমানে তিনি তৃণমূলের টিকিটে জিতে ঘাসফুল পরিচালিত বোর্ডের কর্তা। তাই ওই বাজার আদৌ সরানো হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল একাধিকবার ওই বাজার সরানোর কথা বললেও আদতে কোনও কাজ হয়নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ধমক দিতেই নড়েচড়ে বসে পুরনিগম। শুরু হয় বাজার সরানোর প্রক্রিয়া। তবে সব ব্যবসায়ী বিকল্প ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন।

'টক টু মেয়র'-এ স্বজনপোষণের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগরে গত ৪ জুলাই দুটি অবৈধ নির্মাণ গুড়িয়ে দিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এগুলি হাইড্রেনের ওপর ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনায় ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে 'টক টু মেয়র'-এ ফোন করে সরব হলেন ব্যবসায়ী বিকাশ শা। তিনি মেয়রের কাছে অভিযোগ করেন, কাউন্সিলার দোকান দুটি ভাঙার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাই এলাকায় আরও অনেক অবৈধ নির্মাণ থাকা সত্ত্বেও ওই দুটি দোকানই ভাঙা হয়েছে। অভিযোগ শুনে মেয়র গৌতম দেব জানান, কাউন্সিলারের সিদ্ধান্ত নয়, পুরনিগমের সিদ্ধান্তেই ওই নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। মেয়র বলেন, 'গঙ্গানগর ও সন্তোষীনগরে হাইড্রেনের ওপর থাকা সমস্ত অবৈধ নির্মাণই ভাঙা হবে। কিছু শপিং মলও হাইড্রেনের সামনের জায়গা দখল করেছে। সেগুলিও ভেঙে দেব। আইন সবার জন্যে সমান।' বিকাশের আরও অভিযোগ, এলাকায় কাউন্সিলারই হাইড্রেন দখল করে পার্টি অফিস তৈরি করেছেন। প্রত্যুত্তরে মেয়রের বক্তব্য, 'আমি সেটা নিশ্চয়ই দেখব। আগে পার্টিকে বলব, কাজ না হলে আমরা ভেঙে দেব।' যদিও কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো ফোন না ধরায় এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গত ৪ জুলাই সন্তোষীনগরে হাইড্রেন দখল করে তৈরি দুটি অবৈধ নির্মাণ আর্থমুভার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় শিলিগুড়ি পুরনিগম। হাইড্রেনের ওপর কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে দোকানগুলি তৈরি হয়েছিল। এর আগে মেয়র ও ১ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন গার্গী চট্টোপাধ্যায় এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছিলেন। জবরদখলের জন্যে নিকাশি পরিষ্কার করা যাচ্ছিল না বলে অভিযোগ। এরপরেই পুরনিগম ব্যবস্থা নেয়। সেখানেই স্বজনপোষণের অভিযোগ তোলেন ওই ব্যবসায়ী। আরও অবৈধ নির্মাণ হাইড্রেন দখল করে থাকলেও সেগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে তাঁর অভিযোগ।

ঘুম ভাঙল প্রশাসনের

সেই দুর্ঘটনাস্থলে অবশেষে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : দুর্ঘটনায় পথচারীর মৃত্যুর তিনদিন পর টনক নড়ল প্রশাসনের। শনিবার সকাল থেকে হাসমি চক এবং হাসপাতাল মোড়ের মাঝের রাস্তায় কড়া নজরদারি শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশ। একজন ট্রাফিক পুলিশকর্মীকে লাঠি হাতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে দুর্ঘটনাস্থলে। সেখানে কেউ গাড়ি দাঁড় করে যাত্রী ওঠা-নামা করলেই আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অন্যদিকে, এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমও পথে নামে। পুরনিগমের আধিকারিক এবং কর্মীরা ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গেই হাসপাতাল মোড় থেকে হাসমি চক পর্যন্ত গিয়ে রাস্তার দু'ধারে দোকান তুলে দেন। পাশাপাশি ফুটপাথও দখলমুক্ত করা হয়।

পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের ওসি মহেশ সিং এদিন দাঁড়িয়ে থেকে ট্রাফিকের কর্মীদের ওই এলাকায় কী করতে হবে সেটা বুঝিয়েছেন। কোনও ম্যাক্সিক্যাব, টোটো কিংবা যত্রতত্র দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠা-নামা করলেই আইন মোতাবেক জরিমানা করার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

গত বুধবার ফুটপাথে হাঁটতে গিয়ে প্রাণ যায় রাখি বিশ্বাস নামে এক মহিলার। রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা ওই মহিলা পেশায় গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁর বছরতিনেকের সন্তানও রয়েছে। নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশের জন্যে বাজার করে দিদির সঙ্গে ফুটপাথ ধরে হেঁটে বাড়িতে ফিরছিলেন। হাসমি চক থেকে হাসপাতালর মোড়ের মাঝে পূর্ত দপ্তরের বাংলোর উলটোদিকে ফুটপাথে একটি ম্যাক্সিক্যাব তাঁকে পিষে দেয়। দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাক্সিক্যাবে পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছিল একটি বেসরকারি স্কুলের বাস। সেখান থেকে হাসপাতাল নিয়ে যেতেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। এরপরেই ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। যত্রতত্র যাত্রী ওঠা-নামা করানো, বেপরোয়া গতিতে স্কুলবাস চালানো সহ একাধিক বিষয় উঠে আসে। শনিবার সকাল থেকে অভিযানে নেমে সেই বিষয়গুলির ওপরেই নজর দিয়েছে পুলিশ এবং পুরনিগম। প্রথমে হাসপাতালের দিক থেকে হাসমি চকের দিকে যেতে বাম দিকে বাঁক নেওয়ার রাস্তা থেকে সমস্ত টোটো, ম্যাক্সিক্যাব, অটো দাঁড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। অনেকটা এগিয়ে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে একজন ট্রাফিক পুলিশকর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে। কোনও গাড়ি যাতে না দাঁড়ায় সেটা তিনি দাঁড়িয়ে দেখছেন। গোটা ফুটপাথ দখলমুক্ত করে চারাগাছ ব্যবসায়ীদের পেছনের দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই নিয়ম চলবে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা।

তৃণমূলের বৈঠকে প্রবীণ-নবীনে বিতণ্ডা

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : তৃণমূলের জেলা কমিটির বৈঠকে যুব ও ছাত্র সংগঠন নিয়ে কার্যত কথা কাটাকাটিতে জড়ালেন দলের প্রবীণ ও নবীন দুই নেতা। পাশাপাশি লোকসভা ভোটে শিলিগুড়িতে দলের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অনেকেই মন্তব্য করলেন। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বৈঠকে বলেন, 'লোকসভা ভোটে রাজ্যের অন্যত্র ভালো ফল হলেও শিলিগুড়িতে মানুষ আমাদের কেন বিশ্বাস করছেন না তার কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশ্বাস ফিরে পেতে আমাদের আরও নিবিড়ভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। তাঁদের কাছে রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে।'

২১ জুলাই কলকাতার শহিদ সমাবেশের প্রস্তুতিতে শনিবার শহরের এক হোটেলে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি গৌতম দেব, রঞ্জন সরকারের মতো নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে এক প্রবীণ নেতা দলীয় সংগঠনকে আরও মজবুত করার উপর জোর দিতে বলেন। সেখানেই তিনি বলেন, যুব সংগঠন সেভাবে শক্তিশালী নয়। ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিয়েই যুব সংগঠন চলছে। যুব সংগঠন দুর্বল বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর প্রেক্ষিতে এক যুব নেতা বলেন, 'কেউ কেউ না জেনে মন্তব্য করছেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে যুব সংগঠন কাজ করছে। কাউন্সিলারদের প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করুন যে তাঁদের ওয়ার্ডে যুব সংগঠন আছে কী নেই?' এরপরই তিনি যোগ করেন, 'আমিও এক সময় ছাত্র সংগঠন করতাম। এখন যুব করছি। আমার সঙ্গে যাঁরা ছাত্র সংগঠন করতেন, তাঁরাই তো এখন যুব করছেন।'

এদিনের বৈঠকে একের পর এক নেতার বেআইনি সম্পত্তিতে হানা, দেবাশিস প্রামাণিকের মতো নেতা গ্রেপ্তার প্রসঙ্গও ওঠে। জেলা নেতৃত্বের বক্তব্য, 'আমাদের কারও জন্য যেন দলের ক্ষতি না হয় সেটা সবাইকে নজরে রাখতে হবে।' বৈঠকে স্বচ্ছতার সঙ্গে সবাইকে দলের কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়।

শহরে টানা বৃষ্টি। শনিবার বিধান মার্কেটে জমল না ব্যবসা। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

বাগডোগরায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অ্যাম্বুল্যান্স রেখে ব্যবসা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৬ জুলাই : বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স রেখে দাপটের সঙ্গে ব্যবসা চালাচ্ছেন চালকরা। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘর দখল করে দীর্ঘদিন ধরে দিব্যি চলছে সপরিবার বসবাস। অভিযোগ, সেখানে প্রায়ই বসে খানাপিনার আসর। কীভাবে একজন বাইরের চালক সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘর দখল করে সপরিবারে থাকেন ও অ্যাম্বুল্যান্স রাখার অনুমতি পান তা নিয়ে নানা মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, এখানে চিকিৎসার জন্য কোনও রোগী এলেই অধিকাংশকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মেডিকেলে যেতে অ্যাম্বুল্যান্স জরুরি। ফলে, রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে মর্জিমাফিক ভাড়া আদায় করা হয়। আরও অভিযোগ, ওই চালকের সঙ্গে আপার বাগডোগরার এক বেসরকারি হাসপাতালের গাঁটছড়া বাঁধা। চালক রেফার করা রোগীকে ওই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। বিনিময়ে মেলে রোগী প্রতি কমিশন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক কর্মী জানান, অনুমতি ছাড়াই অ্যাম্বুল্যান্সচালক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি ঘর দখল করে সপরিবারে দিনের পর দিন থাকছেন। অ্যাম্বুল্যান্স রাখার ঘরটি ওই পরিবার রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহার করে। বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যাম্বুল্যান্সচালক রমজান বলেন, 'আমার দুটি অ্যাম্বুল্যান্স। একটি বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্যটি আপার বাগডোগরার এক বেসরকারি হাসপাতালে সামনে থাকে। একটি আমি, অন্যটি আমার ভাই চালান। ভাড়া বেশি নেওয়ার অভিযোগ একদমই ঠিক নয়।'

> কেন বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে রাখা হয়েছে সেটা বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমওআইসি সঠিক বলতে পারবেন।
>
> **কুন্তল ঘোষ**
> *ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, নকশালবাড়ি*

এ প্রসঙ্গে নকশালবাড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ বলেন, 'কেন বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে রাখা হয়েছে সেটা বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমওআইসি সঠিক বলতে পারবেন।' ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমওআইসি দীপক সাধুর কথায়, 'চালক রমজান আগে থেকেই এখানকার অ্যাম্বুল্যান্স চালাতেন। এখনও চালান। পঞ্চায়েত তরফ থেকেই ভাড়া নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেইমতো ভাড়া নেওয়া হয়।' তিনি আর কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

চোপড়া, ৬ জুলাই : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নজরপুর এলাকায় শনিবার বিকালে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের গাড়িকে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আটকে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকদের একাংশ। অভিযোগ, এলাকায় কয়েকদিন থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা ঘিরে সমস্যা চলছে। স্থানীয় দপ্তরে জানিয়েও সুরাহা মিলছে না। পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ার কারণে এদিন কর্মীদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকাবাসী বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পরে অবশ্য চোপড়া থানা দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশের তৎপরতায় কর্মীদের উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ রিয়াজুল ইসলাম বলেন, 'এলাকায় প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা ঘিরে সমস্যার কারণে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।' বিদ্যুৎ সংস্থার চোপড়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়াতে এদিন ইসলামপুর থেকে কর্মীদের পাঠানো হয়েছিল। স্থানীয়রা কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেও পরে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটে যায়।

জমি চিহ্নিতকরণের নির্দেশ ডিএম-এর

মাটিগাড়া, ৬ জুলাই : সরকারি জমি চিহ্নিত করে দখলমুক্ত করতে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। শনিবার মাটিগাড়া ব্লকের বিডিও দপ্তরে রিভিউ মিটিং করা হয়। সেখানেই এই নির্দেশ দেন প্রীতি। মিটিংয়ে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমার পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, বিডিও বিশ্বজিৎ দাস, বিএলএলআরও অপর্ণা মণ্ডল সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

এদিন মিটিংয়ে জেলা শাসক ব্লকে সরকারি জমি চিহ্নিত করে বোর্ড লাগানোর কাজের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তিনি আরও বলেন, 'শুক্রবার বড় মোহনসিংজোতে একটি সরকারি জমিতে বোর্ড লাগাতে গেলে স্থানীয়রা বাধা দেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিলে আমরা বোর্ড লাগাতে সক্ষম হই।'

মিটিংয়ে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পঞ্চম এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজে ৬০ শতাংশ অগ্রগতি হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রীতি। অন্যদিকে, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) কাজ নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সবটা শুনে দ্রুত সমস্যা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রীতি।

পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ নালিশ করেন, 'বিএলএলআরও দপ্তরের কয়েকজন কর্মী একজনের জমির দাগ নম্বর কেটে আরেকজনের নামে করে দিচ্ছেন। বিএলএলআরওকে জানানো হলে অন্য আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেই আধিকারিক আবার আরেক আধিকারিকের কাছে যেতে বলেন। এভাবে সাধারণ মানুষের হয়রানি হচ্ছে।' সব শুনে জেলা শাসক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

চোপড়া, ৬ জুলাই : গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল চোপড়া থানার পুলিশ। শনিবার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলাগাঁও গ্রামে আসমা খাতুন (২৬) নামে এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনায় মৃতের বাপের বাড়ির লোকজন চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর স্বামী সওকত আলিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পাঁচ বছর আগে কুলাগাঁও গ্রামের সওকতের সঙ্গে সুরিভিটা গ্রামের আসমার বিয়ে হয়। এরপর নানাভাবে নির্যাতনের অভিযোগ আসত। মৃতের বাবা ইসলামুদ্দিন বলেন, 'শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রথমদিকে মৃত্যুর কথা গোপন করা হয়। অনেক পরে জানানো হয় মেয়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে।' পরিকল্পনা করেই মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি।

সংহতি

বাগডোগরা, ৬ জুলাই : সর্বভারতীয় শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তরফে শনিবার শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং আঠারোখাই, শিবমন্দির সহ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্যালেস্তাইনের মানুষের প্রতি সংহতি জানিয়ে ব্যাজ পরানো হল। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ফজলুর রহমান বলেন, 'গাজা ভূখণ্ডে সাধারণ মানুষ খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে ভুগছেন। তাঁদের প্রতি সংহতি জানাতে আমাদের এই উদ্যোগ।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা বিনোদ মারান্ডি - কে 04.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83L 14841 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি আশীর্বাদ, যা বেশ কিছু সংখ্যক কোটিপতি তৈরি করেছে। খুব স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে একজন সাধারন মানুষ তার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন ডিয়ার লটারির মাধ্যমে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল
পূর্ব রেলওয়ে
৫৬, সি. আর. অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১২, ওয়েবসাইট : www.rrcer.org

২০২৪-২৫ বর্ষের সাংস্কৃতিক কোটায় নিয়োগ

নির্দেশক বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব রেলওয়ের সাংস্কৃতিক কোটার ২০২৪-২৫ বর্ষের শূন্যপদ পূরণ করতে গ্রুপ 'সি' ক্যাটিগরি/পে লেভেল-২-এর দুটি (০২) পদের জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতামান অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে অনলাইন আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক যোগ্যতা নেই এমন প্রার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বিস্তারিত নিচে দেওয়া হল :

সময় তালিকা :		
	(১)	অনলাইনে আবেদন শুরুর তারিখ ও সময় : ১২.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা।
	(২)	অনলাইনে আবেদন বন্ধের তারিখ ও সময় : ১১.০৮.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা।

যে সকল পদ পূরণ করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ :

পদ	স্কেল	শ্রেণী	পদ সংখ্যা	আবশ্যিক যোগ্যতা (ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সাংস্কৃতিক যোগ্যতা)
গ্রুপ 'সি' (যোগ্য পদে)	সপ্তম সিপিসি-এর পে ম্যাট্রিক্সের লেভেল-২ জিপি ১৯০০ টাকা	১) ক্লাসিক্যাল ভোকাল (পুরুষ)	০১	১) সরকার স্বীকৃত এডুকেশনাল বোর্ড থেকে এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০% নম্বর সহ ১২ ক্লাস বা সমতুল পাস। তপঃ জাতি/তপঃ উপজাতি/ইএসএম/পিডব্লুডি প্রার্থীদের ও ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর যোগ্যতাধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০% নম্বর বাধ্যতামূলক নয়। অথবা সপ্তম সিপিসি-এর পে ম্যাট্রিক্স-এর লেভেল ২-এ টেকনিসিয়ান গ্রেড-III-এর জন্য স্বীকৃত বোর্ড থেকে ১০ ক্লাস পাস, সঙ্গে এনসিভিটি দ্বারা অনুমোদিত অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ/ আইটিআই। (ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা বিকল্প উচ্চশিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করা হবে না)
		২) ইনস্ট্রুমেন্টাল (বেহালা)	০১	২) কেবলমাত্র সরকার স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থা থেকে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স।

যোগ্যতার নিয়ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সাংস্কৃতিক যোগ্যতা, স্বাস্থ্য-মান, পরীক্ষার ফি, অন্যান্য মানদণ্ড ও নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীদের উপরোক্ত নিয়োগের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার ওয়েবসাইট : www.rrcer.org-এ পাওয়া যাচ্ছে।
অনলাইনে আবেদন জমা করার লিঙ্ক আরআরসি-ইআর-এর ওয়েবসাইট : www.rrcer.org-এ পাওয়া যাবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্সোনেল অফিসার/রিক্রুটমেন্ট
রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা

পূর্ব রেলওয়ে

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং.. এস/১০/২০২৪-২৫ তারিখ: ০৪-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৬০/২৪/৫০০৫/ওটি/৭৪/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৮-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) ইওটি ক্রেন ১০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস]. [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: আছে, পর্যায়সমূহ: ১] পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬৫১০০৬৭৪০০১১। ২) ইওটি ক্রেন ১৫/৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি.: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণ: এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা. ৬৫১০০০৩৬২১৭১। ৩) সংলগ্ন সরঞ্জাম রূপে বিবেচিত যেকোনো অন্য সরঞ্জামের ব্যয় [১০ টন] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি.: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৬৫১০০৬১০ ৪) সংলগ্ন সরঞ্জাম রূপে বিবেচিত যেকোনো অন্য সরঞ্জামের ব্যয় [১৫ টন] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি.: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণ- এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা. ৬৫১০০০৩৭। ৫) অনুচ্ছেদ-V এর দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারান্টির পরে পাঁচ বৎসরের জন্যে বিস্তৃত এএমসির ব্যয় [১০ টন] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা. - ৬৫১০০৬৭৪, ৬) অনুচ্ছেদ-V এর দফা ১৭ অনুসারে ওয়ারান্টির পরে পাঁচ বৎসরের জন্যে বিস্তৃত এএমসির ব্যয় [১৫ টন] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণ: এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা.-৬৫১০০০৩১, ৭) অনুসূচী-IV অনুসারে ব্যক্তিগত আইটেমের ব্রেক-আপ এবং অনুসূচী -১ এ নির্ধারিত অনুসারে অতিরিক্ত স্পেয়ার্স এবং আইটেম যেমন স্লিং/লিফটিং টেকলস্ এর ব্রেক আপ (১০ টন), [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] পরিমাণ: এসএসই/টিএম/মালিগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল সংখ্যা- ৬৫১০০৬৭৬ ৮) ডিএসএলএর ব্যয় (অনুসূচী-১এ নির্ধারিত করা অনুসারে ডিএসএল এর দৈর্ঘ্য এবং ধরণ) [১০ টন] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা. ৬৫১০০৬৭৭, ৯) অনুসূচী IV অনুসারে স্পেয়ার্স এর ব্যয় এবং অতিরিক্ত স্পেয়ার্স এবং অনুসূচী ১এ নির্ধারিত করা অনুসারে আইটেম যেমন স্লিংস/লিফটিং টেকলসের ব্যয় [১০ টন] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা. ৬৫১০০৬৭৮, ১০) অনুসূচী-V অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতির ব্যয় [১০ টন] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা- ৬৫১০০৬৭৯ ১১) ডিএসএল এবং ক্রেনের স্থাপন এবং কমিশনিংয়ের ব্যয় (অনুসূচী -১ এ নির্ধারিত করা অনুসারে ডিএসএলের দৈর্ঘ্য) [১০ টন] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণ- এসএসই/টিএম/মালিগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৬৫১০০৬১১, (১২) অনুসূচী- IV অনুসারে ব্যক্তিগত আইটেমের ব্রেক-আপ এবং অনুসূচী ১ এ নির্ধারিত করা অনুসারে অতিরিক্ত স্পেয়ার্স এবং আইটেম যেমন স্লিং/লিফটিং টাকলস এর ব্রেক-আপ। [১৫ টন] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণ- এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ তিনসুকিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ টি, পিএল. সংখ্যা. ৬৫১০০০৩৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১৮৫/ওটি/৭৫/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২২-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ১২ তে ১ টার্ন আউটের জন্যে জিআরএসপি ৫২ কেজি, ডিআরজি নং. টি-৪৭৩২, যদি আছে অনন্তিম পরিবর্তন। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৮ সেট। পি.এল. সংখ্যা. ৬০১১১১০০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১৮৪/ওটি/৭৬/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৯-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: টেন্ডার খোলার তারিখ অনুসারে যদি আছে অনন্তিম পরিবর্তন সহিত আইআরএস স্পেসিফিকেশন ১-৪৭-২০০৬ এর সংশোধনী ২০১৭ এর ৩ অনুরূপে টেন্ডার খোলার তারিখে যদি আছে অনন্তিম পরিবর্তন সহিত আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৩৭০৩ (এএলটি.৮) এর জন্যে অনন্তিম পরিবর্তন সহিত ৬০ কিলোগ্রাম কংক্রিট স্লীপারের উপরে ৫২ কিলোগ্রাম এর হর্ণ সহিত ৬ এমএম ঘনত্বের খুভত রাবার সোল প্লেটের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০)। পরিমাণ: এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০০৪৫৬ টি। পি.এল. সংখ্যা. - ৬০১১০৭২৭।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫১৩৬/ওটি/৭৭/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩০-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিআরজি নং. আরডিএসও টি/৫৮৪৯ (এএলটি-১) অনুসারে এবং স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস টি-১-২০২১ এবং বিআইএস কোড ২০৬২-১৯৯২ অনুরূপে বিজি ৬০ কেজি রেইলের জন্যে জোগলড ফিশ প্লেটস। জোগল ফিশ প্লেটের একটি সেটে শামিল থাকবে। (১) আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৫৮৪৯-২০ টি পর্যন্ত ২ টি হোল সহিত জোগলড ফিশ প্লেটস। (২) ডিআরজি নং. টি-১১৫১৩-২ টি সহিত বোল্টস এবং নাটস (৩) আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-১০৭৭৩-২ টি সহিত সিঙ্গল কইল স্প্রিং ওয়াশার এবং (৪) আইএস স্পেসিফিকেশন আইএস ২০৬২-১৯৯২-৪ টি অনুসারে ২৭ এমএম ডায়া হোল সহিত ১০ এমএম ঘনত্বের এবং স্পেশাল ওয়াশার (৫০ × ৫০ এমএম)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। (পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০)। ১) পরিমাণ: এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২০০ সেট। পি.এল. সংখ্যা. ৬০০৯০১৩৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৭৯/২৪/০৯৮৭/ওটি/৭৮/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২২-০৭-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কেভিআইসি/হস্ততাঁতের দ্বারা প্রস্তুত বেড শীট পলিবস্ত্র ২২৯ সেন্টিমিটার × ১৪০ সেন্টিমিটার (সাদা), পলিবস্ত্র, পরিশিষ্ট-এ অনুসারে স্পেসিফিকেশন। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] (১) পরিমাণ-কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে-৩৮৯৪০.০০ টি। (২) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ১৮৪৪.০০ টি। (৩) পরিমাণ: পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২২৯৪৬.০০ টি। পি.এল. সংখ্যা. ৭৯৩৩৭০৪১।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ২০/২৪/৫০০২/ওটি/৮৮/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০১-০৮-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডব্লিউএপি-৫এবং ডব্লিউএপি - ৭ এর জন্যে মেইন ট্রান্সফর্মার ৭৭৭৫কেভিএ থ্রী ফেজ ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ সিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং. সীএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৬৬০ আরইভি.ডি অথবা অনন্তিম এবং এসটিআর নং. সীএলডব্লিউ/সী-ডি এবং ডি/এসটিআর/০০১ আরইভি.০ অথবা অনন্তিম। ট্যাঙ্ক স্পেসিফিকেশন নং. সীএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৭ এএলটি নেই অথবা অনন্তিম। কনর্জাভেটর ট্যাঙ্ক স্পেসিফিকেশন নং. সীএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৮ এএলটি-নেই অথবা অনন্তিম এবং এসটিআর নং. আরডিএসও/২০১৩/ইএল/এসটিআর/০০৭৯ আরইভি.০ অথবা অনন্তিম। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই পর্যায়সমূহ: ০)। **পরিমাণ:** এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্য ১ টি। পি.এল. নং- ২৯৭৩১০৫৭।

বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উত্তর সম্পাদকীয়

ফিরে এল রথের দিন। কত স্মৃতি, কত ব্যাখ্যা জড়িয়ে এই দিনের সঙ্গে। উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে আলোচিত কোচবিহারের মদনমোহনের রথ। শিলিগুড়ির সবচেয়ে প্রাচীন রথই বা কী? রথের তাৎপর্য কোথায়? রথের দিন তিনটি লেখা নিয়ে এবারের উত্তর সম্পাদকীয়।

আহা রথ চলেছে!

মদনমোহনের স্পর্শ পেতে লটকা ছোড়া

রণজিৎ দেব

রথযাত্রার দিনে দিনে কতই না পরিবর্তন ঘটছে। একসময় কোচবিহারের মদনমোহনের রথযাত্রা মানেই শুভযাত্রা, মানুষের মঙ্গলময় শুভসূচনা। রথযাত্রার রশি ছুঁতে পারাও মহাপুণ্যের ছিল, ছিল অকৃত্রিম বিশ্বাস। মনের কোণে সঞ্চিত ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধায় রথের রশি ছুঁতে পারলে সে মহাপুণ্যবান, জীবনের যাত্রাপথে তার শুভসূচনা ঘটবে। যাত্রাপথে আত্মমগ্ন জীবন-পথিকের এ এক অনুভববেদ্য বিশ্বাস।

একটা সময় ছিল, যখন ছোট ছিলাম, এই বিশ্বাসকেই পাথেয় করে চলতে দেখেছি ভক্তপ্রাণ মানুষকে। মানুষের ভিড়ে রশি ধরতে না পেরে তাঁরা লটকা ফল ছুড়ে দিয়ে প্রাণের ঠাকুরকে একান্তে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় রথকে ছুঁতে চাইছেন। সংসার জীবনযাত্রার শুভসূচনার এ যেন এক সম্মোহক শক্তি।

এই বিশ্বাস কি এখনও আছে, নিজ হাতে স্পর্শ করতে না পারলেও দূর থেকে লটকা ফল ঢিল ছুড়ে স্পর্শ নেওয়া, আশীর্বাদ নেওয়া যায়, চলার পথ সুগম করা যায়, জীবন-সংসার মঙ্গলময় হতে পারে?

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন এই বিশ্বাসেরই ঠাকুর। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বিশ্বাস আর দেখা যায় না। সারি সারি জিলিপি, মিষ্টির দোকান, কদমা, মনিহারি দোকান, ভ্রমণপিপাসুদের সুখ-ভ্রমণই প্রাধান্য পায়। কোথায় সেই প্রাণের ঠাকুর, স্পর্শে, অনুভূতিতে কোথায় সেই মঙ্গলময় রূপ? অন্তরের ভালোবাসা, সহানুভূতি, আকর্ষণ ভক্তিরসকে সঞ্জীবিত করে, মানবপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করে, ভক্তি-শ্রদ্ধা যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

মানুষ সর্বধর্মের, সর্বকৃষ্টির প্রাক উদারতা দেখানোর চেষ্টা করে বটে, স্বাভাবিক সংকীর্ণতা অতিক্রম করার চেষ্টা নেই। নিত্যরস ও নিত্যবস্তু, পরমসাধনা পাওয়ার জন্যে আকুতি নেই, সেই আকুতি কোথায়! দোকানে দোকানে রসনাতৃপ্তির উন্মাদনা। মানুষের অন্তর প্রকৃতি বিশ্বের সঙ্গে, মানবকল্যাণের সঙ্গে আত্মীয়রা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যে আকুতি সর্বদা বিচলিত হচ্ছে, তাকে স্পর্শ করার আয়োজন কোথায়? শৈশবে যে আনন্দরসে আমরা

রথযাত্রার স্মৃতি/১

রথযাত্রায় মিলিত হতাম সেই আনন্দটুকুও আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

সেই দিনগুলির কথা আজ বড্ড বেশি মনে পড়ে। বইপ্রকাশ এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করার শুভ হিসেবে এই দিনটিকেই বেছে নিতাম। এই দিবস কোচবিহারবাসীর কাছে শুভ দিবস, শুভযাত্রার। আজ আর বুঝি সেভাবে কারও মনে টানে না। মানুষের অন্তরাত্মাকে বুঝি স্পর্শ করতে পারে না রথযাত্রার এই শুভ দিবসটি।

ভক্তিরসের সেই জায়গায় পৌঁছোতে পারা সহজ নয়। তাই আজ আর রথযাত্রার দিনে অনিত্য রসের সন্ধান পাওয়া যায় না।

(লেখক সাহিত্যিক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

শাস্ত্রে, পুরাণে আর লোককথায় যাত্রাপথ

পূর্বা সেনগুপ্ত

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম /ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।/ পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি,/ মূর্তি ভাবে আমি দেব-হাসে অন্তর্যামী।

এই কবিতা পড়েননি এমন কি কেউ আছে? রথের বাহ্যিক রূপের আড়ালে অধিষ্ঠিত অন্তর্যামী কে এই প্রশ্ন দিয়ে আমরা রথযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করতে চাই না। কিন্তু এ এক অপূর্ব অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্য। বিদেশি পর্যটক ফা-হিয়েন পর্যন্ত এই জীবন্ত দেবালয় থেকে অবাক হয়েছিলেন। তার উৎসব আনন্দ ও মানুষের মেলা দেখে স্তব্ধ হয়েছিলেন।

কাব্য, কথকতা, পুরাণ, শাস্ত্র– সর্বত্র এই রথের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। রথ কী? চলন্ত দেবালয়। যে চলন্ত দেবালয়ে অধিষ্ঠিত হন দেবতা। এই দেবতা সাধারণত বিষ্ণু বলেই আমরা জানি। কিন্তু এই রথের কথা বিশেষ করে বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে আমরা রথের সুন্দর বর্ণনা পাই। এর মধ্যে স্কন্দ পুরাণ অন্যতম।

রথে শ্রীকৃষ্ণ একাকী অধিষ্ঠান করেন না। তিনি তাঁর দাদা বলরাম, বা বলভদ্র ও বোন সুভদ্রাকে সঙ্গে নেন। আর থাকেন সুদর্শন। ভগবানের প্রধান অস্ত্র- সুদর্শন চক্র। বিষ্ণু বা নারায়ণের বাসস্থান বৈকুণ্ঠে। সেখানে তিনি স্ত্রী লক্ষ্মীর সঙ্গে বিরাজ করেন। বিষ্ণুর বাহন হলেন গরুড়। এক বিশেষ ধরনের পাখি, যিনি উড়তে পারেন এবং যাঁর মূল আহার হল সর্প। সেই গরুড় বাহন বিষ্ণু যখন দ্বাপর যুগে কৃষ্ণরূপে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ধরাতলে নেমে এলেন তখন তাঁর বাহন হল রথ। আমরা দেখি মহাভারতের কৃষ্ণ, অর্জুনের রথের সারথি। তাই কৃষ্ণের আরেক নাম পার্থসারথি। এই পার্থসারথি কৃষ্ণ যখন রথের উপর আরোহন করে অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবত গীতা উচ্চারণ করছেন তখন তিনি রথকে একটি উপমা রূপে ব্যবহারও করছেন। সেই মন্ত্রে মানবশরীরকে একটি রথের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। তাঁর পাঁচটি অশ্ব হল মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। রথের লাগাম হল আমাদের মন। মন থেকে জাত বুদ্ধি আমাদের মানব শরীরকে নানাদিকে চালিত করে। আর সেই দেহের মধ্যে যিনি বিরাজ করেন তিনি হলেন আত্মা। গীতায় উচ্চারিত এই মন্ত্র রথের অধ্যাত্ম তত্ত্বের ব্যাখ্যাই প্রদান করে। কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ উচ্চারিত বাণী কিন্তু বৃন্দাবনের কৃষ্ণের জীবনে ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। যে ঘটনার কাহিনী বর্ণনা করে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ।

একবার বসুদেব পত্নী দেবকী অক্রূরের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা সম্বন্ধে জানতে চান। (অন্য মতে বসুদেবের আরেক পত্নী রোহিনির কথাও বলা হয়েছে) দেবকী মথুরার কারাগারে ছিলেন। কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার কথা শুনেছেন মাত্র। অক্রূর বলেন, কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার কথা যদি স্বয়ং কৃষ্ণের কানে যায়, তাহলে বিপত্তি ঘটতে পারে। কারণ সেই অপূর্ব লীলার কথা শুনে কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে ফিরে যেতে পারেন। তাই সাবধানতা অবলম্বন করে দ্বারে একজনকে পাহারায় রাখা হল।

অক্রূর শুরু করলেন বৃন্দাবনের কাহিনী। এদিকে সেই বদ্ধ দ্বারের আড়ালে কখন যে কৃষ্ণ , বলরাম আর সুভদ্রা এসে দাঁড়িয়েছেন তা আর কারও খেয়াল নেই। তাঁরা কেবল এসে দাঁড়াননি , দরজার আড়াল থেকে বৃন্দাবনের প্রেমলীলার কথা শুনতে শুনতে তাদের দেহ দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছে এবং তাঁরা হস্তপদহীন হয়ে বিরাজ করছেন। সেই হল জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রার রূপ।

কিন্তু পুরাণ মতে এই কাহিনীও আমরা শুনতে পাই, যেখানে বলা হচ্ছে নীলাচলে মহারাজা ইন্দ্রজিৎ এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বয়ং বিশ্বকর্মা এসে বদ্ধ ঘরে এই মন্দির বিগ্রহ তৈরি করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু কেউ যেন সেই বদ্ধ ঘরের দরজা উন্মোচিত না করেন- এই শর্ত দেওয়া থাকে। কিন্তু রাজা ইন্দ্রজিতের রানি আর অপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁর কথায় রাজা দরজা খুলে দেখেন অসম্পূর্ণ বিগ্রহ ঠুঁটো জগন্নাথকে। সেই থেকে তিন বিগ্রহের সৃষ্টি।

রথ উৎসবের সৃষ্টি কবে থেকে? পুরাণ বলে বৃন্দাবন থেকে অত্যাচারী কংসকে বধ করার জন্য কৃষ্ণ ও বলরামকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে আসা হয়েছিল রথে করে। অক্রূর যেহেতু রথে করে তাঁদের মথুরা এনে কংসকে বধ করিয়েছিলেন, তাই সেই বিজয় উৎসবকেই রথযাত্রার মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়।

আবার নীলাচলের ক্ষেত্রে এই কাহিনী পৃথক। জগন্নাথ মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু তিনি অস্পৃশ্য, নীচু জাতি, বিজাতীয় সম্প্রদায়ের কাছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। কেউ তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখতে বা স্পর্শ করতে পারে না। তাই রানি গুণ্ডিচা দেবী রাজা ইন্দ্রজিৎকে আবেদন করলেন। কয়েকটি দিনের জন্য জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে সকলের জন্য বাইরে পরিক্রমা করানো হোক। তিনি বাইরে এলে সকলে তাঁকে আলিঙ্গন করতে পারবেন। দর্শনও করতে পারবেন। গুণ্ডিচা দেবীর ইচ্ছাকে সার্থক করার জন্য জগন্নাথ দেব স্নানযাত্রার দিন স্নান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর জ্বর এসেছে এমন ধারণায় তাঁকে পাঁচন খাওয়ানো হয়। তার সঙ্গে জলের সঙ্গে ধুয়ে যাওয়া অঙ্গরাগও নতুনভাবে সম্পূর্ণ করা হয়। সেই নতুন সজ্জায় সজ্জিত হয়ে জগন্নাথ রথে চড়ে চলেন মাসির বাড়ি, গুণ্ডিচা বাড়িতে। সেখানে তিনি, দাদা বলরাম, বোন সুভদ্রা ও অস্ত্র সুদর্শন নয় দিন বাস করেন, ভালো মন্দ খাওয়াদাওয়া হয়।

যাওয়ার সময় প্রতিদিন ভালো পরিচ্ছদ পরিধানের জন্য বাক্সভর্তি বেশ দেওয়া হয়। সেই বেশভূষার মধ্যে যদি কিছু অপছন্দের থাকে তবে নাকি জগন্নাথ দেব রথেই উঠতে চান না। পান্ডারা এটা বুঝতে পেরে বেশভূষা, অলংকার পরিবর্তন করেন। সঙ্গে থাকে দামি সুগন্ধিও। বলরাম খুব রাগী, তাই তাঁর সম্মুখে নানা খেলা দেখানো হয়। দেবতার তুষ্টির জন্য মন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্য- বিখ্যাত ওডিশি নৃত্যে মন মজাতে চেষ্টা করা হয় সেই চিকন কালার।

তবু কি দুষ্টুমি থামে! কিছুতেই রথে উঠবেন না! পান্ডারা লাঠি দেখাতে থাকেন। এর অর্থ, আমরা তো তোমার শ্রী অঙ্গে আঘাত করতে পারব না। তাই বৃন্দাবনে মা যশোদা তোমায় কীভাবে লাঠি দিয়ে প্রহার করতেন সেটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। জগন্নাথের রথে আরোহণ নিয়ে চলে এসব নানা কিছু। মণ্ডপের অমন রোগা লম্বা জগন্নাথ রথের দিন কাপড়ের পট্টিতে আবৃত হয়ে এমন মোটা হন কী করে সেটাই ভাবার বিষয়। এমন স্থূল যে অতগুলি স্থূলকায় পান্ডারা টেনে তুলতে অক্ষম হন। নানা অছিলায় তিনি বিলম্ব করেন। অনেক কাল আগে এখন যে বড় রাজপথ দিয়ে পুরীতে রথ গুণ্ডিচা মন্দিরে রওনা হয় সেই পথটি ছিল বহমান নদী। তাই মন্দির থেকে বেরিয়ে একদিন নদীর এই পাড়ে অপেক্ষা করতেন জগন্নাথ। পরের দিন মাসির বাড়ি যাওয়া। সে এক দীর্ঘ পরিক্রমা।

গুণ্ডিচা বাড়ি থেকে নয়দিন পর আবার ফিরে আসেন মন্দিরে। কিন্তু মাসির বাড়িতে যাওয়ার সময় জগন্নাথ তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীকে নিয়ে যান না। তার পরিবর্তে ভগিনীকে নিয়ে যান। সেই কারণে লক্ষ্মী কুপিত থাকেন। এই নয়দিনের মধ্যে তিনি একবার লুকিয়ে তিনজনকে গুণ্ডিচা বাড়িতে গিয়ে দেখে আসেন। তাতে তাঁর ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি নয়দিন পর মন্দিরের সম্মুখে আগত জগন্নাথকে শ্রীমন্দিরে ঢুকতে দেন না। মন্দিরের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকেন। সেখানেই তাঁর স্বর্ণবেশ হয়। তারপর লক্ষ্মীর মানভঞ্জন করে রসগোল্লা খাইয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন জগন্নাথ দেব।

রথের সামগ্রিক অনুষ্ঠান এতটাই বড়। লোকায়ত ধারণা যে, রথের রশিতে টান দিলে, বা তা স্পর্শ করলে পুণ্য লাভ হয়। তাই মানুষ এই রথের রশিতে টান দেওয়ার ইচ্ছায় সমবেত হন।

রথযাত্রা হল এমন এক উৎসব যা অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় মাসে। এই উৎসবকে যাত্রা বলা হচ্ছে। বিষ্ণুকে নিয়ে যে সমস্ত অনুষ্ঠান যেমন, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা , ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা- এই সব তিথির শেষে যাত্রা শব্দটির ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? পণ্ডিতদের মতে এই যাত্রা কেবল বিষ্ণুর নয়, এ হল সূর্যের গতিপথের একেকটি পর্যায়। সূর্যের একেকটি চলনকে যাত্রা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রথযাত্রাও ঠিক এরকমই একটি অনুষ্ঠান। সূর্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের মধ্যে এক একটি পর্যায়কে যাত্রা বলে চিহ্নিত করা হয়। এর সঙ্গে বিষ্ণুকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বৈষ্ণব ছাড়াও শৈবদের মধ্যেও এই রথযাত্রার দেখা পাওয়া যায়। যদিও তা খুবই বিরল। কিন্তু রথের কথা আমরা বৌদ্ধদের শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যেও পাই। আমরা দেখি যে সব অঞ্চলে রথ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। বা যে সব পরিবারে রথকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান রূপে চিহ্নিত করা হয়– সেই সব পরিবারের সঙ্গে কোনও না কোনও সূত্রে বৌদ্ধধর্ম যুক্ত আছে।

আমাদের বঙ্গে, বিশেষ করে রাঢ় বঙ্গের মধ্যে, যেখানে ধর্ম ঠাকুরের আধিক্য দেখা যায় সেই অঞ্চলগুলি প্রাচীনকালে বৌদ্ধভাবনায় অধ্যুষিত ছিল। অনেক আচার, অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর মূর্তি ও সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্মীয় বিবর্তনের আভাস দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে পণ্ডিতেরা মনে করেন, রথ হল বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান, পরবর্তীকালে তা হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এই তথ্য সঠিক নয়। আমরা ঋকবেদের মধ্যেও রথের উল্লেখ পাই। এখানেই কাঠের তৈরি রথের কথা বলা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রে রথকে বারংবার রূপক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা কঠ উপনিষদে প্রথম রথের উল্লেখ স্পষ্টভাবে দেখছি। মৃত্যুর দেবতা যম, নচিকেতাকে আত্মা, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝাচ্ছেন রথের মাধ্যমে। তিনি বলছেন,-

' আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু,
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।'

এই মন্ত্রের অর্থ হল 'আত্মা হলেন রথী, শরীর হল রথ, বুদ্ধি সারথি মনকে লাগাম মনে করতে হবে। হে জ্ঞানীগণ, চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে অশ্বদের চলার পথ মনে করবে। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে সংযুক্ত আত্মাকেই সমস্ত কিছুর ভোগকর্তা বলে জেনে থাকেন।'

না, আমরা শাস্ত্রকথার কাঠিন্যে ডুবে যাব না। প্রথমে যে ছোট্ট কবিতাটি দিয়ে শুরু করেছিলাম তার কাছেই ফিরে যাব। রথ চলেছে, জগন্নাথ বসে আছেন বিগ্রহ হয়ে। আর সকলেই ভাবছে আমিই দেবতা। রথ, পথ, মূর্তি প্রত্যেকেরই তাই ধারণা কিন্তু আড়াল থেকে অন্তর্যামী হাসেন। তিনিই হলেন আত্মা। যিনি এই রথের উৎসবে আনন্দে, মেলার সমারোহে হারিয়ে না গিয়ে সমস্ত কিছুর মধ্যে সেই আত্মা স্বরূপ অন্তর্যামীকে অনুভব করতে পারেন তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। রথের এই হল অন্তর্নিহিত অর্থ।

(লেখক প্রবন্ধকার)

রথখোলায় সেই আম আঁটির ভেঁপু

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

সময়ের সঙ্গে রথের আনন্দ অনেকটাই বদলে গিয়েছে। আগে রথের আনন্দটা ছিল নির্ভেজাল। তারমধ্যে কোনও ভেজাল ছিল না। এখন মনে হয়, সবকিছুই অনেকটা বাণিজ্যিক হয়ে গিয়েছে। আসলে, পারস্পরিক সম্পর্কটা আগের মতো আর কোথায়?

আমরা যখন ছোট ছিলাম, বাড়ির বড়রা রথ দেখতে আমাদের একা ছাড়ত না। সঙ্গে তখন মা, ঠাকুমা সহ বড়রা রথ দেখতে একসঙ্গে বের হতাম। তবে রথের আনন্দে নিজেকে আটকে রাখাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াত। রথের পিছু পিছু ছুট দিতাম। তখন তো আসলে পায়ে অনেক জোর ছিল। রথের পেছনে দৌড়াতে গিয়ে কতবার বাড়ি ফেরার কথা ভুলে গিয়েছি। বাড়িতে ফিরে খড়ম দিয়ে মারও কম জোটেনি।

আধুনিকতার শহরে পারস্পরিক সম্পর্ক কমলেও পাড়ায় পাড়ায় রথের সংখ্যাটা বেড়েছে। আজ থেকে সত্তর বছর আগে শহরে রথযাত্রা বলতে ছিল শুধু রথখোলার রথ। তখন বিধান মার্কেটে কোনও রথযাত্রা হত না। ইসকন তখনও তৈরি হয়নি। রথের দিন শহরের লোকজনের গন্তব্য হত রথখোলা। বাড়ি বাড়ি দুপুর থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত। সেসময় রথখোলার রথ রথখোলা দিয়ে বেরিয়ে হাকিমপাড়া হয়ে বর্তমানে পালপাড়ার মধ্যে দিয়ে সুভাষপল্লি মেইন রোডে উঠত। সেখান দিয়ে রথ ফের রথখোলায় যেত।

আশিঘর, ঘুঘুমালি তো তখনও হয়ে ওঠেনি। শহরে থাকা মানুষজন রথের দেখা পেতে বর্তমানে জ্যোৎস্নাময়ী স্কুলের রাস্তা, পালপাড়া হয়ে রথখোলায় পৌঁছে যেত। রথের দড়ি ধরে পুণ্য অর্জনে সে কী উন্মাদনা। ছোট বয়সে আমাদের অবশ্য রথের মাহাত্ম্যের দিকে বেশি উৎসাহ থাকত না। উৎসাহ থাকত লটকা, জিলিপির প্রতি। রথখোলার বর্তমান মাঠে তখনও রথকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলার

রথযাত্রার স্মৃতি/২

ছবি : সূত্রধর

আয়োজন বসত। আমের আঁটি দিয়ে তৈরি ভেঁপু বাজিয়ে বাজিয়ে রথের মেলায় ঘুরতাম। আর ছিল মাটির পুতুল।

এখন তো সেসব হারাতে বসেছে। তবে এখনও অধিকাংশ মানুষ রথের মেলায় বের হয় জিলিপির খোঁজে। এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একবার তো জিলিপি খেয়ে আমার পেট খারাপই হয়ে গেল। আসলে, রথের এই আনন্দটা সেসময় সব জায়গাতেই এক ছিল।

রথে একবার আমি জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম, সেখানে বন্ধুরা কদমতলায় নিয়ে গেল রথ দেখাতে। বানারহাট, মালবাজারেরও রথ দেখেছি। শিলিগুড়ির সঙ্গে ডুয়ার্সের ওই জায়গাগুলোর রথের আনন্দ, উৎসাহের সঙ্গে তারতম্য খোঁজাটা সম্ভব ছিল না। এখনকার যুগে সেই পারস্পরিক সম্পর্কটাই তো কমে এসেছে, এখন সত্যি বড় আফসোস হয়।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

কলকাতা এবং

ক্ষোভ শুভেন্দুর

বাগদা বিধানসভার উপনির্বাচনে শনিবার দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে যান শুভেন্দু। সভার স্থান বদল করায় ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। বলেন, 'যত এগুলো করবে তত ধ্বংসের দিকে এগোবে।'

ফের গণপিটুনি

এবার হাওড়ার বাঁকড়ায় মোবাইল চোর সন্দেহে এক তরুণকে গণপিটুনির অভিযোগ উঠল। চোর সন্দেহে আচমকাই তাঁর ওপর হামলা চালায় একদল লোক। স্থানীয় এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই তরুণ।

ছানি কাণ্ডে অস্বস্তি

সরকারি হাসপাতালে ছানি কাটিয়ে ২৪ ঘণ্টায় আরও চার রোগী সংক্রমণের শিকার হলেন। সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২০। প্রশ্নের মুখে অপারেশন থিয়েটার প্রোটোকল। অস্বস্তি স্বাস্থ্য ভবনের।

অপসারণ

লোকসভা ভোটে বিরোধীদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে সিমলাপাল, পার্শ্বলা ও কেঞ্জাকুড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্চল সভাপতিদের সরিয়ে দিল তৃণমূল।

প্রতীচী আয়োজিত আলোচনাচক্রে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন সহ অন্যরা। শনিবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

মন্তব্য নোবেলজয়ী অমর্ত্যর

'হিন্দুরাষ্ট্রের চেষ্টা থমকাল ভোটের রায়ে'

আশিস মণ্ডল

শান্তিনিকেতন, ৬ জুলাই : আলোচনা ছাড়া ন্যায় সংহিতা চালু শুভ বলে মনে করেন না নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। সেইসঙ্গে কটাক্ষ করলেন ভারতের অর্থনীতি ও শিক্ষানীতি নিয়েও। শনিবার প্রতীচী ট্রাস্ট আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে উঠে আসে এবছরের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের বিষয়টিও। বলেন, 'ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র করার চেষ্টা থেকে কিছুটা আটকানো গিয়েছে।'

এদিন ভারতের বেকার সমস্যা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ফরাসি সাহিত্যের দুই নগরীর গল্প থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নোবেলজয়ী বলেন, 'ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ টাইম টু সাম অ্যান্ড ওয়ার্স্ট অফ টাইম ফর মেনি মেনি...'।

প্রতীচী ট্রাস্টের তরফে প্রতিবছরই একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এবার সেই আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল, 'কেন স্কুলে যাই ঃ সহযোগিতার সহজপাঠ'। আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন প্রতীচী ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অমর্ত্য সেন, অধ্যাপক জঁ দ্রেজ সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা।

এদিন অমর্ত্য বলেন, 'ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হওয়া আটকানো গিয়েছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলব উলটোটা। খানিকটা আটকানো গিয়েছে, তবে পুরোপুরি না। যতটা আটকানো গিয়েছে সেটা নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিফলিত আমরা দেখতে পাচ্ছি। স্কুলে পর্যন্ত আলোচনা পৌঁছে গিয়েছিল! ভারতকে কীভাবে হিন্দু রাষ্ট্র করা যায় সেই আলোচনা হত। কিন্তু আমাদের জানা দরকার, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য বাচ্চাদের মধ্যে একেবারেই নেই। তাই দেশে লোকসভা নির্বাচনে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করার চেষ্টা থেকে কিছুটা আটকানো গেল।'

ন্যায় সংহিতা প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ বলেন, 'সংবিধান বদলাতে হলে নানা দিক থেকে আলোচনা উচিত ছিল। মণিপুরে, মধ্যপ্রদেশে যা হয়েছে, সেগুলো আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। আলোচনা না করে এই আইন শুভ বলে মনে করি না।'

তাঁর আরও বক্তব্য, 'দেশের অর্থনীতির প্রগতি হচ্ছে ঠিকই, অনেকের রোজগার বেড়েছে। গড় আয় বেড়েছে। কিন্তু বহু মানুষের অবস্থা পড়ে গিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য-দু'দিকেই নজর দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্যবান শিক্ষিতরাই চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন, এটা মানতে হবে। শিক্ষার হাত ধরে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। আমার ধারণা, শিক্ষায় জোর দিলে ভারতের উন্নতি হবে। তবে এখানে বেকার সমস্যা প্রধান কারণ।'

তবে চিনের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতির পার্থক্যের কথা বলে ভারত সরকারের সমালোচনা করলেও এদিন তিনি ভারতের গণতন্ত্রের প্রশংসা করেন।

বিজেপিতে একাধিক জেলা ও মণ্ডল সভাপতি বদলের সম্ভাবনা

ভাঁড়ারে টান, বৈঠকে কাটছাঁট

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ জুলাই : আর্থিক খরচ বাঁচাতে কলকাতায় 'নমো নমো' করে একদিনেই রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক সেরে ফেলতে চায় রাজ্য বিজেপি। লোকসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর রাজ্যস্তরে এটাই বড়মাপের বৈঠক। ১৭ জুলাই বাইপাসের ধারে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে এই বৈঠক হবে।

বৈঠকে লোকসভা ভোটের ফল পর্যালোচনা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আগামী পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার খসড়া তৈরিই এই বৈঠকের লক্ষ্য। সময় অনুযায়ী নির্বাচন হলে আগামী ২০২৭-এ পুর ও ২০২৮-এ পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার কথা। সূত্রের খবর, বৈঠকে দলের অন্তত ৯-১০ জেলার সভাপতি বদল সহ একগুচ্ছ সাংগঠনিক রদবদলের বিষয়টিও চূড়ান্ত করতে চলেছেন রাজ্য নেতৃত্ব।

সদ্যসমাপ্ত ভোটের ফলে রাজ্যে বিজেপির আসন ১৮ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১২তে। যদিও দলের ভোট শতাংশে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ভোটের আগে রাজ্যে ৩৫ আসন জেতার কথা বলে শেষপর্যন্ত ১২-র ঘরে আটকে যাওয়ায় দিল্লির কাছে মুখ দেখানোই দায় হয়ে পড়েছে রাজ্য নেতাদের। তাই রাজ্য কার্যকারিণীর মতো মেগা বৈঠকের আর্থিক বিষয় সহ বাকি সবকিছুই করতে হচ্ছে দলের রাজ্য বাজেট থেকে। সাধারণত এই ধরনের বৈঠকের জন্য দলের কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে কয়েক লাখ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে দলেরই এক কর্মকর্তা বলেন, 'গতবছর দুর্গাপুরের বৈঠকেও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে কয়েক লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার এখনও কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। ভোটের খরচ সামলে সীমিত বাজেটের মধ্যেই তা সারতে হচ্ছে। সেই কারণেই কলকাতায় সায়েন্স সিটির মতো জায়গা বাছা হয়েছে মাত্র কয়েক হাজার টাকায়। তাছাড়া কলকাতায় বৈঠক হলে জেলার নেতাদের রাতে থাকার আলাদা করে বন্দোবস্ত করতে হবে না। ফলে তাতেও একটা বড় খরচ কমবে।'

'২১-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের কথা বলে ধাক্কা খাওয়ার পর '২৪-এর লোকসভা ভোটেও ধাক্কা খেয়ে রাজ্য বিজেপির অবস্থা খারাপ। ৪ জুন ফল প্রকাশের পর থেকে দাগ কাটার মতো কোনও কর্মসূচি নেই বিজেপির। বিজেপির রাজ্য কমিটির এক নেতা বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আবার চালকের আসনে ফিরতে হলে এখনই রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় কর্মসূচি শুরু করা দরকার। কার্যকারিণী বৈঠকে সেরকমই একগুচ্ছ কর্মসূচির খসড়া চূড়ান্ত করাই আমাদের লক্ষ্য।'

উত্তরবঙ্গের এক প্রভাবশালী রাজ্য নেতা বলেন, 'লোকসভা ভোটে পুর এলাকায় দলের ভালো ফলকে মাথায় রেখে, কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য বিশেষ কিছু দাবিকে সামনে এনে এখনই আন্দোলন শুরু করতে চায় বিজেপি। রায়গঞ্জে এইমস, উত্তরবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি ও আইআইএম-এর মতো দাবিগুলিই তার অন্যতম।

লোকসভা ভোটে বিপর্যয়ের দায় নিয়ে ঠেলাঠেলি চলেছে দলে। বুথের খরচের টাকা আত্মসাৎ করা, গোষ্ঠীকোন্দলে দলের প্রার্থীকে হারাতে বিরোধী শিবিরের সাহায্য নেওয়ার মতো অভিযোগের খবর পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কানে। তাতে রাজ্য নেতৃত্বের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ কেন্দ্র। দিল্লি ঘনিষ্ঠ এক রাজ্য নেতার মতে, কেন্দ্রের মনোভাব এখন 'দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।'

কেন্দ্রীয় নেতাদের এই মনোভাব টের পেয়ে দলীয় রদবদলে হাত দিয়েছে রাজ্য। সূত্রের খবর, এই রদবদলে কোপ পড়তে পারে অন্তত ১০ জেলার জেলা সভাপতিদের ওপর। গত '১৯-এর নির্বাচনে ১৮টি আসনে জিতেছিল বিজেপি। পরে ব্যারাকপুর ও আসানসোল আসন হাতছাড়া হয়। সেই হিসেবে ১৬টি জেতা আসনের মধ্যে ১০টিতে এবার জিতেছে দল। কাঁথি ও তমলুক আসন দুটি এবারই প্রথম জিতেছে তারা। সেই নিরিখে '১৯-এর তুলনায় ৮টি আসন হারিয়েছে বিজেপি। প্রাথমিকভাবে এই ৮ হারা আসনের জেলাগুলির জেলা সভাপতি ও সাংগঠনিকস্তরে বদল হতে চলেছে। এর বাইরে রায়গঞ্জের জেলা সভাপতি ভোটের আগেই দায়িত্ব ছাড়তে চেয়েছিলেন। ফলে রায়গঞ্জও নতুন জেলা সভাপতি পেতে পারে। তবে সার্বিকভাবে গোটা রাজ্যেই মণ্ডলস্তরের নেতৃত্ব নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। তার জেরে একাধিক মণ্ডল সভাপতি বদলের সম্ভবনাও প্রবল।

তবে দলের এই রদবদল নিয়ে পোড়খাওয়া এক রাজ্য নেতা বলেন, 'ফেসবুক, টুইটার দিয়ে যে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো যাবে না এটা যতদিন আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা না বুঝবেন, ততদিন রাজ্যে বিজেপিকে হামাগুড়িই দিতে হবে।'

মেগা বৈঠক

- ১৭ জুলাই বাইপাসের ধারে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে বসবে বিজেপির কার্যকারিণী বৈঠক
- মেগা বৈঠকের আর্থিক বিষয় সহ বাকি সবকিছুই করতে হচ্ছে দলের রাজ্য বাজেট থেকে
- অন্তত ১০ জেলার জেলা সভাপতিদের ওপর রদবদলের কোপ পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে

ইসকনের রথের দড়ি টানবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৬ জুলাই : রবিবার রথযাত্রার দিন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে রাজ্য প্রশাসন। কোথাও যাতে কোনওরকম অশান্তি না হয় বা রথের রশি টানার সময় দুর্ঘটনা না ঘটে, সেদিকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার বিখ্যাত রথগুলি শান্তিপূর্ণভাবে যাতে বের হতে পারে, তার জন্যই সতর্ক প্রশাসন। এবারও কলকাতায় ইসকনের রথের দড়ি টেনে রথযাত্রার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতায় ছোটবড় মিলিয়ে ৭৪টি রথ বের হয়। এর মধ্যে সাতটি বড় রথ। রথের দিন কলকাতার রাস্তায় যাতে যান চলাচল ব্যাহত না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দেড়হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকছে। কোন রথ কোন রুটে যাবে তা ইতিমধ্যেই ঠিক হয়েছে। রথযাত্রার সময় ভিড়ের মধ্যে ছিনতাই, পকেটমারির মতো ঘটনা অনেক সময় ঘটে থাকে। সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। যেখানে রথ বের হবে সেখানে সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবারের মতো এবারও ইসকনের মন্দিরে গিয়ে রথযাত্রার উদ্বোধন কবরেন। মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বলে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।

হুগলির শ্রীরামপুরে মাহেশের রথ ৬০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রতিবছরই হাজার হাজার ভক্তসমাগম হয় এখানে। এছাড়া হুগলির গুপ্তিপাড়ার রথও বহু প্রাচীন। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের রথও সুপ্রাচীন। এখানেও রথযাত্রার সময় হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। ভিড়ের হুড়োহুড়িতে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তা নিয়েই চিন্তিত প্রশাসন। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে রথের শোভাযাত্রা ঘিরে কোনওরকম অশান্তি যাতে না হয় তাও দেখছে প্রশাসন।

এবছর রথের দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কলকাতা, হুগলি, হাওড়া সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় রবিবার ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে রথের উৎসবের মেজাজ অনেকটাই ম্লান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মায়ের সঙ্গে রথ কিনছে খুদে। শনিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

পরের বছর রথে যুদ্ধবিমানের টায়ার

কলকাতা, ৬ জুলাই : আর যাত্রী-বিমানের টায়ার নয়, সামনের বছর থেকে জগন্নাথ দেবের রথের চাকায় লাগানো হবে সুখোই যুদ্ধবিমানের টায়ার। কলকাতার ইসকনের রথযাত্রা অত্যন্ত বিখ্যাত। অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে তাদের প্রভু জগন্নাথের রথের চাকায় লাগানো হত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম যাত্রীবিমান বোয়িং বি-৭৪৭ জাম্বো জেটের টায়ার। ৫৩ বছর ধরে সেই চাকায় সওয়ার হয়েই প্রভু জগন্নাথ ইসকনের মন্দির থেকে বেরিয়ে মাসির বাড়ি যান, সপ্তাহ শেষে ফেরেন। সামনের বছর থেকে রথের চারটি চাকা পালটে রুশ যুদ্ধবিমান সুখোই সু-৩০ এর চাকা লাগানো হবে বলে কলকাতার ইসকনের সহ সভাপতি রাধারমণ দাস জানিয়েছেন।]

তিনি বলেন, '৪ ফুট ব্যাসের চাকার বিয়ারিংয়ে সামান্য কিছু অদলবদল করে একই ব্যাসার্ধের যুদ্ধবিমানের চাকা লাগানো হবে। এই চাকার ওজন ১১০ কেজি।'

সারা বছরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা তাঁদের রথে মোট ১৪ কিলোমিটার সফর করেন। রথযাত্রার দিন যান ৬ কিলোমিটার। একটু ঘুরপথে ফেরেন ৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। ইসকন সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজারহাটে রথগুলি রাখা থাকে। সেখানেই ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকে আগামীদিনে রথের চাকা বদল হবে। বলরাম অবশ্য তাঁর রথের জন্য এই বছরই নতুন চাকা পেয়েছেন। ওই চাকা অবশ্য লোহার। আগের চাকাগুলি টানা ৪৬ বছর বয়ে বেড়িয়েছে রথটিকে।

রাধারমণ দাস জানিয়েছেন, বলরামের রথে চাকা ৬ ফুট ব্যাসের। প্রতিটি চাকার ওজন ২৫০ কিলোগ্রাম। অর্থাৎ ৪টি চাকা মিলিয়ে ওজন ১ টন। ১৯৭৭ সালে নির্মিত বলরামের রথটির ওজন ৫ টন। সুভদ্রার রথের চাকা অবশ্য এখনও পুরোনো। আশা করা হচ্ছে, ওই রথের চাকা চারটি আরও কিছুদিন রথ বহনে সক্ষম। রবিবার রথযাত্রা। তার আগে তিনটি রথকেই গুরুসদয় রোডে এনে রাখা হয়েছে।

রবিবার সকালে রথগুলি হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, শরৎ বোস রোড, হাজরা রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড, চৌরঙ্গি রোড, এক্সাইড মোড়, জওহরলাল নেহরু রোড ও আউট্রাম রোড হয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছোবে। পুরো রাস্তার দৈর্ঘ্য ৬ কিলোমিটার।

ফেরার পথে ১৫ জুলাই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে রওনা হয়ে জওহরলাল নেহরু রোড, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড, সিআইটি রোড, সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ, পার্ক সার্কাস সাত মাথার মোড়, শেক্সপিয়ার সরণি ও হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট দিয়ে ৮ কিলোমিটার পথ উজিয়ে আসার কথা।

ভবিষ্যতেও বিধানসভায় শপথের ভাবনা

কলকাতা, ৬ জুলাই : বর্তমান রাজ্য-রাজভবন তিক্ততার জেরে ভবিষ্যতের শপথেও রাজভবনকে এড়াতে চাইছে রাজ্য। আগামী ১০ জুলাই রাজ্যের চারটি বিধানসভায় উপনির্বাচন। বরানগর ও ভগবানগোলার বিধায়কদের শপথ দেওয়া নিয়ে টালবাহানায় ১ মাস ১ দিন লেগেছে শপথ হতে। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন চার উপনির্বাচনে জয়ী বিধায়কদের শপথ নিয়ে ফের জটিলতার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছে বিধানসভা। শনিবার সেই প্রসঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শপথের জন্য রাজ্যপালের অনুমতি নিতেই হয়। কিন্ত উপনির্বাচনে জয়ী বিধায়কদের শপথের একটা রীতি আছে। রাজ্যপালের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি শপথের জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষকেই মনোনীত করেন। কিন্তু এই রাজ্যপাল তা করছেন না। তেমন হলে আমরা আবার বিধানসভাতেই শপথ দিয়ে দেব।'

অতীতেও রাজ্য-রাজভবন বিতর্কে শপথ নিয়ে দড়ি টানাটানি হয়েছে। ২০২১-এর ভবানীপুর উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীকে শপথ দেওয়া নিয়ে তদানীন্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর ও অধ্যক্ষের মধ্যে সংঘাত হয়। শেষ পর্যন্ত বিধানসভায় এসেই শপথ দেন ধনকর। বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে জেতা বাবুল সুপ্রিয়র শপথ নিয়েও জট পাকিয়েছিল। ধূপগুড়ির বিধায়ককে শপথ নিতে যেতে হয় রাজভবনে। বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসই তাঁকে শপথ করান। সম্প্রতি বরানগর ও ভগবানগোলার বিধায়কদের শপথ জট কাটতে সময় লাগে একমাসের বেশি। বিধানসভায় স্পিকারের কাছে শপথের দাবিতে ধর্নাকে কেন্দ্র করে শপথ-রাজনীতি তুঙ্গে ওঠে। শেষ হয় বিধানসভায় স্পিকারের শপথে। যার দৌলতে ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল রাজ্য বিধানসভা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, পরিষদীয় রাজনীতিতে শপথের মতো সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে এই জটিলতা কি আদৌ কাম্য? জবাবে অধ্যক্ষ ও আইনজীবী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা কখনই কাম্য নয়। লোকসভা বা রাজ্যসভাতে এই জিনিস তো হচ্ছে না। সেখানে সাংসদদের শপথ নিয়ে কোনও জটিলতা নেই। অধ্যক্ষই তা করাচ্ছেন। তাহলে রাজ্য বিধানসভায় অন্যরকম হবে কেন? আমরা চাই রাজ্যপালকে সম্মান দিতে। কিন্তু উনি যদি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অসম্মান করেন, বিধানসভাকে সম্মান না দেন তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

সাম্প্রতিক শপথ কাণ্ডের দীর্ঘসূত্রতা প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিমান বলেছেন, 'এটা কোনও সুস্থতার লক্ষণ নয়। বিধায়করা শপথের জন্য একমাস ধরে অপেক্ষা করবেন কেন? তাঁদের ধর্নাই বা দিতে হবে কেন? শপথ নেওয়াটা তাঁদের অধিকারের মধ্যেই পড়ে। অতীতে এই জিনিস হয়নি।'

তবে ইতিহাস বলছে, এই ঘটনা নতুন নয়। রাজ্য-রাজভবনের রসায়ন তিক্ত হলেই এমন ঘটনা ঘটেছে। আর এই প্রসঙ্গেই এসে পড়েছে রাজ্যপাল বদলের জল্পনা।

ইন্টারভিউয়ে প্রথম জেলবন্দি মাওবাদী

পিএইচডি'র ছাড়পত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৬ জুলাই : বন্দুক ও গুলির লড়াইয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করা জেলবন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম শিক্ষাজগতেও ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ইতিহাসে পিএইচডি করার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ দেওয়া ২৫০ জনের মধ্যে প্রথম হয়েছেন প্রাক্তন এই মাওবাদী নেতা। তাঁর এমন রেজাল্টে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে নতুন ইতিহাস তৈরি হল বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান সইদ তনভির নাসরিনের কথায়, 'শুধু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ওর রেজাল্ট একটি মডেল। সেইসঙ্গে ওর (অর্ণব) ইচ্ছে পূরণে সরকার যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে সেটাও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য।'

পশ্চিম মেদিনীপুরের শিলদায় ইএফআর ক্যাম্পে হামলা চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম ওরফে বিক্রম। একদা রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের ঘুম কেড়ে নেওয়া মাওবাদী নেতা অর্ণব ২৬ জুন ইতিহাসে পিএইচডি'র জন্য ইন্টারভিউ দেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর ইন্টারভিউ নেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইতিহাস বিভাগের দিকপাল অধ্যাপকরা। ওই দিন কড়া পুলিশি পাহারায় অর্ণবের ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া নিয়ে সরগরম ছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত

মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম।

অর্ণব এখন শ্রীঘরবাসী। পশ্চিম মেদিনীপুরের শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন অর্ণব। ২৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর সাজা ঘোষণা হয়। তারপর প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুর জেল এবং পরে ঠিকানা হয় হুগলির চুঁচুড়ার সংশোধনাগার। সেখানে লাইব্রেরি রয়েছে। সেখান থেকে বই নিয়ে অর্ণব পড়াশোনা চালান। তিনি আগেই ইন্দিরা গান্ধি ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিহাসে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর হয়েছেন। তিনি পিএইচডি করার সুযোগ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন আদালতে। সেইমতো বিচারক তাঁর আদেশে সেই আবেদনের বিষয়টি নথিভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করতে বলেন। কিন্তু সংশোধনাগারে কেউ প্রথমে অর্ণবের আবেদনকে পাত্তা দিচ্ছিল না বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও অর্ণব নিজের দাবিতে অনড় থাকেন। দাবি আদায়ের জন্য অর্ণব অনশন প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরুর কথাও ঘোষণা করে বসেন।

এই পরিস্থিতিতে বন্দি অর্ণবের পাশে দাঁড়ায় এপিডিআর। তারা অর্ণবের দাবির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে হুগলি জেল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানায়। দাবি না মানলে ভেতরে-বাইরে একযোগে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেয়। শেষে জেল প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। অর্ণবের পিএইচডি'র ইন্টারভিউর ব্যবস্থা হয়। সেইসঙ্গে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অর্ণব যাতে জামিনে মুক্তি পায় সেই দাবিও এপিডিআর জেল সুপারের কাছে জানিয়েছে।

একুশের সভাতে শোভনের প্রত্যাবর্তনে জল্পনা

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ জুলাই : ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। ২০২১ সালে গেরুয়াশিবিরের প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে দলত্যাগ করেছিলেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র। তারপর একাধিকবার তাঁর সবান্ধবী তৃণমূলে ফেরার জল্পনা মাথাচাড়া দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এবছরের ২১ জুলাইয়ের আগে সেই জল্পনা আবার শোনা যাচ্ছে। কারণ, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোলপার্কের আবাসনে শুক্রবার তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ও দক্ষিণ কলকাতার এক তৃণমূল নেতার কথা হয়েছে। এর দিনকয়েক আগে কুণাল ঘোষ এবং অরূপ বিশ্বাস তাঁর আবাসনে যান। বারবার তাঁর সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের গোপন যোগাযোগের হেতু নিয়ে দু'পক্ষ চুপ থাকলেও বিষয়টি নজর এড়ায়নি রাজনৈতিক কারবারিদের। শনিবারও শোভন তৃণমূলে ফেরার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ২১ জুলাইয়ের সভায় তিনি যেতে চান বলেও জানিয়েছেন। ফলে দুয়ে দুয়ে চার করে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই কি ঘাসফুলে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় 'কানন'-এর? বহুল চর্চার মাঝেই শোভনের বক্তব্য, 'মমতাদির যদি ইচ্ছা হয়,

সেই ইচ্ছাকে দূরে ঠেলে দেব না।'

এদিন তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। তাঁর রাগ, আনন্দ সব বিষয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য, '২১ জুলাইয়ের সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যাওয়ার খুব ইচ্ছে রয়েছে। মমতাদি নিজেও জানেন আমি কখনও মঞ্চে থাকার লোক নই।' তবে কি ওইদিনই যোগদান? শোভন বলেন, 'যোগদানের দিনক্ষণ সমস্তটাই আমার দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারবেন। আমি কাউন্সিলার, বিধায়ক, মন্ত্রী হিসেবে যা কাজ করেছি, সব ওঁর নির্দেশে।'

সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়ের প্রচারে গিয়ে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গতবছরও মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে ভাইফোঁটা নিতে গিয়েছিলেন শোভন। তার আগে বান্ধবী বৈশাখীকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন। তৃণমূলে সক্রিয়ভাবে না ফিরলেও 'তৃণমূলে আছি' বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁকে ফেরানোর জন্যই কি বারবার কুণালকে দূত হিসেবে পাঠাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী? তা অবশ্য খোলসা করেননি কুণাল। তাঁর মতে, 'তাঁকে ফেরানো হবে কিনা তা দলনেত্রী জানেন।'

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই আবহে শোভনকে ফেরানো হলে তাঁকে পার্থহীন বেহালা পশ্চিম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগঠনের কাজে লাগাতে পারেন দলনেত্রী। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে তাঁকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা কম। কারণ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শোভনকে তেমন পছন্দ করেন না।

সংঘের পরামর্শে অপেক্ষা দিলীপের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ জুলাই : নিজের অবস্থানে অনড় থেকেও পার্টির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পার্টি কাজ না দিলে রাজনীতি ছাড়বেন সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁর পূর্বাশ্রম সংঘ পরিবার থেকে এই বিষয়ে কোনও সবুজসংকেত পাননি। আরএসএসের সর্বোচ্চ স্তর থেকে তাঁকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। তাই শনিবারও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন প্রবীণ নেতা।

এদিন তাঁর কথাতেও সেই আভাস মিলেছে। নিজেই 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানালেন, 'এখনও পার্টির কাজ করে যাচ্ছি। আজও হাওড়ায় গিয়েছি। উলুবেড়িয়ায় পার্টির কাজেই ছিলাম। তবে আমার অবস্থানে আমি এখনও অনড়। পার্টি কাজ না দিলে শুধু শুধু আমি রাজনীতিতে থাকব না। আমার জন্য পার্টির টাকা খরচ হোক আমি চাই না। দলে একটা পরিবর্তন হবেই। দেখা যাক, কী হয়। তারপরই আমাকে পথ বেছে নিতে হবে। রাজনীতি ছেড়ে যেতে আমার কোনও মনোকষ্ট হবে না। একটা দিন তো রাজনীতির বাইরে থেকে সংঘ প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছি। রাজনীতি ছেড়ে আবার না হয় সেরকম কোনও কাজে ফিরে যাব। অসুবিধা হবে না। পার্টিতে থাকলে আমার কাজ চাই।'

সূত্রের খবর, দিলীপের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পর এখনও পর্যন্ত দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে কেউই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। নিজেও সেই কথা জানালেন তিনি। তবে তাঁর অনুগামী দলের কর্মীরা শুক্রবার থেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছেন। তাঁদের প্রিয় নেতার প্রতি তাঁদের আবেদন, 'দল ছাড়বেন না। রাজনীতি ছাড়বেন না। আমরা আছি।' দিলীপ তাঁদের বলেছেন, 'পার্টিতে কাজ না থাকলে আমার প্রয়োজন কোথায়? তার থেকে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

হাতে লেখা পত্রিকা

মেদিনীপুর, ৬ জুলাই : নিজের হাতে লেখা এবং আঁকা ছবি দিয়ে পত্রিকা চালাচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানা এলাকার দাঁড়কা গ্রামের তরুণ আব্দুল্লা খান। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে মাত্র তিনটি হাতে লেখা পত্রিকা বের হয়। অন্য দুটি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের ঢাকা এবং দিল্লি থেকে। গড়বেতার এই অধিকার পত্রিকা পৃথিবীতে তিন নম্বর হাতে লেখা পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে।

কাউন্সেলিং শুরু

কলকাতা, ৬ জুলাই : ১০ জুলাই থেকে এবছরের রাজ্য জয়েন্টের কাউন্সেলিং শুরু হবে। শনিবার রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের নবনিযুক্ত সভাপতি সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় কাউন্সেলিংয়ের দিন ঘোষণা করেন।

অলকের বেআইনি নির্মাণ অক্ষত

হাত গুটিয়ে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : সরকারি জমি দখলমুক্ত করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর রাজ্যজুড়ে পদক্ষেপ করছে প্রশাসন। শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন ব্লক এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের দখলে থাকা জমি পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। জমি দখলে অভিযুক্ত শাসকদলের একাধিক নেতা গ্রেপ্তারও হয়েছেন।

যদিও তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান অলক চক্রবর্তীর নির্মীয়মাণ রিসর্ট আজও অক্ষত। তবে রিসর্টটি তাঁর মেয়ের নামে বলে অলকের দাবি। জমি দখলমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এই রিসর্ট নিয়েও পদক্ষেপ করা হবে, এমনটাই মনে করছিলেন অনেকে। যদিও মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমিতে নির্মিয়মাণ ওই রিসর্ট ভেঙে ফেলা বা জমির দখল নেওয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। এখনও যে প্রশাসন তা ভাঙা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে শনিবার প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে তেমনটা মনেও হয়নি। দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাং এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল বলেছেন, 'আমার এনিয়ে কিছু জানা নেই। বিস্তারিত খোঁজ নেব।' মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, 'আমার আমলে কিছু হয়নি। বিষয়টি দেখার জন্য ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে বলব।' তবে অলকের সাফাই, 'ওটা আমার মেয়ের বাড়ি, তা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

২০২২ সালে গুলমা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমিতে একটি রিসর্ট তৈরি শুরু হয়। চারতলা রিসর্টটি তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান অলক চক্রবর্তীর বলে খবর মেলে। সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন, 'বাগানের অনুমতি নিয়েই ওই কাজ হচ্ছে।' এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসন পদক্ষেপে বাধ্য হয়। বিপদ বুঝে বাগানের তরফেও দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়, অলক সরকারি লোকজন নিয়ে এসে বলেছিলেন ওই জমিতে বাগানের শ্রমিকদের জন্য পানীয় জলপ্রকল্প করা হবে।

শ্রমিকদের ভালো হবে ভেবে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। পরে দেখা গেল, সেখানে চারতলা রিসর্ট হচ্ছে। শাসকদলের শীর্ষস্থানীয় নেতার রিসর্ট জেনে বাগানের লোকজন প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। দার্জিলিংয়ের তৎকালীন জেলা শাসক এস পন্নমবলম ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই ওই রিসর্টের কাজ বন্ধ করে পাশাপাশি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এই খবর পেয়ে অলকও ওই রিসর্টের দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলেন। রিসর্টটি তাঁর মেয়ে বেবি ঘোষের বলে তিনি জানিয়ে দেন। মাটিগাড়ার বিডিও অফিস থেকে বেবিকে সমস্ত নথিপত্র নিয়ে তলব করা হয়। কিন্তু তিনি উপযুক্ত নথিপত্র দেখাতে পারেননি। এরপরও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে অলকের বেআইনি নির্মাণ। প্রশ্ন উঠছে, সমস্ত জায়গায় প্রশাসন তরফে পদক্ষেপ করা হলেও, কেন ওই রিসর্ট ভাঙা হচ্ছে না? এবিষয়ে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'এটা প্রশাসনিক বিষয়। দলের কিছু বলার নেই।'

পরিত্যক্ত অবস্থায় বিতর্কিত রিসর্টটি। গুলমায়।

বর্তমান পরিস্থিতি

- সরকারি জমিতে নির্মীয়মাণ রিসর্ট ভেঙে ফেলা বা জমির দখল নেওয়ার চেষ্টা করেনি জেলা প্রশাসন
- দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক মন্তব্য করতে নারাজ
- রিসর্টটি তাঁর মেয়ে বেবি ঘোষের বলে দাবি অলোকের
- মাটিগাড়ার বিডিও অফিস থেকে বেবিকে সমস্ত নথিপত্র নিয়ে তলব করা হয়
- উপযুক্ত নথিপত্র দেখাতে পারেননি তিনি

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।। *নয়ারহাটে ছবিটি তুলেছেন দিনহাটার সাহানুর হক।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পাঁচদিন পুলিশ হেপাজতে জেসিবি

চোপড়া, ৬ জুলাই : চোপড়া কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবি আরও পাঁচদিন পুলিশ হেপাজতে থাকবে। শনিবার কড়া নিরাপত্তায় তাকে ফের ইসলামপুর আদালতে পেশ করা হয়েছিল। সেখানে পুলিশ তাকে আরও ন'দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে চেয়ে এদিন আবেদন জানায়। কিন্তু বিচারক তাকে পাঁচদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সম্প্রতি চোপড়ার একটি ভাইরাল ভিডিও ঘিরে গোটা দেশে শোরগোল পরে যায়। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জেসিবিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রথম দফায় পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষে এদিন তাকে ফের আদালতে তোলা হয়েছিল। ঘটনায় এখনও অবধি জেসিবি সহ মোট চারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ গোপন ডেরায় অভিযান চালায় ও দুটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। তাজিমুলের বিরুদ্ধে এদিন নতুন করে অস্ত্র মামলাও যুক্ত করা হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সংক্রান্ত মামলার বিস্তারিত তথ্য পেতে জেসিবিকে নিয়ে পুলিশের ভিনরাজ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর। ইসলামপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল জানান, পুলিশ জেসিবিকে জেরা করে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, চারটি বাঁশের লাঠি উদ্ধার করেছে। পুরোনো মামলার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র মামলা যুক্ত করা হয়েছে। তাজিমুলের আইনজীবী আবুবক্কর খালিদ সইফুল্লা জানান, জামিনের আবেদন জমা করা হয়েছিল। তদন্তের স্বার্থে আদালত আরও পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের একটি দল চোপড়া থানায় আইসিকে নিয়ে বৈঠক করেন। দলে ছিলেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব, ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জেবি থমাস প্রমুখ। বৈঠক শেষে ইসলামপুরের পুলিশ সুপারের বক্তব্য, এদিন থানা ভিজিটে আসা হয়েছে।

চোপড়া কাণ্ডের তদন্তে নেমে পুলিশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অতীতে চোপড়ায় থাকা দুজন এসআই ও তিনজন এএসআই-কে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ঘটনায় দেশজুড়ে শোরগোল পড়ায় পুলিশি তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অপরাধীদের গ্রেপ্তারে তারা যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছে। ভিডিও দেখে অপরাধীদের চিহ্নিত করে তল্লাশিও শুরু করেছে পুলিশ। যদিও ওই ভিডিওর সততা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।

পড়ুয়াদের বাঁচাতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু

ইসলামপুর, ৬ জুলাই : দুটি প্রাণ বাঁচিয়ে নিজেই তলিয়ে গেলেন শিবশংকর। গোয়ালপোখর থানার ডোহাপাড়ায় জলে ডুবে মৃত্যু হল শিবশংকর দাসের (৪৫)। প্রাণ হারিয়েছে রাজ মণ্ডল (১০) নামে এক স্কুল পড়ুয়াও। শনিবারের ঘটনা। গোঁসাইভিটা প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ছিল রাজ। শিবশংকর পেশায় ভুটভুটিচালক ছিলেন। দুজনকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয় এবং পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ডোহাপাড়ার পাঁচ শিশু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। তাদের মধ্যে তিনজন রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে নেমে পড়ে। জলের স্রোত বেশি ছিল, তখন নিজেদের সামলাতে না পেরে ডুবতে শুরু করে তারা। ভয়ে বাকি দুই শিশু চিৎকার করতে করতে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করে। সেইসময় ভুটভুটি নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে বাড়ি ফিরছিলেন শিবশংকর। বিষয়টি নজরে আসতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। দুই পড়ুয়াকে উদ্ধার করতে সক্ষমও হন। পরে রাজকে জল থেকে তুলতে গিয়ে তিনি নিজে তলিয়ে যান। গ্রামবাসীর আক্ষেপ, 'খবর পেয়ে ওদের উদ্ধার করতে গেলেও ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে অনেকটা।'

শিবশংকরের দিদি মমতা কর্মকার হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমার ভাই সাঁতার জানত না। খাবার খেতে বাড়ি ফিরছিল। অন্যের জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজেই চলে গেল। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না ও নেই।' শোকের ছায়া রাজের পরিবারেও। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ ইসলামপুর হাসপাতালে পৌঁছে সকলের সঙ্গে কথা বলেছে।

ভোটের ফল বিশ্লেষণ পদ্মর

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে চা বাগানের পাশাপাশি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ নজর দিতে চলেছে বিজেপি। শনিবার দলীয় কার্যালয়ে লোকসভা ভোটের পর্যালোচনা বৈঠকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। দার্জিলিং কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী জিতলেও বিজেপির ভোট কমেছে চোপড়া, ফাঁসিদেওয়া এবং চটেরহাটের মতো বেশ কয়েকটি এলাকায়। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন আদিবাসীদের একটা বড় অংশ। ফলে পাঁচ বছরের আগের ব্যবধান ধরে রাখতে পারেননি বিস্ট। এদিনের বৈঠকে সাংসদ রাজু বিস্ট, দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, প্রতিটি বিধানসভার ইনচার্জ ও মণ্ডল সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মণ্ডলভিত্তিক ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় এদিন। সেখানেই একাধিক বুথে এজেন্ট বসাতে না পারা, ভোট চলাকালীন কিছু বুথ থেকে এজেন্টের বেরিয়ে যাওয়ার মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। এসবের পেছনে কী কারণ রয়েছে, এদিন তা জানতে চাওয়া হয় মণ্ডল সভাপতিদের কাছ থেকে। এই প্রবণতা বজায় থাকলে ২০২১ সালের ফল যে ধরে রাখা যাবে না, তা স্পষ্ট করে দেন বিস্ট।

নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর নির্দেশ, '২০২৬-এর লক্ষ্যে এখন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। চা বাগানের পাশাপাশি বিশেষ নজর দিতে হবে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায়।' দলের সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা অবশ্য জানিয়েছেন, সাংগঠনিক নানা বিষয়ে আলোচনা হল। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে আগামী কর্মসূচি নেওয়া হবে।

হেপাজতে গৌতম, দায়িত্ব নিয়ে চর্চা

বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছে জমি কেলেঙ্কারি

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই : জমি কেলেঙ্কারিতে ধৃত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল নেতা গৌতম গোস্বামীকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। এই মামলায় আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক। তিনিও বর্তমানে পুলিশ হেপাজতে। দলের দুই শীর্ষ নেতা গারদে বন্দি থাকায় সেখানে ছন্নছাড়া অবস্থা তৃণমূলের। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা আসলে দলের জন্য বুমেরাং হয়ে উঠল বলেই মনে করছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের একাংশ।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি একসময় খাসতালুক ছিল গৌতম দেবের। পরপর দু'বার এখান থেকে জিতেই মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। বিপর্যয় ঘটে ২১-এর বিধানসভা ভোটে। ঘাসফুলের বাগানে পদ্ম ফুটিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন শিখা চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়ায় নবান্নের নজরে পড়েন দেবাশিস প্রামাণিক ও গৌতম গোস্বামী। তৃণমূলেরই একটা অংশ বলছে, জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হলে আরও অনেকের নাম উঠে আসবে। সেক্ষেত্রে ঠগ বাছতে গা উজাড় হওয়ার জোগাড় হতে পারে তৃণমূলের।

এলাকাটি জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে হলেও সেখানকার তৃণমূল জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বরাবরাই দাবি করেছেন, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি গৌতমদা (পড়তে হবে গৌতম দেব) দেখেন।' এমনকি লোকসভা ভোটে ওই ব্লকে দলের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা চাইলে তিনি গৌতমের ঘাড়েই সবটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। গৌতম গোস্বামী গ্রেপ্তার হওয়ার পর দলের ভবিষ্যৎ কী জানতে চাইলে গৌতম ও মহুয়া দুজনেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর সবটা ছেড়ে দিয়েছেন।

এদিন সকালে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে গৌতম গোস্বামীকে জলপাইগুড়ি আদালতে নিয়ে আসা হয়। পুলিশের গাড়ি থেকে নামার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গৌতম বলেন, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে রাজনীতি করতে এসেছিলাম মানুষের সেবার জন্য। প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রীর ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। আশা করছি, ন্যায্য বিচার পাব।' আদালত সূত্রে খবর, গৌতমের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৭, ৩৮৪ ৩০৭ জামিন অযোগ্য ধারা সহ মোট ছয়টি ধারায় মামলা রয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বাইরে গৌতম গোস্বামী। শনিবার।

রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে ব্লক সভাপতি দেবাশিসকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল। ব্লক সহ সভাপতি গৌতমের ভাগ্যেও একই 'শাস্তি' ঝুলছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। দুজনকে ছেঁটে ফেললে দল কাকে দায়িত্ব দেবে তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। উঠে আসছে দেবাশিস-ঘনিষ্ঠ এক শ্রমিক নেতার নাম। কিন্তু জমির কারবারে তার নামই জড়িয়েছে সব থেকে বেশি। ডাবগ্রাম-২ অঞ্চলের এক নেতা বলছেন, 'ওই নেতাকে দায়িত্বে আনা মানে বকলমে দেবাশিসকেই দায়িত্বে রাখা।' এক শিক্ষক নেতাও সভাপতির দৌড়ে রয়েছেন বলে জল্পনা ভাসছে। একটি অংশের দাবি, যুব সংগঠনের দায়িত্বে থাকলেও এই নেতা সেভাবে সংগঠন বিস্তার করতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধেও জমির কারবারের অভিযোগ কম নয়। আলোচনায় রয়েছেন জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায়ও। তবে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির মতো বিতর্কিত এলাকা মনীষা কতটা সামলাতে পারবেন সেটা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কোপে পড়ার ভয়ে কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না। তবে ব্লকস্তরের এক পদাধিকারী বলছেন, 'দেবাশিসদা গ্রেপ্তার হওয়ার পর দলে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার এই মুহূর্তে কেউ নেই। অনেকের নাম ভাসছে শুনছি। কিন্তু জমির কারবার থেকে তারা যেভাবে কামিয়েছে, তাতে তাদের দায়িত্ব দেওয়ার কোনও মানে হয় না।'

লোকসভা ভোটের পর তৃণমূলের এখন লক্ষ্য '২৬-এর বিধানসভা ভোট। সেখানে দলের প্রার্থী কে হবে, তা চূড়ান্ত হতে অনেক দেরি থাকলেও বকলমে তা যে গৌতম দেবের হাতেই থাকবে তা খানিক স্পষ্ট। ফলে একদিকে বিজেপির কাঁটা, অন্যদিকে দলের মধ্যে জমি কাণ্ডের বিড়ম্বনা এড়িয়ে দলকে সেখানে সাফল্য এনে দেওয়া গৌতম দেবের কাছে আরও কঠিন হবে বলেই মনে করছে দলের নীচুতলার নেতারা।

চটহাটে বধূকে মারধর

ফাঁসিদেওয়া, ৬ জুলাই : বাড়ির অমতে বিয়ে করায় শ্বশুরবাড়িতে চরম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলেন এক বধূ! এমন অভিযোগে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটে চাঞ্চল্য ছড়াল। যদিও শেষ অবধি রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন শ্বশুরবাড়ির লোকজনের চাপে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের থেকে নিগৃহীতার পরিবারকে পিছু হটতে হয়েছে বলে খবর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বাড়ির অমতে দিল্লি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। এরপর উভয়কে চটহাটের বাড়িতে ডেকে এনে প্রচণ্ড মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

নিগৃহীতার অভিযোগ, তাঁদের দুজনকেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কয়েকদিন ঘরে দরজা বন্ধ করে মারধর করেন। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের কানেও যায়। শুক্রবার গভীর রাতে ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা তথা চটহাটের ওই বধূকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শনিবার সকালে এব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথা ছিল। কিন্তু ওই বধূর বাপের বাড়ির লোকজন বিকালে হঠাৎই মত বদলে সবাই বাড়ি ফিরে যান। এই খবর লেখা পর্যন্ত এব্যাপারে পুলিশে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতারাও বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে এড়িয়ে গিয়েছেন।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : শনিবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করল বিজেপি। এদিন শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, দলের শিলিগুড়ির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল প্রমুখ। দলীয় নেতা স্বপন মণ্ডলের উদ্যোগে কলেজপাড়ার চিলড্রেন পার্ক সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়েও দিনটি পালন করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে ৫ নম্বর মণ্ডল কমিটি। নিখরচায় দুঃস্থদের শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি ওষুধ দেওয়া হয় বলে জানান মণ্ডল সভাপতি আদিত্য মোদক। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেছে দলের ৪ নম্বর মণ্ডল কমিটি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরও প্রকল্পে অনীহা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৬ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেও চালু হয়নি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। বাকি জায়গায় জমি খুঁজতে নাজেহাল প্রশাসন। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন সভাঘর থেকে পঞ্চায়েতের এই প্রকল্পগুলির বেহাল দশা নিয়ে কড়া ধমক দিয়েছিলেন।

প্রতিটি পঞ্চায়েতে প্রকল্প তৈরিতে কোটি কোটি টাকার অপচয় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। প্রকল্প আধিকারিকদের দায়সারা তদারকি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী তুলোধোনা করেছিলেন। তারপরও নকশালবাড়িতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। এটি চালু করতে প্রশাসনের কোনও হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। অভিযোগ, প্রকল্প আধিকারিকদের তদারকির অভাবে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকল্প চালু করলেও পরে ব্লক বা জেলা প্রশাসন এগুলির দায়িত্ব নেয়নি। ফলে কয়েক মাস চলার পরই তা বন্ধ হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, প্রকল্প চালাতে স্থানীয় বাসিন্দা সহ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত রেটে প্রতি মাসে টাকা আদায় করা হত। কিন্তু সেই টাকা তোলা নিয়েও ওঠে দুর্নীতির অভিযোগ। যার জেরে প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ে।

নকশালবাড়ি ব্লকে মোট ছ'টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এগুলি চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু জমির অভাবে অন্যত্র চালু না হলেও একমাত্র নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিনগরের হুদুভিটায় এক বিঘা জমিতে কয়েক কোটি ব্যয়ে ২০১৯ সালে এই প্রকল্প চালু হয়েছিল। যদিও কয়েক মাস চলার পর এটি মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে বৃষ্টির জল ও আবর্জনায় প্রকল্পের মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। যত্রতত্র জমেছে আবর্জনা। চারদিক ভরেছে আগাছায়।

ব্লকের সব গ্রাম পঞ্চায়েতের আবর্জনা এখানে জমা হত। তা থেকে জৈব সার তৈরির জন্য মেশিনও বসানো হয়। আবর্জনা সংগ্রহে দেওয়া হয় গাড়িও। স্থানীয় বাসিন্দা বাবুরাম ছেত্রী বলেন, 'শুধুমাত্র প্রকল্প উদ্বোধনেই জেলা ও ব্লক কর্তাদের দেখা মিলেছিল। তারপর এনিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি। দায়িত্বপ্রাপ্তরাও নিজ খেয়ালে চালু-বন্ধ করতেন। এজন্যই সবকিছু নষ্ট হয়।' আর এক বাসিন্দা বিজয় রায়ের কথায়, 'পকেটে টাকা ঢুকলেই প্রকল্প চালু হত। টাকা না আসায় বন্ধ হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে প্রকল্পটির এমনই হাল।'

নকশালবাড়ি ব্লক সূত্রে খবর, গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, আপার ও লোয়ার দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে জমির অভাবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হয়নি।

বেহাল দশা

- আধিকারিকদের দায়সারা তদারকি নিয়ে তুলোধোনা করেন মুখ্যমন্ত্রী
- প্রকল্পগুলির দশা নিয়ে কড়া ধমক দেন তিনি
- তারপরও প্রশাসনের হেলদোল নজরে পড়েছে না
- বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে জমির অভাবে তৈরি হয়নি প্রকল্প

ফলে ওই পঞ্চায়েতগুলির আবর্জনা নকশালবাড়িতে আসত। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুসরু মৌজায় গত দু'বছরের বেশি প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজ বন্ধ। স্থানীয়দের বিক্ষোভে প্রশাসন সেখানে জমি নিতে পারেনি। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের রকমজোত সংসদেও একই হাল। এই পরিস্থিতিতে ব্লকের ছয় পঞ্চায়েতের ভরসা নকশালবাড়ির হুদুভিটা। ব্লকজুড়ে এই সমস্যা রয়েছে।

সপ্তাহ দুয়েক আগে নকশালবাড়ির বিডিও অফিসে পর্যালোচনা বৈঠকে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্প চালুর জন্য বিডিওকে জমি খুঁজতে বলেন। এ প্রসঙ্গে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলেন, 'বন্ধ প্রকল্পটি ফের চালুর জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদও চেষ্টা চালাচ্ছে। যেসব পঞ্চায়েতে জমির অভাবে প্রকল্প চালু হয়নি সেখানেও জমি খোঁজা হচ্ছে।'

চোপড়ার বহু বাড়ি জলমগ্ন

চোপড়া, ৬ জুলাই : শুক্রবার রাতের বৃষ্টিতে চোপড়া ব্লকের একাধিক গ্রামে বহু বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শনিবার সকালে চোপড়ার কালাগছ বাজারের গুঞ্জরিয়াগছ প্রাইমারি স্কুলের সামনে একটি বড় পুরোনো গাছ উপড়ে পড়ে রাজ্য সড়ক বন্ধ হয়ে যায়।

যার জেরে দীর্ঘক্ষণ ওই পথে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে বন দপ্তরের চোপড়া রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় গাছটি সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। এদিন দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুগছ গ্রামে বেশ কিছু বাড়ি জলমগ্ন হয়েছে। বাসিন্দারা এলাকায় নিকাশিনালা তৈরির দাবিতে সরব হয়েছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বাবুগছের নিকাশি ও রাস্তার সমস্যা নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। সদর চোপড়ায় গুদরি বাজারে জমা জলে অস্বস্তিতে ক্রেতা-বিক্রেতারা। রবীন্দ্রনগর কলোনিতে মাঝেমধ্যে স্থানীয় ডোক নদীর জল ঢোকায় সমস্যায় পড়ছেন বাসিন্দারা।

৪০টি গোরু উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৬ জুলাই : সবজির আড়ালে লুকিয়ে পাচারের আগেই ৪০টি গোরু উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ২ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত মেহেন্দি হাসান (২৯) এবং মতিয়ার রহমান (৩১) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডির বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে সন্দেহজনক সবজির লরি আটক করে।

তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ৪০টি গোরু। চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার কোনও বৈধ নথি ছিল না। এরপর চালক এবং খালাসি সহ গোরুবোঝাই লরি আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন পাঞ্জিপাড়া থেকে কোচবিহারে গোরু পাচারের কথা স্বীকার করে অভিযুক্তরা। এরপরই পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

পাচারে ব্যবহৃত লরিটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া গোরু পাঠানো হয়েছে খোঁয়াড়ে। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিধাননগরের ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না, তা জানতে তদন্ত করা হচ্ছে।

মদ সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত ডেমডেমা-বেতগাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম জুনি সুব্বা। ফাস্ট ফুডের দোকানের আড়ালে সে মদের ব্যবসা চালাত বলে পুলিশের দাবি।

জানা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরে ওই এলাকায় মুদিখানা ও ফাস্ট ফুডের দোকানের আড়ালে রমরমিয়ে মদের ব্যবসা চলছিল বলে খবর আসছিল পুলিশের কাছে। সেই সূত্রের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

স্কুলের পেছনে জঞ্জালের স্তূপ, বিঘ্ন ক্লাসে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : ক্লাসে প্রবেশ করলে দুর্গন্ধে গা গোলায় খুদে পড়ুয়া থেকে শিক্ষকদের। ক্লাস চলাকালীন সবাইকে নাক ঢেকে রাখতে হয়। ক্লাসরুমের জানলা বন্ধ করে রেখেও লাভ হয় না। কিন্তু এই পরিস্থিতি কেন? পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের এই নরকযন্ত্রণার নেপথ্যে রয়েছে স্কুলের পেছনের 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড'। সেজন্য পুরাতন শিলিগুড়ি ১ নম্বর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে চায় না।

অভিযোগ, পুরকর্মীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে স্কুলের পেছনে ফেলে দিয়ে যান। ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা না করে স্কুলের পেছন দিকটি কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ড বানিয়ে ফেলা হয়েছে। স্কুলের তরফে বিষয়টি নানা মহলে জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌমিতা মণ্ডল বলেন, 'স্কুলে যে সমস্যা হচ্ছে, তা জানি। ওয়ার্ডের আবর্জনা সংগ্রহ করে অন্য কোথায় নিয়ে এসে রাখা যায়, তার বিকল্প জায়গা খোঁজা হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, স্কুলের পেছনে আবর্জনা ফেলা হলেও তা নিয়মিত তুলে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর জায়গাটিতে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দেওয়া হয়, যাতে কোনও রোগ না ছড়ায়।

স্থানীয়দের ক্ষোভ, এর আগে বাম কাউন্সিলার থাকার সময় থেকে স্কুলের পেছনে আবর্জনা জমা করা হচ্ছে। সেই বিষয়টি স্কুলের তরফে তৎকালীন কাউন্সিলারকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, আবর্জনা তুলে নিয়ে যাওয়ার পরও স্কুলের জানলা ঘেঁষে পড়ে রয়েছে জঞ্জাল। বৃষ্টি হওয়ায় সেগুলো পচে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। স্কুলের পেছনে এভাবে আবর্জনা ফেলায় স্থানীয়রাও ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের কথায়, আর যাই হোক, এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে পড়াশোনা সম্ভব নয়।

স্কুলটিতে ১৫০ জনেরও বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন ৬ জন। বিদ্যালয়ের মোট পাঁচটি ক্লাসঘর রয়েছে। দুর্গন্ধের জন্য তিনটি ঘরে ক্লাস করতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়। মাঝেমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ার জোগাড় হয়ে পড়ে বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। নাকে সবসময়ই রুমাল চাপা দিয়ে রাখতে হয়। খুদে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে যাতে স্কুলের পেছনে নোংরা ফেলা বন্ধ হয়, সেই অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা নীতা দাসের কথায়, 'বর্তমান কাউন্সিলারকে মৌখিকভাবে সমস্যার কথা জানিয়েছি। আশা করছি, শীঘ্রই সমস্যা সুরাহার পথ বের করা হবে।'

পুরাতন শিলিগুড়ি আরআর ১ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনে ছড়ানো নোংরা। শনিবার।

টেকা দায়

- বাম কাউন্সিলারের সময় থেকে স্কুলের পেছনে আবর্জনা ফেলার 'রীতি'
- তৎকালীন কাউন্সিলারকে বলেও কোনও লাভ হয়নি
- এখনও পুরকর্মীরা এসে সেখানে নোংরা ফেলে যান
- দুর্গন্ধের জন্য পড়ুয়ারা স্কুলে অনিয়মিত, জানালেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা

ভারতকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে ক্রিকেটাররা ফিরলেন দেশে। বিশ্বজয়ের প্রেক্ষাপটে উঠে আসতেই পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বসেরা হওয়ার প্রসঙ্গ। রাজনীতি, ধর্ম এবং সিনেমা, তিনটি ক্ষেত্রেই বিশ্বে সাড়া ফেলেছে ভারত। এবার প্রচ্ছদে সেই বিশ্বজয়ের কথা।

১০ গল্প : মানবেন্দ্র সাহা

১১ ধারাবাহিক অলীক পাখি দশম পর্ব
বিপুল দাস
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২ ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পর্ব-৪ : পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তৈমুর খান, দেবারতি ভট্টাচার্য, অমিত কুমার দে, তন্ময় দেব, সুকান্ত মণ্ডল ও কল্যাণ দে
সপ্তাহের সেরা ছবি

বিশ্বজয়

ছবি প্রতীকী।

গান্ধি থেকে সুভাষ

অর্ক ভাদুড়ি

ট্রাফলগার স্কোয়ারের সামনে যুদ্ধবিরোধী বিরাট জমায়েতের সামনে বক্তৃতারত জেরেমি করবিন বলছিলেন, তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। মহাত্মার অহিংসার বাণী করবিন প্রথম শুনেছিলেন স্কুলে পড়ার সময়। তখন থেকেই তিনি গান্ধিতে আকৃষ্ট। বড় হয়ে যখন একটু একটু করে জড়িয়ে পড়লেন ব্রিটেনের লেবার পার্টির রাজনীতিতে, পড়তে শুরু করলেন গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তকদের লেখাপত্র, তখন আরও বেশি করে উপলব্ধি করলেন যে, মহাত্মার অহিংসার আদর্শ আধুনিক বিশ্বের রাজনীতিতে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু তো লেবার পার্টির হয়ে দু'বার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করবিন নন। সমকালীন বিশ্বের আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতার কাছে মহাত্মা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একজন চিন্তক। দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ইকনমিক ফ্রিডম ফাইটার্স বা ইএফএফ। এই দলের নেতা জুলিয়াস মালেমা ছিলেন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) যুব সংগঠনের শীর্ষনেতা। পরে এএনসির নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের প্রেক্ষিতে তিনি দল ছেড়ে দেন। তৈরি করেন নতুন দল ইএফএফ। মালেমাও মনে করেন, গান্ধি সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সাক্ষাৎকারে মালেমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, ঘোষিত মার্কসবাদী হয়েও তিনি কেন গান্ধি অনুরাগী? মালেমা উত্তর দিয়েছিলেন, 'হিংসা এবং যুদ্ধে দীর্ণ পৃথিবীর বুকে সমাজকে আরেকটু সুন্দর করে সাজাতে গান্ধির চিন্তার বিকল্প নেই। ঠিক যেমন এখন, এই একুশ শতকের একমেরু বিশ্বে আরও বেশি করে প্রয়োজন জওহরলাল নেহরুর রাষ্ট্রচিন্তা। প্রয়োজন এমন একটি রাষ্ট্রজোট গড়ে তোলা, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটোর সঙ্গে যেমন থাকবে না, ঠিক তেমনই রাশিয়া-চিনের প্রভাব বলয়ের বাইরেও অবস্থান করবে।'

একটা সময় ছিল, যখন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বসভায় রীতিমতো মর্যাদার আসনেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যখন বিদেশ সফর করতেন, তখন তাঁকে নিয়ে আগ্রহ থাকত তুঙ্গে। রাজপথের দু'ধারে জমায়েত হয়ে বিপুল জনতা তাঁকে অভিনন্দিত করত। আর গান্ধিজির কথা তো একেবারেই স্বতন্ত্র। তিনি যে বিশ্ব রাজনীতিকে কতখানি প্রভাবিত করেছেন, তা নিয়ে এদেশে গণপরিসরে প্রায় কোনও চর্চাই নেই। তাঁর

রাজনীতি

রাজনৈতিক জীবনের সূচনাপর্বের কথা আমরা অনেকেই জানি। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ট্রেনে বৈধ প্রথম শ্রেণির টিকিট থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়। তারপরই অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু করেন গান্ধি। এর বছর তিনেক পরে তিনি আমূল বদলে দেবেন ভারতীয় রাজনীতিকে। তাকে গণসম্পৃক্ত করবেন। শুরু হবে গান্ধি যুগ। ১৯৪৮ সালে সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে তিনি খুন হওয়ার পরেও সেই যুগের অবসান হবে না। কারণ তাঁর প্রভাব আরও বহুদিন থাকবে ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে।

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে গান্ধি যে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, বহু দশক পরে, ১৯৯৪ সালে সেই সংগ্রামের সফল পরিণতি বর্ণবাদ মুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিষ্ঠা। এই সংগ্রামের মুখ্য নায়ক নেলসন ম্যান্ডেলা বিরাটভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন গান্ধির আদর্শে। গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম জাতীয় নায়ক। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। কিংবদন্তি মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার মার্কিন মুলুকে কালো মানুষদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে হাতিয়ার হিসাবে তুলে নিয়েছিলেন গান্ধির আদর্শ। নোবেল পাওয়ার পরও তিনি বলেছেন, মহাত্মার আদর্শ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তানজানিয়ার জুলিয়াস নেইয়েরে, মায়ানমারের আং সান সুকি, ইংল্যান্ডের হোরাস আলেকজান্ডার, ফিলিপিন্সের কার্ডেনাল জেইমে সিনের মতো নেতারা বারবার করে বলেছেন তাঁদের রাজনৈতিক ভাবনায় মহাত্মা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ! পোল্যান্ডে তথাকথিত কমিউনিস্ট শাসন, যা আসলে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পুতুল সরকার, তার পতন ঘটিয়েছিল 'সলিডারিটি' আন্দোলন। গোটা বিশ্ব নাড়িয়ে দেওয়া এই আন্দোলনের নায়ক তথা পরবর্তীকালের পোলিশ প্রেসিডেন্ট লেস ওয়ালেসা বলেছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার নির্মাণ ও বিকাশে মহাত্মার গুরুত্ব অপরিসীম। একটি ছোট্ট তথ্য থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মহাত্মার গুরুত্ব বোঝা যায়, ভারতের বাইরে ৭০টির কাছাকাছি দেশে তাঁর মূর্তি রয়েছে।

শুধু তো মহাত্মা গান্ধি নন। আরও একঝাঁক ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা গোটা বিশ্বকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছেন, প্রভাবিত করেছেন। জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, ইন্দিরা গান্ধি তো বটেই, এছাড়াও একটি পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, যাঁর আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সুভাষচন্দ্র যতদিন ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তিনি তেমন কোনও বড় নাম ছিলেন না। যদিও বিক্ষিপ্তভাবে তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কুশীলবদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। 'রেড ভিয়েনার' হাউজিং প্রকল্পের রূপকারদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠলেন প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। জার্মানিতে তাঁর প্রভাব ছিল সীমিত। কিন্তু জাপান সহ এশিয়ার রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জাপানে কেবল আমলাতন্ত্র বা শাসকরাই নন, 'সুভাষচন্দ্র বোসে'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন আপামর জনসাধারণ। ভবানীপুরের বসু পরিবারের ছেলে বার্মার বিস্তীর্ণ অংশ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করেছিলেন, আন্দামান নিকোবরে স্বাধীনতার পতাকা তুলেছিলেন তো বটেই, হয়ে উঠেছিলেন সূর্য না ডোবা ব্রিটিশ শাসকের পয়লা নম্বর শত্রু। সংক্ষিপ্ত একটি সময়ে যখন ইটালি, জার্মানির পর জাপানও আত্মসমর্পণ করেছে, তখন ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিরোধী শক্তি ছিল সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজ। এ খুব কম কথা নয়!

এরপর দশের পাতায়

বলিউডের বিজয়গাথা

প্রতীক

গতবছর জুবিলি নামের এক ওয়েব সিরিজে গত শতকের পাঁচের দশকের মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে সত্যাশ্রয়ী গল্প ফাঁদা হয়েছিল। সেই প্লট অনুযায়ী, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতে কমিউনিস্ট প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্যে বম্বের সিনেমা জগতের একটা অংশকে অর্থের জোগান দিত। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারও তাতে মদত দিত।

সেই প্রকল্পে সায় না দেওয়ায় অন্য এক অংশের ছবির গান অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বাজানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারই মোকাবিলায় সেই অংশের তরফে মার্কিনি সহায়তায় রেডিও সিলোন থেকে হিন্দি ছবির গান বাজানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই কাহিনীর কতটা সত্যি কতটা মিথ্যা তা নিয়ে আলোচনা করার মানে হয় না, কারণ নির্মাতারা প্রথমেই হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন পর্দায় 'সব চরিত্র কাল্পনিক' জাতীয় বিবৃতি দিয়ে। কিন্তু শাস্ত্রে জল থেকে দুধ আলাদা করে খাওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন যে রাজহাঁসের কথা আছে, আমরা যদি তেমন করে এই গপ্পোটাকে দেখি, তাহলে বুঝতে পারব– সদ্যস্বাধীন ভারতের হিন্দি ছবির আন্তর্জাতিক আবেদন ছিল। সেই আবেদন আজও অনেকের বুকে জ্বালা ধরায়। 'সফট পাওয়ার' কথাটা ইদানীং খুব ব্যবহৃত হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায়। স্বাধীন ভারতের সফট পাওয়ার কিন্তু প্রথম থেকেই সবচেয়ে বেশি বলিউডি ছবিতেই (বলিউড নামটা অবশ্য অনেক পরে এসেছে)।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এবং ভারতীয়দের মধ্যে বিরল রঙের চোখের মণির অধিকারী রাজ কাপুরের ছবি যে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবল জনপ্রিয় ছিল তা সর্বজনবিদিত। আওয়ারা (১৯৫১) দিনের পর দিন মস্কোর সিনেমা হলে হাউসফুল হত এবং রাজকে দেখতে প্রায় মারামারি লেগে যেত– এরকম একাধিক জবানবন্দি পাওয়া যায়। শ্রী ৪২০ (১৯৫৫) ছবিতে মুকেশের কণ্ঠে রাজের ঠোঁটে 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি/ইয়ে পাতলুন ইংলিশস্তানী/ সর পে লাল টোপি রুশি/ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানী' যতখানি নেহরুর ভারতের জোটনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিকতাবাদের ঘোষণা, ততটাই আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা। কমিউনিস্ট রাশিয়ায় রাজের বিপুল ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কারণেই নেহরুর মৃত্যুর ছ'বছর পরেও মেরা নাম জোকার (১৯৭০) ছবির জন্য একগুচ্ছ রুশ অভিনেতা, অভিনেত্রীকে রাজ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান লেনিন শিল্পমাধ্যম হিসাবে সিনেমার অমিত শক্তি বিলক্ষণ বুঝতেন। সেই কারণেই সদ্যোজাত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র টানাটানির সংসারেও সের্গেই আইজেনস্টাইনের ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। অনেকটা বামমনস্ক নেহরুও সিনেমার শক্তি বুঝতেন। সেই সময়কার বম্বের তিন প্রধান তারকা– রাজ, দিলীপকুমার আর দেব আনন্দ– নেহরুর প্রিয়পাত্র ছিলেন।

আজকাল পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে বাংলা জাতীয়তাবাদের হুংকার শোনা যাচ্ছে। সেই জাতীয়তাবাদীরা যুগপৎ আফসোস এবং অভিযোগ করেন যে, নেহরু তথা কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই হিন্দি ছবি গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক বাজার পেয়েছে, বাংলা ছবি পায়নি। কথাটার মধ্যে কিছু সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে, তবে ভুললে চলবে না যে, বাংলা ছবি কিন্তু নিজগুণে আন্তর্জাতিক বাজার না হোক, বিস্তর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে

সিনেমা

একসময়। সত্যজিৎ রায় আর মৃণাল সেনের ছবি বিদেশের বিভিন্ন ফিল্মোৎসবে সমাদৃত ও পুরস্কৃত হয়েছে। উত্তমকুমার হিন্দি ছবি করতে গিয়ে মোটেই সফল হননি, কিন্তু নায়ক (১৯৬৬) ছবিতে অভিনয়ের জন্য আন্তর্জাতিক প্রশংসা পেয়েছেন। জীবদ্দশায় প্রাপ্য সম্মান না পাওয়া ঋত্বিক ঘটকের ছবি যত দিন যাচ্ছে তত বেশি করে আলোচিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। বিখ্যাত ফিল্ম পত্রিকা সাইট অ্যান্ড সাউন্ড এখনও ঋত্বিকের ছবি নিয়ে আলোচনা প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশ্বজয় করার নানা পথ আছে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেলেই সব পথ বন্ধ হয়ে যায় না। বিশেষ করে সিনেমার ক্ষেত্রে, যার নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষা দিয়ে পৃথিবীর যে কোনও দেশের দর্শককেই মোহিত করা সম্ভব, সিনেমার সংলাপের ভাষা সে বুঝুক আর না-ই বুঝুক।

যেমন বারাক ওবামা হিন্দি জানেন না, কিন্তু শাহরুখ খানের দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে ছবি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, তার সংলাপ মার্কিন রাষ্ট্রপতি থাকার সময়ে তাঁর কানেও পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি (বা তাঁর বক্তৃতালেখকরা) জানতেন যে, ভারত সফরে এসে শাহরুখের সংলাপ বললে বড় অংশের ভারতীয়কে মুগ্ধ করে দেওয়া যাবে। নিঃসন্দেহে বলিউড ছবির দৌড় অতদূর হওয়ার পিছনে একটা কারণ অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দিভাষীদের আধিক্য। নয়ের দশক থেকে দেখা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বলিউড তাঁদের কথা মাথায় রেখেই ছবি করেছে। শাহরুখেরই একাধিক ছবি আছে যার প্রধান পাত্রপাত্রীরা অনাবাসী ভারতীয়। শাহরুখের ঘনিষ্ঠ বন্ধু করণ জোহর প্রায় আলাদা জঁরই বানিয়ে ফেলেছিলেন অনাবাসী ভারতীয়দের দিকে মুখ করে থাকা ছবির। তা বলে একথা ভাবলে ভুল হবে যে, বম্বের ছবি কেবল বিদেশবাসী ভারতীয়রাই দেখেন। আমার এক সুইৎজারল্যান্ডবাসী বন্ধু গতবছর অ্যাটলি নির্দেশিত শাহরুখের জওয়ান দেখতে গিয়ে ও দেশের আফগান, শ্রীলঙ্কান বাসিন্দাদেরও দেখা পেয়েছিল। তারা তবু এই উপমহাদেশের লোক। ইউরোপ, আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা অনেকেই হলে হিন্দি ছবি দেখতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গদেরও দেখা পায়।

সিনেমা সীমান্ত তো বটেই, রাজনৈতিক বৈরিতার বেড়াও যে টপকাতে পারে তার প্রমাণ পাকিস্তানে হিন্দি ছবির জনপ্রিয়তা। নয়ের দশকে যখন ভারত-পাক সম্পর্ক আজকের মতো এত খারাপ হয়নি, তখন পাকিস্তানিরা ভারতীয়দের সঙ্গে রসিকতা করত – শচীন তেন্ডুলকার আর মাধুরী দীক্ষিতকে দিয়ে দাও। আমরা কাশ্মীরের দাবি ছেড়ে দেব। এক দশক আগেও তো পাকিস্তানের ফওয়াদ খান, মাহিরা খানরা বলিউডি ছবিতে অভিনয় করে গিয়েছেন। মাহিরা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তাঁর মা যখন জানতে পারেন মাহিরা একটা ছবিতে (রঈস, ২০১৭) শাহরুখের নায়িকা হচ্ছেন তখন তিনি এমন আচরণ করেছিলেন যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন। মাহিরা রসিকতা করে বলেছিলেন – মা এমন করল, মনে হল, আমি যে পাকিস্তানের একজন নামকরা নায়িকা সেটা যেন কিছুই না।

তবে হিন্দি ছবি কতরকম মানুষকে জয় করতে পারে সে সম্পর্কে চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার এক অগ্রজ সাংবাদিকের। বেজিং অলিম্পিক কভার করতে গিয়ে যে অল্পবয়সি চিনা স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, তারা চোস্ত ইংরেজি বলতে পারত না। আবার এই সাংবাদিক মোটেই চিনা ভাষা জানেন না। কিন্তু ওই ছেলেমেয়েরা তাঁর সঙ্গে শাহরুখের ছবি নিয়ে গল্প করত।

এরপর দশের পাতায়

মনোরাজ্যের নক্ষত্র

পীযূষ আশ

মার্কিন সাংবাদিকদের কাছে একটি অপরিচিত নাম - স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো ধর্মমহাসভার আগে আমেরিকার সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল স্বামীজি সম্পর্কে। তাতে কোথাও লেখা 'স্বামী বিরকানন্দ', কোথাও 'বিবি কানাউদা', কোথাও আবার শুধুই হিন্দু সাধু বা রাজা।

এরপর সেই বিশেষ দিন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩। 'দ্য কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন'-এর ধর্মমহাসভার সূচনা। সভাপতি কার্ডিনাল গিবনস শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসীর। তাঁর পরনে উজ্জ্বল কমলা পোশাক। মাথায় পাগড়ি। দৃপ্ত কণ্ঠে সেই সন্ন্যাসী শুরু করলেন, 'হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ'। এইটুকু বলে মিনিট কয়েক থামতে হল। অধিবেশন কক্ষে করতালির ঝড়। ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর —অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বামীজি। কোথাও তাঁর বক্তৃতা পূর্বনির্ধারিত, কোথাও নয়। কিন্তু যেখানে তিনি, সেখানেই শ্রোতাদের ভিড়। স্বামীজির বক্তৃতা-অধিবেশনে প্রবেশের জন্য লম্বা লাইন। নড়েচড়ে বসল আমেরিকার প্রেস। 'সাইক্লোনিক মঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'র নাম নিয়ে আর বানান বৈচিত্র্যের সাহস করেনি বিশেষ কেউ।

ধর্ম

শিকাগো ধর্মমহাসভা শুধু আমেরিকার ধর্মনেতাদের মঞ্চ ছিল না। তাতে উপস্থিত গোটা বিশ্ব থেকে ধর্ম-জগতের প্রতিনিধিরা। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ— সকলেই। সে যুগে পশ্চিম থেকে মিশনারিরা আসতেন ভারতে। আমেরিকার মানুষ মিশনারিদের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মপ্রচার গিয়ে দাঁড়াত ধর্মান্তরে। মার্কিনরা এতে কোনও ভুল দেখত না। ভারতীয় হিদেনদের নিয়ে রকমারি গল্প চালু ছিল। তারা পুতুলপুজো করে, তারা কুমিরের মুখে সন্তানকে ছুড়ে দেয়। মিশনারিরা যদি এমন জাতিকে খ্রিস্টধর্মের আলোয় আলোকিত করে, ক্ষতি কী? চালু এই ধারণাতেই আঘাত করলেন স্বামীজি। তুলে ধরলেন হিন্দুধর্মের স্বরূপ। প্রাচ্য নারী, ধর্মীয় ঐক্য, বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের সম্পর্ক— এমন নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। মিশনারিরা ভারতীয়দের জন্য কী করতে পারেন, আর কী করেন, বক্তৃতায় তুলে আনলেন সেই কথাও। শোরগোল পড়ে গেল। শুরু হল আলাপ-আলোচনা-বিতর্ক। আমেরিকার মাটিতেই মিশনারিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। স্বামীজির বিরুদ্ধাচারণও শুরু হল স্বাভাবিকভাবে। তিনি অবশ্য দৃকপাত করলেন না। সুবিশাল আমেরিকা ভূখণ্ডের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে দিতে থাকলেন বেদান্তের বার্তা। আমেরিকার ধনী, দরিদ্র, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সাহিত্যিক — সমাজের সব শ্রেণির মানুষ স্বামীজির মাধ্যমে পরিচিত হতে থাকলেন নতুন এক ভারতের সঙ্গে। ভারত বিশ্বজয়ী হল। পরের চারটি বছর স্বামী বিবেকানন্দ ঘুরে বেড়ালেন ইংল্যান্ড-আমেরিকায়। বিশ্বজয়ীর মতোই।

বিশ্বজয় সহজ নয়। ধর্ম কিংবা বিজ্ঞান, সাহিত্য কিংবা ক্রীড়া — আড়ালে থাকে দীর্ঘ এক অধ্যায়। আমরা কখনও তাকে বলি অনুশীলন, কখনও অনুপ্রেরণা, কখনও আবার লড়াই-চ্যালেঞ্জ। নেপথ্যে থাকা দীর্ঘ অধ্যায়ের কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থেকে যায় অজানা। হিমশৈলের নিমজ্জিত বৃহদাকায় অদৃশ্য অংশের মতো।

খুব যে আটঘাট বেঁধে স্বামীজি আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তা নয়। তিনি ভারত পরিক্রমা করছিলেন। ধর্মমহাসভার খবর পেয়ে দক্ষিণের ভক্তরা চাঁদা তুলে তাঁকে আমেরিকা পাঠান। খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ সহায়তা করেন।

এরপর দশের পাতায়

পরানের গান

মানবেন্দ্র সাহা
আঁকা : অভি

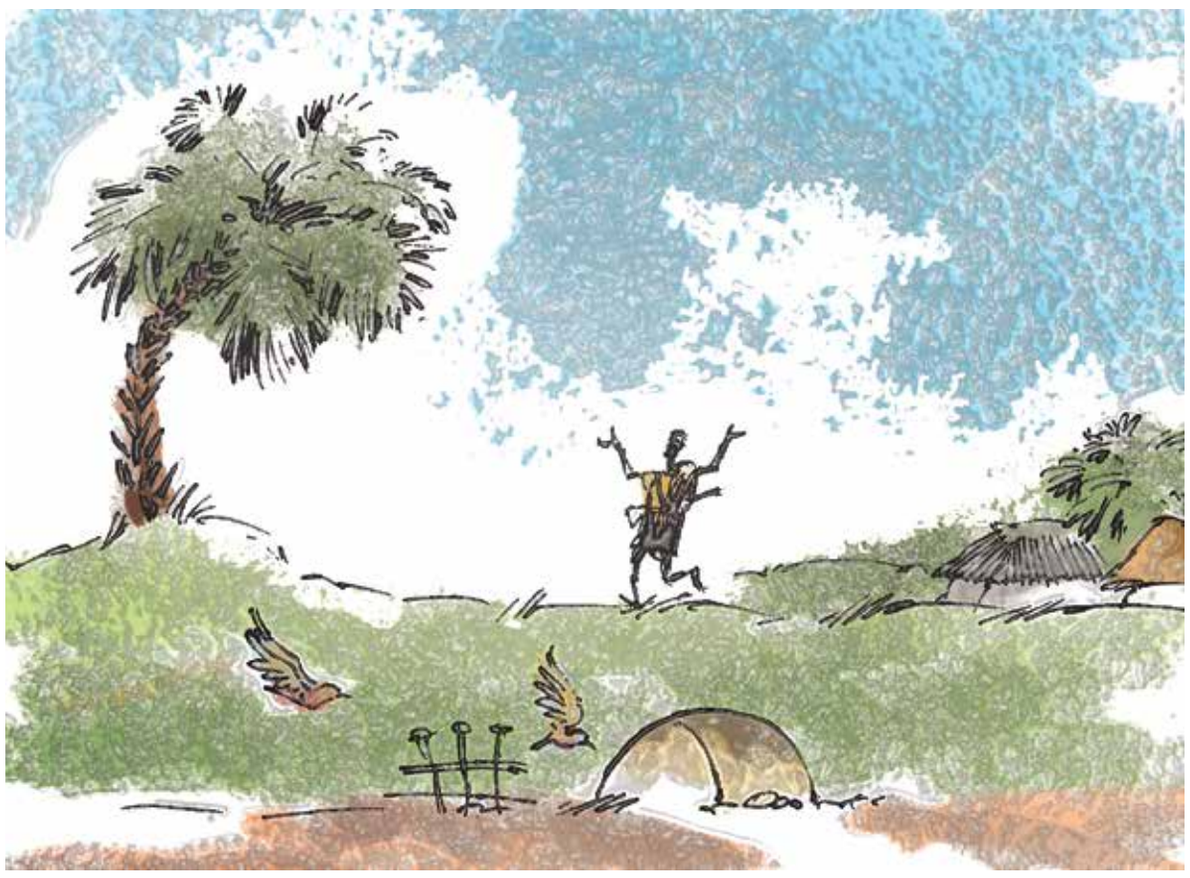

ছোটগল্প

‘কই যাও পরানদা!’

পরান নীচু হয়ে চটির ফিতা ঠিক করতে করতে বলে, ‘হালার চটির ফিতা ছিড়া গেল!’

‘সে তো বুজলাম! তা যাও কই? চটি যখন পিন্দিছো তয় দূরে কোথাও যাও বুঝি?’ ভোগনারায়ণ শুধায়।

পরান সোজা উঠে দাঁড়ায়। একটা সেফটিপিন দিয়ে চটির সঙ্গে ফিতা এঁটে নিয়েছে। পায়ে একটু খোঁচা খোঁচা লাগে, তা লাগুক কিন্তু তাকে যে যেতেই হবে।

পরান ফোকলা মুখে হাসে, ‘জানো না বুঝি কনে যাই - রাজার পিয়াদার ডাক পড়িছে - তারে গান হুনাইতে হব, তার নাহি মন ভালা নাই!’

ভোগনারায়ণ উৎসুক হয়ে বলল, ‘নয়্যা কিছু গান বান্দিছো, না পুরানগুলাই হুনাইবা?’

‘হালা আমার মাথাখান মেশিন নাহি? রোজ রোজ লতুন গান বান্ধা যায়? পুরানগুলাই একটু এদিক ওদিক কইর্যা হুনায়া দেব নে।’ বলে হাসে পরান।

‘হ্যাঁ যাও যাও - ফিরবার সময় একখানা ভালা দেইখ্যা চটি পাল্টি করি নিও’, খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে ভোগনারায়ণ আলপথ ছেড়ে জমিতে নেমে যায়।

ভোগনারায়ণ সম্পন্ন চাষি। সকাল বিকাল জমিতে যায় দেখতে কোন ধানের বুকে কতটা দুধে ভরল, কোন গাছে কী পোকা লেগেছে। এবার এক লপ্তের পাঁচ বিঘা জমিতে এক বিশেষ ধরনের বীজধান লাগিয়েছে। এই ধানের দামও যেমন ভালো পাওয়া যাবে, সোয়াদও তেমন মরি মরি। কিন্তু একটু তোয়াজ করে গাছকে বড় করতে হয়। মহাজন বলেছিল, ‘বুঝলানি এ যুগের পোলাপানদের যেমন একটু তোয়াজে রাখতে হয় - এই ধানও তেমনি।’

ভোগনারায়ণের মনে কু-ডাকে। গাছগুলো যেমন ফানফানিয়ে উঠেছে, তাতে চোখের শোভার জন্য ভালো কিন্তু এই সুন্দরী রূপ যে কতটা ভালো তা বলা মুশকিল। সব সুন্দরী যে বন্ধ্যা নয় এটা জানা সত্ত্বেও ভোগনারায়ণের বুক কাঁপে। একগুচ্ছ ধানের শীষ থেকে ধান ছিঁড়ে নিয়ে কেঠো হাত দিয়ে চেপে ধরে বোঝার চেষ্টা করে এর বুকে কতটা মধু জমেছে। কেমন যেন শুকনো শুকনো ঠেকে - মন সায় দেয় না। জমিতে জল, লাঙ্গল আর ওষুধ কোনও কিছুই তো কম দেওয়া হয়নি, বরং এই নতুন ধানের বীজের জন্য একটু বেশি খাতিরদারি করছে। আর কত তোয়াজ করবে? এর বেশি কিছু তোয়াজ করার উপায় ভোগনারায়ণের জানা নেই। তবুও ভাবতে থাকে কিছু একটা করা যায় কি না।

দুই

পরানের হাঁটতে হাঁটতে একটু হাঁফ ধরে। গায়ের আলোয়ানটা জড়ো করে কাঁধের উপর রাখে। পিঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা দোতারা একবার কাঁধ বদলে নেয়। হাঁটতেও তেমন স্বস্তি হচ্ছে না, চটির সেফটিপিন বড় জ্বালাচ্ছে। কার্তিক মাসের মিঠে রোদ চরাচর ধুয়ে দিচ্ছে। গাছপালা ফসল সব নিয়ে মাঠ সবুজ কার্পেট হয়ে আছে। এই মায়াময় জগৎ ছেড়ে একদিন ওকে চলে যেতে হবে। সেই কোন কালে বাউন্ডুলে হয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে। কত জায়গা থেকে কত গান সংগ্রহ করেছে, আজ আর সেসব তেমন মনেও নেই। এই পড়ন্ত বেলায় শুধুমাত্র অভ্যাসের কারণে এখানে ওখানে গান গেয়ে বেড়ায়। বাড়িতে বাতে পঙ্গু বৌটাকে রেখে বেড়ানোর নেশা এখনও গেল না। এই মাধুকরির জীবন বেছে নিয়েছে। এই করে যা কিছু উপার্জন হয় তাই দিয়ে দুজনে ভাতে ভাত সিদ্ধ কখনও বা একটু কুচো মাছের বন্দোবস্ত হয়। এই জীবনই কী চেয়েছিল! উত্তরের আকাশজুড়ে একপাল বককে উড়ে যেতে দেখল। ভাগ্যিস বৌটা সত্যি বাঁজা বেরিয়েছে। না হলে এই বুড়ো বয়সে সন্তানের প্রতিপালন যে কীভাবে করত সেটা ভেবেই আকুল হয়ে পড়ে। এই পচা বৌটাও যেদিন চলে যাবে সেদিন ওর কী হবে? পরান দু’হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে প্রণাম করে বিড়বিড় করে ওঠে, ‘ওরে ও জীবন রে ছাড়িয়া না যাও মোরে / তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে আদর করবে কে আমারে...।’ পরানের গহিন বুকে একটা কান্নার দলা আটকে যায়।

পরানকে দেখে সবাই উল্লাসে ভেঙে পড়ে। আজ খেলা জমবে। খেলার আয়োজন উপকরণ সব প্রস্তুত। এখন যে কোনও কাজকেই এরা খেলা বলে মনে করে। করিম ভাই পরান কাকাকে এত্তেলা দিয়েছে, গান শোনাতে হবে। পরান কাকার গান শুনলে করিমের মনমেজাজ ভালো হয়ে যায়। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে পুকুরের ধারে একটা টঙের ঘর। সেখানে করিম ভাই সবার অভাব অভিযোগ শোনে, কার বাড়িতে কীসের অভাব, কার সন্তানের রোজগার নেই, এসব সমস্যার বন্দোবস্ত করে দেওয়া করিম ভাইয়ের খুব পছন্দ। করিমের অনেক ক্ষমতা। এই অঞ্চলের সমস্ত ভালোমন্দের সঙ্গে ও জড়িয়ে থাকে। ক’দিন ধরেই করিমের মন ভালো নেই, তাই তার সমস্যায় তার সাগরেদরা তৎপর হয়ে ওঠে, তার মন ভালো করার জন্য। এরকম সমস্যার হাতে গরম সমাধান আর কেইবা করতে পারে। তাই ডাকো পরান চাচাকে। পরান চাচার গান করিম ভাই খুব ভালোবাসে। এই সময় তার গানই করিম ভাইকে ঠিক করতে পারবে বলে তার সাগরেদদের বিশ্বাস। ক’দিন আগেই তার পেয়ারের পাত্রী সুলেখা এই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে অন্য কোথাও ঘর বসিয়েছে, তাতেই করিম ভাইয়ের মন বিগড়ে আছে।

করিম ভাইয়ের সাগরেদরা ধেইধেই করে নাচতে থাকে। কানু বলল, ‘এবার কাকা একখান গান ধইরা ফ্যালো।’

‘বাবুরে গান ধইরবার আর মন চায় না, চারদিকে যা সব হুনি - খালি দুক্ষু আর দুক্ষু’, পরান কাকা করিম ভাইয়ের কথাটা জানে, তার দুঃখের উপর একটা হালকা প্রলেপ দেবার চেষ্টা করে। তাই পরান কাকা বলে, -‘দ্যাশে কি মাইয়ার অভাব আছে নাহি? একটা গেইছে আর একটা আইতে কতটুকু সময় লাগব? তুমি হইলা গিয়া মাতব্বর মানুষ, তোমার কি আর কইন্যার অভাব হব?’ এই সমস্ত কথাতেও করিম ভাইয়ের মন নরম হয় না। ফ্যালফ্যাল করে পরান কাকার দিকে তাকিয়ে থাকে। পরান জানে এ রোগের নাম ভালোবাসার রোগ। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর কথা বাড়ায় না।

পরান এবার গলা কেশে নিয়ে গান ধরল, ‘বন্ধু আমার রসিয়া / খাটের উপর বসিয়া / একখানা গান বানাইছে / হায়রে বন্ধু আমার রসিয়া ...।’ করিমের সাগরেদদের মধ্যে কানু ভালো ঢোলক বাজায়। ও গানের তালে তালে ঢোলক বাজাতে থাকে। পরান দোতারা বাজাতে বাজাতে চোখ বন্ধ করে গান করতে থাকে’, ঝিলিক মিলিক পিরান পইরা / এদিক সেদিক চায় / ফাঁকে ঝোঁকে সে আবার / প্রেমের কথা কয় / মুখেতে পান পুরিয়া / ঠোঁট লাল করিয়া / আমারি মন ভুলাইছে / হায় বন্ধু আমার রসিয়া ...।’ সবাই সমস্বরে গেয়ে ওঠে, ‘হায় বন্ধু আমার রসিয়া’, - সঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচতে থাকে।

পরানের যেন আজ গান গেয়ে সুখ হচ্ছে না। থেকে থেকে সেফটিপিনের খোঁচা খাওয়া জায়গায় ব্যথায় টাটিয়ে উঠছে। তবুও পরান করিম ভাইয়ের মান রক্ষার জন্য একে একে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গোয়ালপাড়িয়া গান শোনায়। আজ কোথায় যেন একটু রসের ঘাটতি থেকে যায়। সেসব ব্যাপার স্যাপার ওরা বুঝতে পারে না। তবুও মনটা খচখচানিতে উচাটন হয়ে থাকে। নিজের দুঃখের কথা নিজের গানের সঙ্গে মিলিয়ে গান গাওয়া অনেক দিনের সাধ। করিমের দুঃখ ও টের পায়। নিজেও যখন ফরাসডাঙ্গা থেকে ওর বৌ পারুলকে বিয়ে করে আনে তখন ওর মনে হত পারুলকে না পেলে ও বাঁচবে না। যে বিয়ে হওয়ার কথা নয় সে একমাত্র পারুলের ভালোবাসার কারণেই ওকে পেয়েছিল। ওকে কী দিতে পারল - না কোলে একটা সন্তান, না ভালো কোনও চিকিৎসা, না ভালো একটু খাওয়া-পরা। এখন এগুলো ভাবলে পরানের গলার কাছে নানা দুঃখ-গাথা দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। সেই কথা ভাঙিয়ে ভাঙিয়েই তো গান হয়, আজকে যা মনের গতিক, তাতে ক্ষণেক্ষণে একটা গান মনের কোণ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পরান তাকে আগলমুক্ত করবার জন্য চোখ বন্ধ করে দোতারায় টুংটাং আওয়াজ তোলে। তারপর একটা গান তার কণ্ঠ থেকে বিগলিত হয়ে পড়ে, ‘ছেঁড়া চটি ছেঁড়া মন /কেমনে করিব বর্ণন / পথের শেষে কোথায় যে কী আছে / কেহ কি জানে / গতিক হইলে ভালো কপালের গুনে / করিম ভাইয়ের জন্য দোয়া করো জনে জনে।’ সবাই গানটা উপভোগ করল। করিম ভাইয়ের জন্য গান বেঁধে পরান চাচা সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। এই বাবদ পরান কাকার জন্য একটা নজরানা পাওনা হয়। সে যা চায় তাই পাবে, কিন্তু শুধু শুধু অদরকারি জিনিস নিয়ে কী হবে? কত কিছুই তো তার আছে - এই আশমান, উত্তরের শা-জোয়ান সব বৃক্ষ, নদী, খাল, বিল, হাওড়, দিগন্ত বিস্তৃত ধান, সে সবই তো তার নিজের বলে মনে হয়। যত খুশি চেয়ে দেখো কোনও আপত্তি নেই। মানুষের আর কী চাওয়া পাওয়ার থাকে! এই শেষ বেলায় মায়া বাড়িয়ে কী লাভ? বরং একজোড়া পাদুকা হলেই এখন চলে - হাঁটা ঠিক থাকলেই যে মানুষটা ঠিক আছে এই বোধটা পরানের এতদিনে হয়েছে।

পরান একজোড়া জুতো পরে করিম ভাইয়ের ডেরা থেকে বেরিয়ে পড়ে। জুতো পায়ে যে তুলতুলে আরাম হয় তা অনাস্বাদিত। শুধু সুখ আর সুখ। জীবন ছাড়িয়া গেলে, কে আদর করবে? পরানের চোখে জল চলে আসে। চতুর্দশীর চাঁদ চারিদিকে আলোর বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। এমন একটা গান গেয়ে একজোড়া প্রায় নতুন জুতো পেয়ে গেলে জীবনে আর কী লাগে?

তিন

ভোগনারায়ণ তক্কে তক্কে ছিল পরানদাকে ধরবে বলে। সেসব আর হচ্ছে না, প্রতিদিন সকাল সকাল বেরিয়ে সেই রাতে ফেরে। তার পুরোনো চেনাজানা লোকের বাড়িতে গান শোনাতে যায়। লোককে গান শুনিয়ে তার বড় আনন্দ। এখন আবার আরামের জুতো পরে কাহাকাহা চলে যায় - তার কোনও ঠিকঠিকানা থাকে না। শেষে একদিন বিকালবেলা পরানের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ভোগনারায়ণের।

ভোগনারায়ণ পরানদার ধুতি আর ফতুয়ার সঙ্গে স্নিকার্স শু দেখে একচোট হেসে নেয়। তার পর আসল কথাটা পাড়বার জন্য ভোগনারায়ণ তৈরি হয়। ভোগনারায়ণ ভোগী মানুষ, তার কাজকর্ম চাষাবাদ দেখা, কোন ফসলের বুকে কতখানি দুধ জমল, কোন সবজিতে কী রোগের বাসা বেঁধেছে - তার হালহকিকত জেনে নিদান ঠিক করা। ইদানীং লক্ষ করেছে তার বিধানে তেমন ভালো কাজ হচ্ছে না। ধানের গাছ ফনফনিয়ে উঠলে তাকে থামানো নিদান দেওয়ার পরও সেই গাছের থামাথামির লক্ষণ নেই। দিনকাল পালটাচ্ছে, সেসব অনেককাল থেকে শুনে আসছে, ধান যদি ফলন কমিয়ে দেয়, সবজি যদি রোগে মারা পড়ে তবে মানুষের কী হবে? এই ন্যায্য কথাটা ভোগনারায়ণ খুবই ভাবে। সেসব কথা পরানদাকে খুলে বললে, সে খুব চিন্তায় পড়ে যায়, এ তো খুব সমস্যার কথা। ভোগনারায়ণ কায়দা করে ধান গাছকে গান শোনানোর কথা বলে, তাতে যদি গাছেরা আবার আগের মতো ফসল ফলায়, তাহলে খুবই মঙ্গলের কথা। পরান খুবই বিহ্বল হয়ে পড়ে। তার গানে যদি ধানের বুকে দুধ আসে গাছের শত্রু - মাজরাপোকা, চুঙ্গীপোকা, পামরীপোকা, লেদাপোকা, ঘাস ফড়িং যদি দূরে চলে যায় সে তো বড়ই আনন্দের কথা।

পরান দোতারার তারে টুংটাং করে আওয়াজ তোলে। সেই টুংটাং আওয়াজের সুরে পরানের চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সেই অচেনা সুর দিয়ে যেন সমস্ত চরাচরকে জাগিয়ে তোলার একটা বাসনা জাগে পরানের। সেই সুরের মূর্ছনা খোলা আকাশের নীচে ছড়িয়ে পড়ে। সেই কম্পনে যেন গাছপালা, ধানের শীষ নড়ে ওঠে। শরতের বিকেলে ভোগনারায়ণের জমিতে একটা স্বর্গীয় সুষমা নেমে আসে।

আকাশের উড়ে যাওয়া বক যেন একটু থমকে নীচের দিকে তাকায়। প্রজাপতি, ফড়িংয়েরা নেচে নেচে আনন্দ উৎসব করছে। ভোগনারায়ণ স্পষ্ট দেখতে পায় শরতের মিঠে রোদে পাকা ধানের শীষ থিরথির করে কাঁপছে। যে গান কোনওদিন পরান গায়নি আজ সেই গানই গাছপালাকে শোনাতে হবে।

পরান তবুও সাহসের উপর ভর করে গান ধরে, ‘পরানের কথা কহি তোমারে / দুঃখ নাহি দেহ আমারে / সকলই মানব তোমার / বাঁচিয়া রাখিও দুধে ভাতে সন্তানে / তোমারি পায়ে মোরা কপাল ঠেকাইনু / রসিয়া বাসিয়া রাখো নাম গান যেন পারে / মহিমা কীর্তন তোমারে / শক্তি চাই দেহ তুমি উজাড় করিয়া.../’, পরানের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে নামে। পরানের গান থামে। চড়ুই পাখিরা উড়তে ভুলে গেছে, প্রজাপতিরা সব কোথায় স্থির হয়ে গেল। দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠের মধ্যে দুটো মানুষ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভোগনারায়ণ সুপ্তোত্থিত হয়ে বলল, ‘পরানদা কান্দো ক্যান?’ পরান ধান গাছে শীষের উপর দিয়ে দিগন্ত পানে চেয়ে থেকে বলল, ‘কান্দুম না? আমার গানে জমিতে ফসল ভালো হব, প্রাণীকুল প্রাণে বাঁচব - এ আনন্দ কোথায় রাখি, কও! জেবন তো একটাই, এরম সুখের দিন জেবনে কয়দিন আসে?’ পরান ধান গাছের শীষের উপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ‘বাইচা থাকা যে কী আনন্দের তা কি কমু! এই যে আমি গান হুনাইয়া লোকেরে আনন্দ দেই সে একরকম। আজকে যে গাছেদের গান হুনাইলাম, পষ্ট দেখলাম তারা আনন্দে মাথা দুলাইলো। সে যে কী আনন্দ পাইলাম, সেই কথাটা তোমারে বুঝাইতে পারুম না - তুমি যেখান থিকাই হুইনা আইসো না ক্যান আমারও মনে হয় গানে গাছের ফলন বাড়ে।’ কথাটা কি সত্যি? না বলার জন্য বলা। পরান তার বাঁজা বৌকে কত না গান শোনাল, একটা কানা কী খোঁড়া সন্তানও তার কোলে এল না। মনটা হাহাকার করে ওঠে। হা-ঈশ্বর কী অপরাধ করলাম তোমার থানে? পরান ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ভোগনারায়ণ সান্ত্বনা দেয়, ‘কাইন্দো না পরানদা - ফসল ভালো হইলে তোমারেও তার ভাগ দিমুনে।’

পরান কাঁধে তার দোতারা ঝুলিয়ে নেয়। চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখে, এই আশমান, এই মাঠ আর তার সবুজ ফসল, মাশুরজান হাওড় - সব, সব তার নিজের! না থাক একটা সন্তান, এই ভালো। যন্ত্রণাই তো শিল্পের আঁতুড়ঘর। পরান আলপথ ধরে হাঁটতে থাকে। ভোগনারায়ণ পড়ে রইল পিছনে তার বিষয়-আশয় নিয়ে।

মনোরাজ্যের নক্ষত্র

নয়ের পাতার পর

ধর্মমহাসভা শুরু হওয়ার মাসখানেক আগে শিকাগো পৌঁছে যান স্বামীজি। তাঁর কাছে কোনও আমন্ত্রণপত্র ছিল না। সঠিক খবরাখবর না থাকায় স্বাধীন প্রতিনিধি হিসেবেও তিনি নাম নথিভুক্ত করাতে পারেননি। ফলে ব্যয়বহুল শিকাগোয় এক মাস কাটানোর কোনও পুঁজি তাঁর কাছে ছিল না। তিনি চলে গেলেন বোস্টন। আমেরিকা পৌঁছানোর পর কী অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে, তা স্বামীজির প্রামাণ্য জীবনীগুলিতে লিপিবদ্ধ। এর টুকরো আভাস মেলে তাঁর লেখা এক চিঠিতে। ১৮৯৩ সালে ২০ অগাস্ট আলাসিঙা পেরুমলকে লিখছেন, ‘শত-শতবার মনে হয়েছে, এ দেশ থেকে চলে যাই, ফিরে যাই ভারতে। কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে, উপরন্তু ভগবানের আদেশ পেয়েছি। আমি কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তাঁর চোখ সব দেখতে পাচ্ছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করতে-করতে, আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করে এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছি। ভগবান অনন্তশক্তিমান। আমি জানি তিনি আমায় সাহায্য করবেন।’

সাহায্য এল নানাভাবে, নানাজনের মাধ্যমে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইট পরিচিতিপত্র দিলেন স্বামীজিকে। ধর্মমহাসভাকে লিখলেন, ‘এই মানুষটির পাণ্ডিত্য আমাদের সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তির সমবেত পাণ্ডিত্যের চেয়ে বেশি। এঁর কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া যেন সূর্যকে আলো দেওয়ার অধিকারের জন্য শংসাপত্র দেখাতে বলা’। প্রফেসর রাইট শুধু পরিচিতিপত্র দিলেন না, শিকাগো যাওয়ার ট্রেনের টিকিটও কিনে দিলেন। তাঁর মতো আমেরিকার বেশ কয়েকজন মানুষ, বেশ কিছু পরিবার স্বামীজির ভাবে, ঔদার্যে, ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে দিয়েছেন আতিথ্য, পাথেয় কিংবা অন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

১৯ সেপ্টেম্বর, ধর্মমহাসভার নবম দিনে স্বামীজি দিলেন দীর্ঘ বক্তৃতা। ‘হিন্দুইজম অ্যাজ আ রিলিজিয়ন’। স্বামীজি বললেন, ‘হে মর্ত্যভূমির দেবতারা, তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ। সিংহ হয়ে তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করছো। ভ্রমজ্ঞান দূর করো। তোমরা অমর-আত্মা, মুক্ত-আত্মা — চির আনন্দময়।’ পাশ্চাত্যের

> স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ম্যাক্সিম-গান আবিষ্কারক স্যার হিরাম ম্যাক্সিম লিখেছিলেন, ‘কয়েক বছর আগে শিকাগোতে এক ধর্মমহাসম্মেলন হয়েছিল। ... স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম ভাষণটি ছিল পৃথিবীর সম্মুখে এক সত্যের উদ্‌ঘাটন।’

ধর্মীয় পরিমণ্ডলে মানবজাতির অধোগতি নিয়ে চর্চা চলছিল। বিবেকানন্দ তাতে কুঠারাঘাত করলেন। আবার ঝাঁকুনি খেল আমেরিকা। কেউ স্তব্ধ হয়ে গেল, বেশিরভাগই ফেটে পড়ল উল্লাসে।

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের দিনগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন মেরি লুইস বার্ক। তাঁর গবেষণার অসামান্য ফলশ্রুতি ছয় খণ্ডের ‘Swami Vivekananda in the West : New Discoveries’। বার্ক সংকলিত একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এখানে পেশ করা যাক। যেমন হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত বক্তৃতার পর ‘দ্য শিকাগো ইন্টার ওসান’ ২৩ সেপ্টেম্বরের সংস্করণে লিখেছিল, ‘গতকাল সকালে বিজ্ঞানবিভাগে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিন নম্বর হলটিতে ভিড় উপচে পড়েছিল। মহান সন্ন্যাসী শ্রোতাদের শতশত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন আশ্চর্য নৈপুণ্যে ও সহজ ভাষায়। অনুষ্ঠান শেষে উৎসুক প্রশ্নার্থীরা তাঁকে আরও একটি বক্তৃতার অনুরোধ জানায়।’

নিবন্ধের পরিসর সীমিত। একটি বইয়ের উল্লেখ দিয়ে শেষ করা যাক। বইটির নাম ‘লি হুং চ্যাঙ’স স্ক্র্যাপ-বুক’। স্যর হিরাম ম্যাক্সিম সংকলিত এবং সম্পাদিত বইটি প্রকাশিত হয় লন্ডনে, ১৯১৩ সালে। উনিশ শতকের বিখ্যাত উদ্ভাবক স্যর হিরাম। স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ম্যাক্সিম-গান তাঁরই আবিষ্কৃত। বইটির মুখবন্ধে স্বামীজি সম্পর্কে তিনি লিখছেন, ‘কয়েক বছর আগে শিকাগোতে এক ধর্মমহাসম্মেলন হয়েছিল। ... তাঁর (স্বামীজি) প্রথম ভাষণটি ছিল পৃথিবীর সম্মুখে এক সত্যের উদ্‌ঘাটন। সাংবাদিকরা সাগ্রহে তাঁর প্রতিটি শব্দ নোট করে নিলেন এবং তারযোগে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। বহু পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিত হল। ... তাঁর ভাষণে সভাগৃহে শ্রোতাগণের স্থান সঙ্কুলান হতো না।’

ইতিহাসের পাতায় আমরা অনেক বিশ্বজয়ীর সন্ধান পাই। ক্ষাত্রতেজ কিংবা ভৌগোলিক সীমানার জয় চিরস্থায়ী হয় না। সময়ের ফারাকে বদলে যায় বিজেতা আর বিজিতের হিসেব। মানুষের মনোরাজ্যের জয়ীরাই শুধু থেকে যান অমলিন হয়ে। বিশ্বের বহু মানুষের অন্তঃপুরে আলোকবর্তিকা হয়ে বিরাজমান বিবেকানন্দ। তিনি তাঁদের ধ্রুবতারা, পথের দিশারি। আর এখানেই স্বামীজির প্রকৃত ‘বিশ্বজয়’।

গান্ধি থেকে সুভাষ

নয়ের পাতার পর

সুভাষচন্দ্রেরই সমসাময়িক ছিলেন জওহরলাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ভারত যখন স্বাধীনতালাভের দোরগোড়ায়, সেই সময় থেকেই তাঁর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উত্থান। স্বাধীনতার পর তো নেহরু প্রকৃত অর্থেই বিশ্বনেতা। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম কান্ডারি। এখন কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রনেতা নিজেকে ‘বিশ্বগুরু’ বলে দাবি করলে নেহরুর কথা মনে পড়ে, যাঁকে হয়তো প্রকৃত অর্থেই বিশ্বগুরু বললে অত্যুক্তি হত না। রুশ বনাম মার্কিন বিরোধে যখন গোটা বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত, তখন পৃথিবীর অনেকগুলি দেশকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে এসে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলা খুব সহজ ছিল না। কমনওয়েলথেও ভারত ছিল গুরুত্বপূর্ণ শরিক। এটিও নেহরুর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতার কারণে কংগ্রেসের বিরাট অংশের নেতৃত্ব কমনওয়েলথে না থাকার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, কিন্তু নেহরু চাননি এই মঞ্চটি পাকিস্তানের জন্য খোলা মাঠে পরিণত হোক। প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গেও নেহরুর অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী ভারত-আরব মৈত্রী গড়ে তুলেছে। বস্তুত নেহরুর কারণেই ভারত বিশ্বের বিরাট অংশের কাছে স্বাভাবিক নেতায় পরিণত হয়েছিল। ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধের ফলাফলও এই আন্তর্জাতিক মর্যাদাকে পুরোপুরি ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইন্দিরা গান্ধিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অন্যতম সফল ভারতীয় চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মাত্র ৯ বছর আগে যুদ্ধে জয়লাভ করা চিনের সরাসরি সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তানকে পরাজিত করে প্রিয়দর্শিনী আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিপুল গুরুত্ব লাভ করেছিলেন। ইন্দিরার আমলেই পরমাণু শক্তিধর হয়ে ওঠে ভারত। বিশ্বের তৎকালীন দুই ‘বড়দা’ আমেরিকা

> মানবেন্দ্রনাথ রায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে প্রথম দেশ হিসাবে মেক্সিকোয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। খোদ ভ্লাদিমির লেনিনের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক।

এবং রাশিয়া তা নিয়ে প্রথমে ভ্রূকুঞ্চন করলেও পরে মেনে নিতে বাধ্য হয়। একাত্তরের যুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েত শিবিরের সমর্থন নিশ্চিত করার পাশাপাশি তিনি আরও বিভিন্ন দেশের বিরোধিতা প্রশমন করেছিলেন। আন্তর্জাতিক মহলকে বোঝাতে পেরেছিলেন, ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে না, পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনতার পাশে দাঁড়াচ্ছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের চরিত্র বজায় রাখতেও ইন্দিরার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রবল সম্ভাবনা ছিল এই জোট দ্বিতীয় বিশ্বের দিকে হেলে পড়বে। তিনি তা হতে দেননি।

একদম শেষে এক বঙ্গসন্তানের কথা বলি। সোনারপুরের নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নাম বদলে মানবেন্দ্রনাথ রায় হয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে থিতু হন মেক্সিকোয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে প্রথম দেশ হিসাবে মেক্সিকোয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। খোদ ভ্লাদিমির লেনিনের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তরফে তিনি ছিলেন এশিয়ার দায়িত্বে। অর্থাৎ মাও সে তুং-এরও নেতা। বহু বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডের নায়ক, আন্তর্জাতিক রাজনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এমএন রায়কে আমরা কতজন মনে রেখেছি? অথচ তাঁকে নিয়ে তৈরি হতে পারে একটি দুর্দান্ত সিনেমা বা সিরিজ। মেক্সিকো সিটিতে একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে তাঁর নামে। অথচ কলকাতায় তাঁর নামে কোনও রাস্তা নেই। অবশ্য আমরা তো ভুলে যেতে দক্ষ। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বা কতজন মনে রেখেছি, যিনি হিটলারকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে জার্মানিতে গ্রেপ্তার হয়ে মিউনিখের জেলে ছিলেন কয়েকদিন?

বিজয়গাথা

নয়ের পাতার পর

তিনি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারেন, ওরা ওঁর চেয়ে বেশি ছবি দেখেছে শাহরুখের। অথচ চিনে বসে ভারতীয় ছবি দেখা নাকি খুব সহজ কাজ ছিল না সেইসময়, কারণ ইন্টারনেটের উপর সরকারের বিস্তর নজরদারি ছিল। ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ইত্যাদি লাগত। সেসব বাধা পেরিয়েই তারা শাহরুখের ভক্ত হয়েছে।

নিজের দেশের যে কোনও ক্ষেত্রে জয়ের কথা শুনতে এবং পড়তে কার না ভালো লাগে? তবে আনন্দ করার সময়ে পা মাটিতে রাখা ভালো। যে জয়ে আমার কোনও কৃতিত্বই নেই তা নিয়ে কলার তোলা আমাদের মজ্জাগত। যেমন এবারের কান ফিল্মোৎসবে নির্দেশক পায়েল কাপাডিয়ার ছবি, কলকাতার মেয়ে অনসূয়া সেনগুপ্তের অভিনয় পুরস্কৃত হওয়ার পরে এগুলোকে ‘ভারতের জয়’ বলে তুলে ধরা হয়েছে। পায়েল যে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী, সেই ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন কর্তা গজেন্দ্র চৌহান পর্যন্ত ছাত্রীর জন্যে তিনি গর্বিত বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন। অথচ পায়েল যখন ছাত্রী ছিলেন, তখন তাঁকে মোটেই আদর করা হয়নি। প্রতিবাদী চরিত্রের ফল হিসাবে এখনও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছে। বলিউডের বিশিষ্ট সিনেমাশিল্পী অনুরাগ কাশ্যপ অপ্রিয় সত্য বলার জন্য বিখ্যাত। তিনি বলেই দিয়েছেন, কানে যে ভারতীয়রা পুরস্কৃত হয়েছে তাদের জন্য ভারতের গর্বিত হওয়ার কিছু নেই। পুরো কৃতিত্বই তাদের নিজেদের। কারণ ভারত তাদের জন্য কিছু করেনি।

পায়েলের ছবির প্রযোজনা করেছেন অনেকে মিলে, সকলে ভারতীয় নন। এমনকি ছবিটা ভারতে দেখানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত করা যায়নি এখনও।

অলীক পাখি

বিপুল দাস
আঁকা : অভি

পর্ব -১০

টুসকি দিয়ে সিগারেটের লেজটুকু ড্রেনে ছুড়ে দিল আনন্দ। আমার দিকে তাকাল। ভেপার ল্যাম্পের আলোয় ওর মুখটা হলদেটে দেখাচ্ছে। ঠিক হলদে নয়, কালোর ওপর হলুদ আলো পড়ে কেমন একটা হলদেসবুজ আভা তৈরি হয়েছে। হঠাৎ ওকে খুব অচেনা মানুষ মনে হল। যেন কুমোরটুলির কোনও প্রতিমা, সদ্য গর্জন তেল মাখিয়ে কেউ ধর্মতলার মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কেন যেন মনে হল ঘাটে দাঁড় করিয়ে রাখা বিসর্জনের ঠাকুর।

ষোলো

ময়দান এখন শূন্য। শালপাতা, ছেঁড়া কাগজ, প্লাস্টিক, শূন্য জলের বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। পশ্চিম থেকে ভেজা বাতাস আসছে। বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে শালপাতা, কাগজ, প্লাস্টিক। মানুষজন সবাই ফিরে গেছে একদিনের কলকাতা সফর সেরে। অনেকের কেনাকাটা ছিল, অনেকের অনেক কিছু দেখার ছিল, অনেকের নেতাদের কথা শোনার ইচ্ছে ছিল। সে সব সারা হয়ে গেছে। মাঠ এখন আবার আগের মতোই শূন্য। কিছু আলো এখনও জ্বলছে। এরপর সাজানো মঞ্চ খুলে নিলেই মাঠ আগের মতো খাঁখাঁ করবে। চোঙাগুলো সব আজ রাতেই খোলা হয়ে যাবে।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে সিগারেট টানছে আনন্দ। আমার সঙ্গে কী একটা কথা আছে ওর। প্রাইভেটে বলতে চায়। এখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তেই ওর গোপন কথা শোনা যেতে পারে। আমাদের কথা লুকিয়ে শোনার জন্য কেউ কান পাতবে না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ভাঙা পায়ে জোর একটু কম পাচ্ছিলাম। শুধু শরীরে নয়, মানসিকভাবেও একটা জোর ধাক্কা লেগেছিল। সবাই বলত আমি নাকি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। একা বসে ভাবলে শরীরটা শিরশির করে উঠত। আহা, এই শরীর মানুষের কত প্রিয়। হাড়মাংসপেশি দিয়ে তৈরি এই খাঁচার আড়ালে একটা কুবোপাখি থাকে। অহরহ লাবডুব লাবডুব ডাকতে থাকে। পাখির ডাক থেমে গেলে আদরের এই শরীর 'বডি' হয়ে যায়। আসলে তখন আর তার কোনও নাম থাকে না, নো-বডি হয়ে যায়, অথচ সবাই বলে বডি। পৃথিবীজোড়া বিশাল এক গ্রাফের অসংখ্য ছেদবিন্দুর একটিতে থাকে একজন মানুষের অবস্থান। তার কথা বলার ভঙ্গি, চুলের স্টাইল, অ্যাডমিট কার্ড, তার ছেলেমেয়েবৌ, তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, আধার কার্ড, প্যানকার্ড, ভোটার লিস্টে তার নাম– এসবের অক্ষসাপেক্ষে সংসারে তাকে চিনে নেয় সবাই। পাখির ডাক বন্ধ হলে এসব মিথ্যে হয়ে যায়। ক্লাস ফোরে যতীনস্যর যখন বলেছিলেন– তোর নাম তো খাতায় নেই রে তিমির– তখন যেমন আমার বুকের ভেতরে কেঁপে উঠেছিল, মনে হয়েছিল হারিয়ে গেছি আমি, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি শুনলে আমার তেমন বুক কেঁপে ওঠে। তারপর আমার পরিচয়ের চিহ্নগুলো দেখে জীবনকে বড় ভালো লাগে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে পড়ে আমার পায়ের কাছে লেপের ওপর। আয়তকার সেই আলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখি। দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারে তাজমহল দেখি, বাইরে তাকিয়ে উলটোদিকের ফ্ল্যাটবাড়ি দেখি। আমার ভাঙা পায়ে হাত বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হই। দিব্যি প্রাণ আছে। সব কিছু ঠিক আগের মতোই আছে। এখনই মরলে চলবে না আমার। কত কাজ বাকি রয়েছে।

টুসকি দিয়ে সিগারেটের লেজটুকু ড্রেনে ছুড়ে দিল আনন্দ। আমার দিকে তাকাল। ভেপার ল্যাম্পের আলোয় ওর মুখটা হলদেটে দেখাচ্ছে। ঠিক হলদে নয়, কালোর ওপর হলুদ আলো পড়ে কেমন একটা হলদেসবুজ আভা তৈরি হয়েছে। হঠাৎ ওকে খুব অচেনা মানুষ মনে হল। যেন কুমোরটুলির কোনও প্রতিমা, সদ্য গর্জন তেল মাখিয়ে কেউ ধর্মতলার মোড়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কেন যেন মনে হল ঘাটে দাঁড় করিয়ে রাখা বিসর্জনের ঠাকুর।

"বল, তোর প্রাইভেট কথা। কোথাও ফেঁসে গেছিস? দীপা জেনে গেছে, তাই তো?"

"দূর বাঁ, আমি আর বাঁচব না মাইরি। দীপার কী হবে জানি না। রোজ আয়নার সামনে হা করে গলার ভেতরে দেখার চেষ্টা করি। বেশি দূর দেখা যায় না। আলজিভ পর্যন্ত দেখেছি। ভেবেছিলাম কিছু না, কারওকে কিছু বলার দরকার নেই। আর পারছি না মাইরি। ভীষণ ভয় করছে এখন"।

"ব্যাপারটা খুলে বলবি? হয়েছেটা কী? গলায় হার্ট অ্যাটাক হয়নি নিশ্চয়"।

" প্রথমে বেশ কিছুদিন কানে ব্যথা হত। গা করিনি। ভেবেছি কানে ঠান্ডা লেগেছে। ক'দিন মাফলার ইউজ করলাম। গলার আওয়াজ কেমন রাফ হয়ে যাচ্ছিল। খসখসে। তারপর দেখি ঢোক গিলতে অসুবিধে হচ্ছে। তখনও ভেবেছি গলায় ঠান্ডা লেগেছে। একটুতেই আমার গলায় ঠান্ডা বসে যায়। দীপা জানে। বাড়িতেই অ্যাজিথ্রাল থাকে। দিন তিনেক জ্বর-জ্বর ভাব। অ্যান্টিবায়োটিক পড়লেই সব নর্মাল হয়ে যায়। সেটা করেও কোনও লাভ হল না।

" ডাক্তার দেখাসনি?"

" দীপা একদিন বলল আমাকে নাকি বেশ রোগা দেখাচ্ছে। বাড়ির কাছে যুবভারতী ক্লাবে ওজনের মেশিন আছে। গিয়ে ওজন নিয়ে দেখি ছ'কিলো ওজন ঘেঁটে গেছে। কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তখন। দীপাকে দেখিয়ে দেখিয়ে রোজ গার্গল করছি তখন। বিশ্বাস কর, আমি না ভয়ে ডাক্তার দেখাচ্ছিলাম না। আমি আর পারছি না টনি। বল, কী করব। আমার মন বলছে খারাপ কিছু হয়েছে। তুই তো অনেক জানিস, কত জ্ঞানের কথা বলিস, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না– তাই না ?"

" মারব এক ... বড় ডাক্তার হয়েছিস, না ? ইএনটি দেখিয়েছিস কোনও? দাঁড়া, দেখি দীপায়ন মুখার্জির অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় কিনা। চিন্তা করিস না, অনেক দিন বাঁচবি তুই। দেখবি, আমিই একদিন হুঁশ করে ফুস হয়ে যাব"।

" টনি, আমার ভয় করছে"।

এখন মনে হল আনন্দর গলার আওয়াজ বেশ খসখসে, আমাদের মতো মসৃণ নয়। অনেকটা কাঠ চেরাইয়ের শব্দের মতো ওর গলা থেকে শব্দ বেরিয়ে এল– ভয় করছে। ঘ্যাস ঘ্যাস। মাংসের দোকানে যেমন একটু আড়ালে কাঠ চেরাইয়ের শব্দের মতো শোনা যায়– ব্যা অ্যা ...।

" তোর গলার এই অবস্থা, তার ভেতরে তুই নিশ্চিন্তে সিগারেট টানছিস ? আবার বলছিস ভয় করছে? দীপা জানে তোর এই অবস্থা?"

" রোজই আমাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য তাড়া দিচ্ছে। তোর সঙ্গে পরামর্শ করার কথা বলছে। মাইরি বলছি, ডাক্তারের কাছে যেতে আমার ভীষণ ভয় করছে। যদি যা ভাবছি, সেটাই সত্যি হয়। প্রত্যেকবার সিগারেট ধরিয়ে ভাবি- ধুস, সত্যি খারাপ কিছু হয়ে থাকলে একটা সিগারেট টানলে বেশি আর কী হবে। একটা কথা শুনেছিলাম- সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কী ভয়, তখন বুঝিনি, এখন মানে বুঝতে পারি"।

"ডায়ালগ ছাড়, দীপায়ন মুখার্জির অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আমার একটা লাইন আছে, দেখি কিছু করা যায় কিনা। আর শোন, মনে কর তোর লাস্ট সিগারেট টানা হয়ে গেছে। দীপা আমাকে বলেছে আজকাল রোজ ড্রিংক্স নিচ্ছিস। প্লিজ, বন্ধ কর"।

" বুঝেছি, তুই ভাবছিস আমার মদ খাওয়ার জন্য দীপা তোকে দায়ী করবে। গিল্টি ফিলিং হচ্ছে তোর। কী করব, বল। রোজ ভাবি কাল থেকে একদম ছেড়ে দেব। কতবার প্রতিজ্ঞা করেছি, পয়লা বৈশাখের আগের রাতে, একত্রিশে ডিসেম্বরের রাতে– নতুন বছর থেকে আর এসব ছোঁব না। সন্ধে হলেই একটা নাছোড়বান্দা নীল ডুমোমাছি আমার চারপাশে ঘ্যান ঘ্যান করে ঘুরতে থাকে। কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারি না নিজেকে। বিরক্তিকর মাছিটার হাত থেকে রেহাই পেতেই গ্লাস নিয়ে বসি। টনি, আমাকে মনভোলানো কথা বলিস না। আমি জানি, আমার গলায় ক্যানসার হয়েছে। তোর দোষ নেই। এসব জিনের ব্যাপার। জানিসই তো মায়েরও ক্যানসার ছিল। মদ, সিগারেট না খেলেও আমার ক্যানসার হত"।

"বড় ডাক্তার হয়েছিস, না? রেডি থাকবি, আমার সঙ্গে গিয়ে ডাক্তার দেখাবি। তারপর ঠিকঠাক ওষুধ আর নিয়ম মেনে চললে একদম ভালো হয়ে যাবি। মরার আগেই মরে বসে আছিস। এসব আজকাল কোনও অসুখই নয়। কত নতুন নতুন ট্রিটমেন্ট বেরিয়েছে"।

হাসল আনন্দ। ওর সেই নিষ্পাপ শিশুর মতো পবিত্র হাসি। কিন্তু আমার মনে হল আজকের হাসির আড়ালে একটা মেঘের ছায়ার মতো বিষাদ রয়েছে। ভেপার ল্যাম্পের হলদে আলোয় ওর ঠোঁট বেয়ে হলুদ দুঃখ ধর্মতলার ফুটপাথে গড়িয়ে পড়ছিল।

" চলি রে টনি। দেরি করব না, আজ বাস কম আছে। গুড নাইট।

আমিও 'গুড নাইট' বলেছিলাম। আনন্দ শুনতে পায়নি। আমিও শুনতে পাইনি। আমার ঠোঁট শুধু নড়েছিল। ফিসফিস করে বলেছিলাম – গুড নাইট আনন্দ, টা টা।

আনন্দ যে লক্ষণগুলো বলল– ওজন কমে যাওয়া, কথা বলতে কষ্ট, গলার স্বর নষ্ট হয়ে যাওয়া, কানে ব্যথা– সবই খারাপ লক্ষণ। ওর মাথার ওপরে একটা পাখি বড় ব্যাসার্ধ নিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। কালপক্ষী। আস্তে আস্তে ব্যাসার্ধ ছোট করে আনছে। টাইম হলেই খপ করে তীক্ষ্ণ ঠোঁটে তুলে নেবে আনন্দকে। শান্তিগোপাল ভ্যানিশ।

দু'পা এগিয়ে আবার আমার দিকে ফিরে এলো আনন্দ। আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম একটা সিগারেট ধরাব কিনা। আনন্দর কথা শুনে একটু ভয়ও করছিল। আনন্দ ফিরে এসে আমার হাত ধরল।

"টনি, একটা কথা সিরিয়াসলি বলছি তোকে, কথাটা রাখবি"।

"কী কথা? টাকাপয়সার ব্যাপার? ওসব এখন ছাড়। ভাইয়ের জন্য খরচ করছি, তুই ভাবছিস কেন"।

"টনি, আমি মরে গেলে দীপাকে দেখে রাখিস। ও তোর ওপর ভীষণ ভরসা করে"।

আমার বুকের ভেতরে গুড়-গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল। মুখটা স্বাভাবিক রেখে কথা বললাম।

"বাজে কথা বলিস না তো। মরার কথা কোত্থেকে আসছে। আর, সে কথা তোর বলার দরকার নেই। এমনিতেই আমি দীপার পাশে সবসময় আছি"।

" জানি টনি। কিছু মনে করিস না, তোর সঙ্গে বোধহয় দীপার একটা কিছু ইয়ে আছে। জানিস, বেশি মদ খেলে আমার ঘুম আসে না। মাথা গরম হয়ে যায়। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করি। উঠে ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে আসি। লজ্জার কিছু নেই রে। দীপাকে আমি জানি। আমাকে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও পুরুষকে ও ভালোবাসতে পারবে না। তুই শুধু দাদার মতো ওকে একটু আড়াল দিয়ে রাখিস"।

এতক্ষণ আমরা দুজন দুজনার হাত ধরে ছিলাম। এবার আমি হাত ছেড়ে দিলাম। তালুটা ঘেমে গেছে। কতটা জানে আনন্দ। কতটা দেখেছে। আনন্দ কি জেনেশুনেই দীপাকে আলাউ করেছে? দীপা কি সব কথা আনন্দকে বলে দিত? আনন্দ কি আমাকে খুশি করার জন্য দীপাকে আমার দিকে ইচ্ছে করেই এগিয়ে দিয়েছে? খুব দ্রুত প্রশ্নগুলো আমার মাথার ভেতরে ঘুরতে শুরু করল। তাহলে আমি হেরে গেছি। বোকার মতো হেরে ভূত হয়ে গেছি। আমাকে নিয়ে বোধহয় ওরা নিজেদের ভেতরে হাসাহাসিও করত।

আনন্দ চলে গেছে। আমি একা 'নাসিম টেলার্স' থেকে একটু দূরে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। নিকোটিনের জন্য রক্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। থ্রোট ক্যানসারের নামে একটা কাঁচা খিস্তি দিলাম। পাশ দিয়ে যাওয়া লোকটা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। আমি আবার ফাঁকা মাঠ, কালচে-ধূসর কলকাতার আকাশ, ব্যস্ত মানুষজনের দিকে তাকিয়ে বমির মতো খিস্তি উগরে দিলাম। বাসুদার দিকে, একদুইতিন স্বরবিতানের দিকে, আমাদের ফাঁকা হয়ে যাওয়া বাড়ির দিকে।

সতেরো

"দাদা, শান্তিদা এসেছে। তোকে খুঁজছে। বলল দরকারি কথা আছে"।

বেলা ন'টা সাড়ে ন'টা হবে। গতকাল প্রায় সারারাত তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। অগাস্টের মাঝামাঝি। এ সময়ে হঠাৎ ঝুপঝুপে বৃষ্টি, একটু পরেই খরখরে রোদ ওঠে। বরাবরই তপনের ভোরে ওঠা অভ্যাস। স্নান সেরে গরম গরম ডালভাত খেয়ে টিফিনকৌটো নিয়ে টোটোতে বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে সোজা কোর্ট। আজও উঠেছিল। আকাশের এখানে ওখানে এখনও ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে অগাস্ট মাসের চড়া রোদ এসে পড়েছে মাঝেরডাঙ্গায়। রোদ উঠলেও ঘাসপালা, গাছের পাতা সামান্য ভেজা রয়েছে। একটু বাদেই সব শুকিয়ে যাবে। তপন দেখল গাছের ভেজা পাতাগুলো বেশি সবুজ দেখাচ্ছে। ভিজে গেলে বোধহয় সব রং-ই ঘন দেখায়। একঝাঁক ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে ঘাসের ওপর দিয়ে।

একটু এগিয়ে গেটের সামনে গিয়ে দেখল সামনের নয়ানজুলি দিয়ে প্রচণ্ড স্রোতে জল বয়ে যাচ্ছে। কলকল শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কোথাকার কোন ডোবা থেকে কচুরিপানা এসে নয়ানজুলি দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ছোটবেলায় এখানে জাল ধরে মাছধরার কথা মনে পড়ল। নতুন জলের স্রোত পেলেই মাছগুলো উজানে যেতে চায়। সেই সুযোগ নিয়ে চালাক মানুষ ফন্দিফিকির করে ওদের ধরে ফেলে।

পুচুত করে একমুখ পেস্টের ফেনা স্রোতের দিকে ছুড়ে দিল তপন। আজ পনেরোই অগাস্ট। কোর্ট বন্ধ। ফ্ল্যাগ তোলা হবে। অনেকেই যায়। সারা সপ্তাহ যে সব ভিখারি, বাজে লোক কোর্ট-চত্বরে এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, তাদের জিলিপি আর সিঙ্গাড়া খাওয়ানো হয়। ফলে, একটা জমায়েত থাকে। পতাকা থেকে ফুল ঝরে পড়লে বেশ জোর হাততালি পড়ে। বন্দেমাতরম আর জয়হিন্দ অনেক দূর থেকেও শোনা যায়।

দূরে কোথাও মাইকে 'সারে জাহা সে আচ্ছা' বাজছে। নবীন সঙ্ঘের মাঠেই হবে। তপনের ছোটবেলার ক্লাব। রঙিন কাগজ কেটে পতাকা বানানো, অমূল্যস্যরের বক্তৃতা, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী পরমেশ্বর ধাড়ার জবুথবু হয়ে চেয়ারে বসে থাকা, কিশোর বাহিনীর প্যারেড – এই দিনে সব মনে পড়ে। ছাব্বিশে জানুয়ারি আর পনেরোই অগাস্ট, এই দিনগুলোয় তপন একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। টিভিতে স্বদেশপ্রেমের কোনও ফিল্ম বা কোথাও 'অ্যায় মেরে ওয়াতন কে লোগো' শুনলে তার শরীর শিরশির করে ওঠে। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের নিয়ে কেউ বাজে কথা বললে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কোর্টে কে যেন একবার বলেছিল– এ আজাদি ঝুটা হায়, তপন অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে তার পা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছিল।

এসব ভাবতে ভাবতে তপন তার কুয়োপাড়ের লাগোয়া সারি সারি দোপাটি ফুলের দিকে তাকিয়ে রইল। মরশুমি ফুল। বর্ষায় ফোটে। কত রঙের দোপাটি ফুটে আছে তার ছোট্ট বাগানে। দেশি ফুলই বেশি। টগর, বেলি, গন্ধরাজ। এরা সব রাতে-ফোটা ফুল। আশ্চর্য ব্যাপার, রাতে-ফোটা ফুল প্রায় সবই সাদা। আর, তীব্রগন্ধী। নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। প্রকৃতির নিয়মে জীবজগতের সব ঘটনার পেছনে কারণ থাকে। ভাবলে বোঝা যায় আসলে সবই টিকে থাকার কৌশল। পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব আর বংশধরদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার কায়দা। রাতে যে সব ফুল ফোটে, সেগুলো সাদা আর তীব্র গন্ধের না হলে রাতচরা মথ ওদের খুঁজেই পেত না। কী করে পরাগমিলন হত অন্য ফুলের সঙ্গে। কী করে বয়ে যেত প্রাণের ধারা। দুনিয়াজুড়ে কী আশ্চর্য প্রাণের খেলা চলছে অনন্তকাল ধরে।

মঞ্জুলা একরকম গাছের কথা বলেছিল। জঙ্গলে আগুন লাগলে ওরা মরে যাওয়ার আগে ওদের বীজ মাটিতে ঝরিয়ে দেয়। আমি রইলাম না, কিন্তু আমার বংশধরের ভেতরে আমিই রয়ে গেলাম। সমস্ত জীবের ভেতরে এই প্রবৃত্তি কাজ করে। সব প্রাণী তীব্র আসঙ্গলিপ্সায়, প্রিয়মিলনের জন্য সমুদ্র, অরণ্য, পাহাড় পেরিয়ে ছুটতে থাকে বিপরীত লিঙ্গবিহারের জন্য। শুধু আনন্দময় সহবাস নয়, বীজ বপন করার অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি তাকে ছুটিয়ে মারে। কারও কারও অপেক্ষা নিষ্ফল থেকে যায়। অনন্তকাল বয়েচলা প্রাণপ্রবাহের তাতে কিছু আসে-যায় না।

একটু একটু করে বেলা বাড়ছিল। ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘের দল উধাও হয়ে গেছে। খুব বৃষ্টি হওয়ায় আকাশ থেকে ধুলো সরে গেছে। আকাশ এখন উজ্জ্বল নীল দেখাচ্ছে। রোদে ভরে গেছে সব। ভেজা ঘাস, ভেজা গাছপালা– সব শুকিয়ে গেছে। এখন আর রোদে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। কুয়োতলার ঝাঁকড়া লিচুগাছের নীচে এসে দাঁড়াল তপন। এবার লিলিকে এককাপ চা দিতে বলতে হবে। তারপর বারান্দায় গিয়ে বেতের মোড়ায় বসবে। রোজ সকালের চা ওখানে বসেই খায়। তখনই লিলি এসে বলল বাইরে শান্তিদা ডাকছে। বিরক্ত হল তপন। সকালের চা এখনও খাওয়া হয়নি। শান্তিদা কতক্ষণ কথা বলবে, কে জানে। আবার, শান্তিদাকে অপেক্ষা করতে বলাও ঠিক নয়। মাঝেরডাঙ্গা কর্পোরেশনে অ্যাডেড এরিয়া, এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শান্তি চক্রবর্তী। আজকালকার মাথামোটা বকাউদ্দিন নেতাদের মতো নয়, তাঁর পেটে খোঁচা দিলে দু'একটা ইংরেজি ইডিয়ম, এমনকি শেক্সপিয়রের লাইনও বেরোতে পারে। রাশভারী টাইপের মানুষ। তপনকে বেশ পছন্দ করে শান্তি চক্রবর্তী। তপনকে উঠতেই হল। *(চলবে)*

এডুকেশন ক্যাম্পাস

জয়দীপ কর্মকার, ষষ্ঠ শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

কুষান মণ্ডল, চতুর্থ শ্রেণী, শিবনগর কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর।

অদ্রিজা দাস, তৃতীয় শ্রেণি, নিবেদিতা একাডেমি, কলেজপাড়া, কালিয়াগঞ্জ।

রাইমা সরকার, নবম শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল।

অনুষ্কা বসু মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

সপ্তাহের সেরা ছবি

ভূস্বর্গে মারাত্মক গরম। ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখছে তিন জোড়া চোখ। পুলওয়ামায়।- গার্ডিয়ান

কবিতা

পূর্ণচ্ছেদ
তৈমুর খান

তোমার মুকুট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে

আমার অশ্রুর নদী বয়ে যায়
যদিও নদীর পাশে মৃত বাল্যকাল
বারবার জেগে উঠতে চায়-
আমি ওকে ফেরাতে পারি না।

এখন হাওয়া নেই
ক্লান্ত দুপুর বিষণ্ণতা ফেরি করে
দরজায় দাঁড়াই-
তুমি পেরিয়ে যাও অনেক উৎসবের মাঠ
অনেক হাততালির ফোয়ারা

তোমার ছায়ায় স্বপ্নের জন্ম হয়
তোমার সৌন্দর্যে বসন্তকাল হাসে
তোমার বর্ণনায় কেবল উচ্ছ্বাস

সব বাক্যের পাশে পূর্ণচ্ছেদ দিতে দিতে
আমিও একটি পূর্ণচ্ছেদ হয়ে যাই।

উথালপাতাল
দেবারতি ভট্টাচার্য

সকাল থেকেই মেঘেরা সজীব সক্রিয়
বারবার আকাশটাকে ঘিরে ফেলছে
মনে হয় কোন উৎসব আছে ওদের
তারই সাজসরঞ্জাম চলছে
আজ রবিবার তবু রবির দেখা নেই
এমনদিনে ঘরে থাকতে মন চায় না
আবার চায়ও -
নদীর কূল ছাপিয়ে, দু'চোখের কোল ছাপিয়ে
ভারী বর্ষণ, উথালপাতাল
হাওয়ায় ভাসে গাঙচিলেদের গান
ভিজে শালিক জানলার পাশে একলা বসে
চুপ করে শোনে বৃষ্টির সংলাপ
তবে কি আজ ওর মনখারাপ!
অনেক ক'টা বর্ষা পেরিয়ে গেল
ওই বুঝি বার্তা এলো মেঘলা খামে
শালিকের দু'চোখে জল দেখে ভাবি
দূরে কোথাও হয়তো বা আজও বৃষ্টি নামে ...

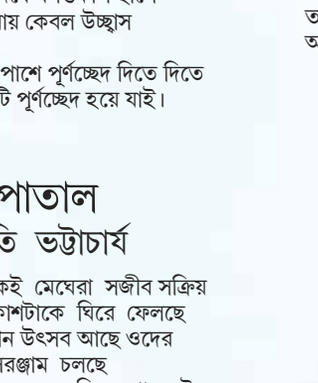

আষাঢ়ের ঘাস
কল্যাণ দে

তোমার অহংকারী চোখ ছুঁয়ে যায়
আমার ভাঙা প্রাচীর বুক
ধুকপুক অজস্র গ্রামের অস্থি খোঁজে
উত্তুঙ্গ পাহাড়
তরাইয়ের পাদপীঠে নমনীয় জঙ্ঘার খাদে
প্রস্ফুটিত পদ্মের পরাগ

একবার জলছবি ভেঙে এস নগ্ন বেলায়
কুঠারের হাতলে চেপে
বৃক্ষের সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসো
প্রতিমা নিবাস

বসে আছি প্রতিদিন জিরাফের গলায়
নীলিমার নীল ডিম ভেঙে
গড়িয়ে নামবে তুমি স্রোতস্বিনী নারী

উদ্ভিন্ন যৌবন রংয়ে রাঙা হোক প্রিয়তম
আষাঢ়ের ঘাস!

হেডলাইনস
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচবছরের শিশু- ঝোপে টেনে নিয়ে গেল কারা!
আধফোটা কুঁড়িও জানে, তুতোহাত নিরাপদ নয়!
চ্যানেলে চ্যানেলে সভা-আয়োজন: কাদা ছুড়ে মারা!
এলইডি-স্ক্রিনের-কাচে বিদ্বজ্জনের সে কী ভয়!

...'গণধর্ষণের পরে শ্বাসনালি রোধ করে খুন'!...
শিশুর মৃত্যুর হার মুহূর্তে-মুহূর্তে বাড়ে রোজ!
সাম্প্রদায়িকতার প্রতিবাদে আজ মিছিলে হাঁটুন!...
রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কাল রাষ্ট্রপতির প্রীতিভোজ!

আকাশের দরজা
তন্ময় দেব

যার মেঘ চুরি গেছে সে অভিযোগ করবে কোথায়?
কারণ যিনি অভিযোগ লেখেন তারও প্রিয় মেঘটি
নিরুদ্দেশ বহুদিন...
সবাই তাই আকাশের দরজা খুলে রাখে আর
অপেক্ষা করে মেঘেদের ফিরে আসার

দিন ফুরিয়ে রাত নামে। নক্ষত্রেরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে,
আর তাদের কাচের বাক্সে ভরে মেঘেদের খুঁজতে বেরোয়
কিছু লোক...
বাকিরা বাধা দেয়। বলে, যেও না, যেও না কিন্তু তাঁরা
কোনো বারণ শোনে না...
তারপর মেঘ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন মানুষগুলো
আকাশের খোলা দরজা দিয়ে খসে পড়ে পৃথিবীর বুকে

গোলমাল
অমিত কুমার দে

ঘরের সংজ্ঞা লিখতে গিয়ে বাহির লিখে ফেলি
বাহির লিখতে গিয়ে ঘর লিখি
একটা তীব্র চাওয়া লিখতে গিয়ে
অনায়াসে সন্ন্যাস লিখে ফেলি
আর না চাইবার রাস্তা লেখার সময়
কীভাবে যে চাইবার সড়ক তৈরি হয়ে যায়
এমনই গোলমালের মধ্য দিয়ে ইদানীং
আমার অক্ষরেরা হাঁটে।
নদীর মানে লিখতে গিয়ে বৃষ্টি লিখে ফেলি
বৃষ্টি লিখতে গিয়ে ছোট বড় পাথর লিখি
একটা শুনসান প্রান্তর লিখতে গিয়ে
গাছপালা ভর্তি গহন জঙ্গল লিখে ফেলি
আর না ফিরবার চরম চিঠিটি লিখে ফেলেই
কীভাবে যে আরো ঘন হয়ে আসি
এমনই গোলযোগের মধ্য দিয়ে ইদানীং
আমার বাক্যগুলো হাঁটে।

হা-হুতাশের বারুদ আলোয়...
সুকান্ত মণ্ডল

অস্থির রাত কাটে চুল্লির তাপে
বিস্ফোরণ কিংবা কোলাহলে

ক্ষুদে জীবেরা তর্জমা করে যন্ত্রণা-বিতান
সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ধারালো প্রান্ত
মিশে গেছে ইতিহাসের অতলে

শহুরে হা-হুতাশের বারুদ আলোয়
ঝলসে ওঠে রাত্রির কালো ছায়া
রংধনু পতাকা হাতে আমি উদাসীন বালক
রক্তবৃষ্টিতে লাল আমার সমস্ত রঙিন

তবু একটা নতুন স্নিগ্ধ-শীতল সকালে
নিজেকে বিলোতে চাই সহানুভূতির ওপারে

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

তিন কৃষ্ণমূর্তির ফারাক কোথায়

জয়পুর রাজবাড়ির গোবিন্দজিউ।

পূর্বা সেনগুপ্ত

পর্ব -৪

যখন দেব অঙ্গনে দেববিগ্রহের ইতিহাস আলোচনা করা হয় তখন একটা বিষয় খুব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেবতা যেমন মূর্তিতে, ঠিক তেমনই শিলাতে বিরাজিত। আর সেই শিলামূর্তির রূপকল্পনা কেবল কল্পনা নয়, এর মধ্যে নিহিত আছে কিছু লক্ষণ। যে লক্ষণগুলি অনুসরণ করে প্রত্যেক শিলা একেকটি রূপের প্রতীক হয়ে ওঠেন। সেই রূপ ও রূপের পুজো পদ্ধতিও কিন্তু ভিন্ন। গ্রাম্য দেবতা বা দেবী হলেও বা গৃহদেবতা হলেও এই পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি দেব আরাধনার স্থান ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস আর রূপকল্পনা দিয়ে সৃষ্ট।

'নারদ পঞ্চরাত্র' এক উল্লেখযোগ্য ভক্তিশাস্ত্র। এই গ্রন্থের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে শালগ্রামের নানা রূপ। আবার মূর্তিও বিচিত্র ও বিভিন্ন। যেমন বিষ্ণুমূর্তির চারটি হাতে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম – এর অবস্থানের উপর তাঁর রূপ চিহ্নিত হয়। আমরা সব মূর্তিকেই বলি বিষ্ণুমূর্তি, কিন্তু পূজারি যখন পুজো করেন তখন সেই বিশেষ রূপের উদ্দেশ্যেই পুজো হয়।

দেবতা গৃহ অঙ্গনে নেমে আসেন কিন্তু তাঁর এই অবতরণের ইতিহাস খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। একেক যুগে একেক কাহিনী লিখিত রয়েছে পৃথিবীর বুকে। যে কাহিনীগুলি লোককথায় পরিণত হয়েছে তার সঙ্গে মিশেছে পৌরাণিক ঘটনার কিছু অংশ। ঠিক এরকমই কাহিনী আছে শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন ও গোবিন্দজির মূর্তি নিয়ে। আমরা বলেছি যে, দেবমূর্তির বা বিগ্রহের রূপ অনুযায়ী তাঁর নাম নির্দেশিত হয়। শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্তি সবই একই ঈশ্বরের নানা প্রতীক হলেও এই প্রতীকগুলির সৃষ্টিতে একটি নিয়মকে অনুসরণ করা হয়েছে। যদৃচ্ছামাত্র এঁদের সৃষ্টি নয়। যেমন 'রঘুবীর' শিলা কোন কোন গৃহের গৃহদেবতারূপে পুজোলাভ করে আসছেন। এখানে রঘুবীর অর্থ - যুবক রাম। সেই নির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত শিলা হলেন যুবক রামের প্রতীক।

যাই হোক আজ আমরা বৃন্দাবনের গোবিন্দজির বর্ণনা করব। এর সঙ্গে দেখব, শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউ, মদনমোহনজিউ ও গোপীনাথজিউ – এই তিন কৃষ্ণমূর্তির মধ্যে পার্থক্য কী। এর জন্য মহাভারতের পরবর্তী পুরাণ ও হরিভক্তিবিলাস নামে গ্রন্থটির দিকে দৃষ্টি দেব আমরা। এই কাহিনীতে বলা হচ্ছে,

একসময় শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী ঊষার শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি দর্শন করার ইচ্ছা হল। তিনি তাঁর পুত্র বজ্রনাভকে সেই ইচ্ছার কথা জানালেন। বজ্রনাভ এই মূর্তি তৈরির বন্দোবস্ত করলেন।

অনিরুদ্ধ-পত্নী ঊষার ইচ্ছা অনুযায়ী কারিগরগণ কৃষ্ণের মূর্তি নির্মাণ শুরু করলেন। ঊষা শ্রীকৃষ্ণরূপ কেমন ছিল তা কারিগরদের ভালো করে বর্ণনা করলেন। প্রথম যে মূর্তিটি কারিগররা তৈরি করে নিয়ে এলেন সেই মূর্তিটিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোনও সাদৃশ্যই দেখতে পেলেন না ঊষা। শুধু মূর্তির পায়ের দিকটিতে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের একটা আদল ফুটে উঠছে। তিনি সেই মূর্তিতে সন্তুষ্ট হলেন না। এই মূর্তিটি কিন্তু 'মদনমোহন' রূপে খ্যাত হল।

কারিগর দ্বিতীয় মূর্তির মাধ্যমে এবার শ্রীকৃষ্ণের রূপ ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন। কিন্তু এবারও সফল হলেন না। অনিরুদ্ধ-পত্নী ঊষা সেই মূর্তির বক্ষস্থলটির সঙ্গে শুধু প্রকৃত কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। এই স্বল্পসাদৃশ্যযুক্ত মূর্তিটির নাম হল 'গোপীনাথ'।

এবার কারিগর তৃতীয় মূর্তিটি তৈরি করে ব্রজমাতা ঊষার সম্মুখে ধরলেন, মূর্তিটি দেখামাত্র ঊষা তাঁর মুখের ঘোমটাটি টেনে দিলেন। কারণ এই মূর্তিতে কৃষ্ণের মুখটি সুন্দররূপে ফুটে উঠছে! এবং ঊষা তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত সেই মূর্তি দেখে তাঁকেই শ্বশুর রূপে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখে ঘোমটাটি টেনে দিয়েছেন। কারণ কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্ন একেবারে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ দেখতে ছিলেন। তাই তাঁর মুখটি দেখে ঊষা শ্বশুরকে দেখেছেন বলে লজ্জা পেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এই মূর্তিটি 'গোবিন্দজি ' বা 'গোবিনজি ' নামে খ্যাত হলেন।

বজ্রনাভ আরও একটি মূর্তি তৈরি করাতে চাইলে ঊষা বলেন, 'এই তিন মূর্তিই বৃন্দাবনে স্থাপিত হবে। যে কৃষ্ণভক্ত সেই তিন মূর্তির দর্শন করবে তাঁর স্বয়ং কৃষ্ণকে দর্শনের পুণ্যলাভ হবে। সেই থেকে মানুষের বিশ্বাস, বৃন্দাবনে যদি এই তিনটি মূর্তি দর্শন করা যায় তবে কৃষ্ণের চরণ, বক্ষস্থল ও মুখমণ্ডলের দর্শনলাভ হয়। এই দর্শনের ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে

সম্রাট আকবরের এই আদেশ শোনামাত্র জয়পুরের রাজা কালবিলম্ব না করে মদনমোহন, গোপীনাথ ও গোবিন্দজিকে জয়পুর রাজ্যে স্থানান্তরিত করলেন। ভিন্ন মতে বৃন্দাবনের মূর্তি ও মন্দির ভঙ্গের আদেশ প্রদান করেন মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব।

পারা যায়। তবে এই কাহিনীর মধ্যে অনেক ভিন্নতা আছে। কোনও মতে বজ্রনাভের মাতা রোচনা দেবীর ইচ্ছায় এই তিন মূর্তি নির্মিত হয়।

তবে এখানেই শেষ নয়, এ হল আর এক ইতিহাসের সূচনা। হিন্দু দেবতাদের অদৃষ্টে লাঞ্ছনা ভোগ কম হয়নি। গজনির অধিপতি মামুদ যেদিন ভারতবর্ষে আক্রমণ করলেন সেদিন থেকেই শুরু হল নানা অত্যাচার। মূর্তির অবমাননা, মন্দির লুণ্ঠন, মন্দিরের ধনসম্পত্তি হরণের ইতিহাস গজনির সুলতানের পর থেকেই। শ্রীকৃষ্ণের এই তিন মূর্তি সম্বন্ধে, বিশেষ করে গোবিন্দজি সম্বন্ধে একথা ভালোভাবে খাটে। গজনির সুলতানের আক্রমণ ও বিগ্রহ অপবিত্র হওয়ার ভয়ে অনেক মূর্তিকে পুরোহিতের দল নদী, পুকুর বা অন্য কোনও স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। অন্যান্য বহু মূর্তির মতো গোবিন্দজির মূর্তিও যমুনার তীরে মাটির মধ্যে প্রোথিত হয়ে রইল। সেইভাবেই দেববিগ্রহ বিরাজ করলেন বেশ কয়েক যুগ।

এরপর এল বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকাল। হোসেন শাহের অধীনে রূপ ও সনাতন নামে দুই ভাই রাজকার্যে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। হোসেন শাহ সনাতনকে 'দবীরখাস' অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারি করে দেন। এরপর তিনি রূপকেও 'সাকর মল্লিক' উপাধি প্রদান করেন। রূপ ও সনাতন যশোরের ফতেহাবাদ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা গৌড়ের কাছে রামকেলি গ্রামে বাস করতেন। এই রামকেলিতে দুই ভাইয়ের নামে দুটি বিরাট সরোবর কাটা হয়। তার একটির নাম 'রূপসাগর' অন্যটির নাম 'সনাতন সাগর'। রূপ ও সনাতনের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শনের পর। তাঁরা দুই ভাই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। রূপ ও সনাতনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে ,

'শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে॥
দুইভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ রহিল॥
'(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ৬।১৯)

চৈতন্যদেবের দর্শনলাভের পর রূপ-সনাতনের মনে বৈরাগ্য ফুটে উঠেছিল, সেই বীজ মহীরুহে পরিণত হল হোসেন শাহের উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযানে হিন্দুজাতির প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার দর্শনের পর। রাজকার্যে তাঁদের অবহেলা দেখে হোসেন শাহ সনাতনকে বন্দি করে রাখেন। কারাগাররক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে সনাতন মুক্তিলাভ করেন এবং অবশেষে দুই ভাই বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

এই সময় গোবিন্দজির মূর্তি উদ্ধার করেন রূপ গোস্বামী। তাঁর মূর্তি উদ্ধারের কাহিনীটির মধ্যে বাঙালি লোককথার ছাপ আছে। জনশ্রুতি এই যে, রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের এক প্রান্তে যমুনার ধারে এক গভীর অরণ্যের পাশে পর্ণকুটির নির্মাণ করে বাস করতেন। প্রতিদিন রাতে তিনি দেখতেন একটি গাভি কোথা থেকে এসে সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে। কোথায় যায় এই গাভিটি? শ্রীরূপের মনে প্রশ্ন জাগে। একদিন তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেই গাভিকে অনুসরণ করে দেখলেন গাভিটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তখন তাঁর বাঁট থেকে অজস্র ধারায় দুগ্ধ নিঃসৃত হয়ে যায়। কেবল তাই নয় সেই গাভির বাঁট থেকে নিঃসৃত দুগ্ধে মাটি প্লাবিত হয়ে যায়! রূপ গোঁসাই তখন সেই স্থানটি খনন করে গোবিন্দজির মূর্তিটি উদ্ধার করেন এবং তাঁর পর্ণকুটিরে সেই মূর্তি স্থাপন করে পুজো করতে থাকেন।

১৫৮১ খ্রিস্টাব্দ। এই সময় মোগল বাদশা আকবর কাবুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান শুরু করেন। তখন মহারাজা মানসিংহও তাঁর সঙ্গে কাবুলে যান। কাবুলে গিয়ে মানসিংহ অসুস্থ হয়ে কাতরভাবে গোবিন্দজিকে স্মরণ করেন এবং তার কাছে অঙ্গীকার করেন সুস্থ হয়ে গৃহে ফিরলে গোবিন্দজির মন্দির তৈরি করে দেবেন। অর্থাৎ রূপ গোস্বামীর কাছে গোবিন্দজিকে মানসিংহ দেখেছিলেন। সুস্থ হয়ে স্বদেশে ফিরে মানসিংহ প্রতিজ্ঞামতো লাল রঙের এক বিরাট মন্দির তৈরি করে দেন। রাজা মানসিংহ নির্মিত মন্দির বলে দেবালয়টি 'মানমন্দির' নামে খ্যাত হয়। অপূর্ব শিল্প ও কারুকার্যমণ্ডিত সেই মন্দিরের চূড়া ছিল গগনস্পর্শী। দেবতা রূপ গোস্বামীর পর্ণকুটির ছেড়ে মন্দিরে এলেন বটে, কিন্তু সেই মন্দিরই দেবতার বিপদ ঢেকে আনল।

মানমন্দিরের আকাশস্পর্শী চূড়ার উপর প্রতিদিন রাতে একটি অতি বৃহদাকার প্রদীপ জ্বালানো থাকত। সেই প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখার জন্য প্রতি রাতে এক মন ঘিয়ের প্রয়োজন হত। একদিন আকবর বাদশার এক বেগম বৃন্দাবনের দিকে তাকিয়ে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃশিখা দেখতে পেয়ে বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রতিদিন রাত্রে আমি বৃন্দাবনের দিকে একটি স্থির জ্যোতির দেখা পাই। নক্ষত্রের মতো সেই জ্যোতি এক স্থানে স্থির থাকে। এ কীসের জ্যোতি? বাদশা এ কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমি তো কই তেমন কিছু জানিনা বা দেখিনি।' বাদশাহের মুখে এই উত্তর শুনে বেগম ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন, 'সে কী! আপনি বিশাল ভারতের অধিপতি, অথচ আপনার রাজধানীর এত কাছে কোথায় ওই আলো জ্বলছে, তার খবর রাখেন না, আপনার অনুমতি ছাড়াই সেই জ্যোতি প্রজ্বলিত হয়?'

এই কথা শুনে আকবর বাদশা বিলক্ষণ রাগলেন। খবর নিয়ে জানলেন বৃন্দাবনের গোবিন্দজির মন্দিরের উপর এক বৃহদাকার আলো প্রতিদিন প্রজ্বলিত হয়, তারই দীপ্তি বেগমসাহেবা রাজপ্রাসাদ থেকে দেখতে পান। এ সংবাদে আকবরের রাগ আরও বৃদ্ধি পেল। তিনি আদেশ দিলেন, 'বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দিরের চূড়া এবং যে সকল প্রস্তরমূর্তি আছে সব ভেঙে ফেল।'

সম্রাটের এই আদেশ শোনামাত্র জয়পুরের রাজা কালবিলম্ব না করে মদনমোহন, গোপীনাথ ও গোবিন্দজিকে জয়পুর রাজ্যে স্থানান্তরিত করলেন। ভিন্ন মতে বৃন্দাবনের মূর্তি ও মন্দির ভঙ্গের আদেশ প্রদান করেন মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব।

১৭১১ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দজির মূর্তি বর্তমান জয়পুর নগর থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে 'ধৌরির পাড়া' নামক গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দজিকে অম্বর ঘাটে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মহারাজা জয়সিংহ নিজ নামে জয়পুর নগর স্থাপন করে সেই নগর গোবিন্দজির নামে উৎসর্গ করে দিয়ে যান। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে গোবিন্দজি জয়পুর রাজের রাজপ্রাসাদের উদ্যানস্থ মন্দিরে সেই রাজপরিবারের গৃহদেবতা রূপে বিরাজিত। পাশুবগীতার মতে বিষ্ণুমূর্তি চব্বিশ প্রকারের। গোবিন্দ রূপ তারই মধ্যে অন্যতম। পাশুবগীতায় গোবিন্দনামের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলা হয়েছে,

'গোবিন্দেতি সদা স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ।
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দ কীর্ত্তনম্ ।'

জয়পুরের মহারাজা প্রতাপ সিংহ, যিনি দ্বিতীয় মাধব সিংজির বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ছিলেন তিনি জয়পুরী ভাষায় গোবিন্দজির রূপ বর্ণনা করে একটি গান রচনা করেছিলেন, গানটির কথাগুলি হল

'আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো ,
নেন ভর রূপ নেহারো ।
শ্যামলি সুরত মাধুরী মুরত ,
চঞ্চল উছল জোবন মত বারো॥
আজ মিলো মোহ গোবিন্দ প্যারো।'

এ কেবল গান নয়, এক রাজার গৃহদেবতার প্রতি আকুতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তি নিবেদন।

(প্রবাসী, ৫০ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৩৫৭, ভাদ্র)

রথযাত্রার আগে বৃষ্টিতে উদ্বেগ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : দুপুরের দিকে তখন সবেমাত্র বৃষ্টি কমেছে। বিরাট বড় ত্রিপল সরিয়ে তড়িঘড়ি কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে রথ সাজানোর কাজে নেমে পড়েছিলেন দুজন ব্যক্তি। রথে একে একে তাঁদের লাগানো ফুলগুলোই দেখছিলেন গৌড়ীয় মঠের মহারাজ ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ। কিছুটা হতাশার সুরেই বললেন, ‘প্রতিবছর রথের আগের দিনে প্রায় ছয় হাজার মানুষের সমাগম হয়। বৃষ্টির জন্যে এবার সেই সমাগম কম হয়েছে।’

রথের আগে টানা দু’দিন ধরে বৃষ্টি চিন্তা বাড়াচ্ছে উদ্যোক্তাদের। শিলিগুড়ির রথখোলার মাঠেও মেলার প্রস্তুতি চলছে। রথখোলার মাঠে জমা জলে দাঁড়িয়ে হাতে গোনা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কীভাবে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে, সে কথাই ভাবছিলেন মিলন দাস। তিনি বললেন, ‘রবিবারও যদি সারাদিন বৃষ্টি হয় তাহলে কী হবে জানা নেই।’ একই ধরনের আশঙ্কায় দিন কাটছে বিধান মার্কেট রথযাত্রা কমিটির সদস্য অসিত দে’র।’

আবহাওয়া নিয়ে আশঙ্কা থাকলেও তাঁদের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস।

বৃষ্টির জন্য ইসকনের রথযাত্রার রুটে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে দিনভর ছুটেছেন নামকৃষ্ণ। বলছিলেন, ‘আমাদের রুট ইসকন রোড, সেবক রোড, ভেনাস মোড়, সুভাষপল্লি হয়ে সূর্যনগর মাঠে গিয়ে শেষ হবে।’

শনিবার দুপুরে কথা হচ্ছিল হায়দারপাড়া রথযাত্রা কমিটির সদস্য সুজিত ঘোষের সঙ্গে। সুজিত বলছিলেন, ‘মাঠে যাতে কোনওভাবে জল না জমে, সে ব্যাপারেই সকাল থেকে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।’

তবে রবিবারের দিনটা ভালোই যাবে বলে আশা করছেন ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ। তিনি বলেন, ‘গুণ্ডিচা মার্জনের মধ্য দিয়ে মঠের একপাশে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ির দরজা আজ খোলা হল। আশা রাখছি, অন্যবারের মতোই রবিবার সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় উপচে পড়বে মঠে।’ একই আশায় রয়েছেন রথখোলা রথযাত্রা কমিটির সদস্য সোনা চক্রবর্তীও। জগন্নাথ দেবের কাছে তাঁর প্রার্থনা, ‘রবিবারের আকাশ যেন সদয় হয়। আমরা সকলেই যাতে রথযাত্রা আনন্দে মেতে উঠতে পারি।’

(বাঁদিকে) বর্ধমান রোডে রাস্তার পাশে তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল। (ডানদিকে) রথখোলার মাঠে মেলার প্রস্তুতি। ছবি : সূত্রধর

মেলায় নয়া ব্যবস্থা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : নিয়ন্ত্রণের বাইরে জনসমাগম হলে কত বড় দুর্ঘটনা হতে পারে, উত্তরপ্রদেশের হাথরস তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা থেকে তাই যেন শিলিগুড়ির পুলিশও শিক্ষা নিচ্ছে। রবিবার রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বর্ধমান রোডে মেলা বসতে চলছে। কিন্তু এবছর বর্ধমান রোডের একদিকে পুলিশের তরফে দোকান বসানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জলপাই মোড় থেকে নৌকাঘাট যাওয়ার দিকটি খুলে রাখা হবে। যেখান দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যানবাহন চলাচল করবে। পাশাপাশি বর্ধমান রোডের আশপাশের বেশ কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এবিষয়ে শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ক্লাবগুলিকে নিয়ে পুলিশ বৈঠক করেছে।

গৌড়ীয় মঠের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রত্যেক বছরই বর্ধমান রোডের ওপর মেলা হয়ে আসছে। মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। আগে বর্ধমান রোডের দুই পাশ দিয়েই পরপর কয়েকশো দোকান বসত। প্রায় দুইশো মিটার রাস্তার দুই পাশ দিয়ে দোকান থাকায় ভিড় সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াত।

ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য এবছর পুলিশ নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার থেকে রাস্তার পাশে অস্থায়ী দোকান বানানো শুরু হয়েছে। দোকানগুলি কীভাবে তৈরি করা হচ্ছে বা রাস্তা থেকে সেটি কতদূরে রয়েছে সেই বিষয়গুলি এদিন দফায় দফায় ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা দেখে যান। গৌড়ীয় মঠের তরফে মাধব মহারাজ বলেন, ‘মঠের দুই পাশে দোকান যে বসানো হবে না তা পুলিশ জানিয়েছে। মঠের উলটো দিকের রাস্তায় কোনও দোকান থাকবে না। বিকাল ৪টার সময় আমাদের রথযাত্রা বের হয়ে বর্ধমান রোড, এসএফ রোড হয়ে ঘুরে তিনবাত্তি মোড় পর্যন্ত যাবে। পাশাপাশি রামের বিগ্রহ নবনির্মিত মন্দিরে স্থাপনের পর দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে।’

রথযাত্রা ও মেলার জন্য প্রতিবছর অধিকাংশ যানবাহন শক্তিগড়ের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, ‘জলপাই মোড় থেকে নৌকাঘাট যাওয়ার রাস্তাটি খোলা থাকবে। সেখান দিয়ে স্বাভাবিক যান চলাচল করবে। কিন্তু রথ যখন চলে আসবে তখন রাস্তাতে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।’

অন্যদিকে, মেলার অনেকটা অংশ শক্তিগড় ৮ নম্বর রাস্তায় উজ্জ্বল সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় বসবে। পাড়ার ভেতর অবশ্য রাস্তার দুই ধারেই দোকান বসবে। তবে শক্তিগড় স্কুল মোড়ের কাছে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেবে। উজ্জ্বল সংঘ ক্লাবের মেলা কমিটির সম্পাদক সঞ্জিত রায়ের কথায়, ‘পুলিশের তরফে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেভাবেই দোকান বসানো হয়েছে। উলটোরথ পর্যন্ত অস্থায়ী দোকান থাকবে।’

কী ব্যবস্থা

- জলপাই মোড় থেকে নৌকাঘাট যাওয়ার রাস্তা খোলা থাকবে
- স্বাভাবিক যান চলাচল করবে জলপাই মোড় থেকে নৌকাঘাট রাস্তায়
- রথ চলে এলে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে

আজ শহরে

- সকাল ১১টায় রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে ‘গ্রুপ থিয়েটারে বেশি প্রয়োজন নাট্যকর্মী না অভিনেতা?’ শীর্ষক নাট্য আলোচনাচক্রে অংশ নেবেন মোহিতবন্ধু অধিকারী, আশিস চট্টোপাধ্যায়, পলক চক্রবর্তী ও পার্থপ্রতিম মিত্র।
- সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টায় দীনবন্ধু মঞ্চে ঋত্বিক উৎসবে বিপ্লব দে’র নির্দেশনায় ঋত্বিক বহরমপুরের প্রযোজনা জসিমুদ্দিনের ‘বেদের মেয়ে’ অবলম্বনে সৈয়দ শামসুল হকের গীতিনাট্য ‘চম্পাবতী’।
- বিজ্ঞানমনস্ক শিলিগুড়ি শাখার উদ্যোগে বিকাল ৪টায় রামকিঙ্কর হলে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।
- দেশবন্ধু পাড়ার শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠের রথ বিকেল চারটায় টানা হবে।

সমাজবন্ধুকে সংবর্ধনা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : শনিবার শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমাজবন্ধুদের ফুলের তোড়া, মিষ্টি এবং শংসাপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানাল পড়ুয়ারা। সমাজবন্ধুদের মধ্যে কেউ সাফাইকর্মী, কেউ মিড-ডে মিল রাঁধুনি, কেউ আবার নিরাপত্তারক্ষী। সবমিলিয়ে পনেরোজন সমাজবন্ধুর জন্য এদিন স্কুলে বিশেষ আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের রোজ পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিল রান্না করেন ববিতা সাহানি। এদিন তাঁকেও সংবর্ধনা দিয়েছে খুদেরা। ববিতার মুখে তখন চওড়া হাসি। দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষ বর্মনের কথায়, ‘সমাজবন্ধুদের কাজের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। সমাজে তাঁদের অবদান নিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম।’

পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠানে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সৌগত লাহিড়ি বলেন, ‘পেশা ছোট-বড় হয় না। শিশুরা যাতে সবাইকে সম্মান জানাতে শেখে, সেই চেষ্টা করছি। সমাজবন্ধুদের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা পড়ুয়াদের বোঝানো হয়েছে।’ স্কুলের উদ্যোগে খুশি শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়। বললেন, ‘এধরনের অনুষ্ঠান শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় আগে কোনওদিন আমি দেখিনি। আশা করি পড়ুয়ারা এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছে।’ চেয়ারম্যান ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার অভয়া বসু, স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অসীম অধিকারী প্রমুখ।

সিবিএসই সি-টেট আজ

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : কড়া নিরাপত্তায় রবিবার শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে সিবিএসই সি-টেট। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এদিন শহরের সেন্টারগুলোতে পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা কর্তাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়। চলতি বছর শহরের মোট ১৩টি সেন্টারে ১০ হাজার ৭৫৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবেন। মোট ২০টি বিষয়ে দুটি শিফটে পরীক্ষা হবে। প্রথম শিফট সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত। দ্বিতীয় শিফট দুপুর আড়াইটে থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

শিলিগুড়ি মডেল হাইস্কুল, দিল্লি পাবলিক স্কুল, ডিএভি, আর্মি পাবলিক স্কুল ব্যাংডুবি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ব্যাংডুবি, বিএসএফ স্কুল, মোদি পাবলিক স্কুল, টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল, নর্থ পয়েন্ট স্কুল, হিন্দি বালিকা বিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি সেন্টারে এই পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার সিটি কোঅর্ডিনেটর এসএস আগরওয়াল বলেন, ‘প্রতিটি সেন্টারে কড়া নজরদারি থাকবে।’

AVLON INSTITUTE
futures. crafted.

AVLON SHIKSHA NIKETAN

এবিপি আনন্দ শিক্ষা সম্মান ২০২৪
Excellence in Graduation in Tourism, Aviation & Hospitality

BBA in Tourism, Aviation & Hospitality
গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে বিশ্বমানের একমাত্র কোর্স

AVLON তাদের ৭ বছরের যাত্রাপথে ট্যুরিজম, এভিয়েশন এবং হসপিটালিটি এই তিনটি ক্রমবর্ধমান সেবা পরিষেবার ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রদানের মাধ্যমে, এরই মধ্যে ১০০০ এর বেশি ছেলেমেয়েদের কর্ম সংস্থানের পথ সুগম করেছে। Admission Open 2024 : https://wbcap.in/

in Association with

BBA in Tourism, Aviation & Hospitality in Siliguri College	BBA in Tourism, Aviation & Hospitality in P. D. Women's College	BBA in Tourism, Aviation & Hospitality in Alipurduar Mahila Mahavidyalaya	BBM in Tourism, Aviation & Hospitality in Coochbehar College	Certificate Course in Tourism, Aviation & Hospitality in Maynaguri College	BBA in Tourism, Aviation & Hospitality in Surya Sen Mahavidyalaya

GLOBAL PLACEMENTS

Piyali Roy Choudhury, Air Arabia
Avlon Shiksha Niketan, Kolkata
₹25 Lakh P.A

Anwesha Choudhury, Qatar Airways
Alipurduar Mahila Mahavidyalaya
₹14 Lakh P.A

Supriya Dey, Costa Cruises
P.D. Women's College
₹11 Lakh P.A

Raja Bhowmik, Deltin Royale
Avlon Shiksha Niketan, Kolkata
₹10 Lakh P.A

993-339-3433
avlonshikshaniketan.com

OUR BRANCHES
SILIGURI HAKIMPARA | PRADHAN NAGAR
KOLKATA KAKURGACHI | JADAVPUR

রথযাত্রায় পুরীতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

থাকছেন রাষ্ট্রপতি ■ পুলিশের চিন্তা নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি ও পুরী, ৬ জুলাই : রবিবার পুরীতে রথযাত্রা উৎসবে যোগ দেবেন ওডিশার ভূমিকন্যা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার থেকে চারদিনের ওডিশা সফর শুরু হচ্ছে মুর্মুর। রবিবার তিনি পুরীতে থাকবেন। রাজ্যে এই প্রথম বিজেপি জমানায় রথে চড়বেন প্রভু জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রা। তার সাক্ষী থাকবেন রাষ্ট্রপতি।

রবিবার পুরী সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর। ফলে বৃষ্টিতে রথযাত্রা ভাসার আশঙ্কাও রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন মুষলধারে বৃষ্টির সম্ভাবনা ওডিশায়। ময়ূরভঞ্জ, কোরাবুট, মালকানগিরিতে ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা। যার ফলে রথযাত্রা উৎসব বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে গেল।

জগন্নাথধামের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। ওডিশা পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) তথা পুরীর রথযাত্রার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক সঞ্জয় কুমার শনিবার বলেন, 'রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার জন্য সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' সাম্প্রতিক হাথরস কাণ্ডের কথা মাথায় রেখে ভিড় নিয়ন্ত্রণে এবার বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি এও বলেন, এবছর জগন্নাথের রথযাত্রার ভিড় নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার রথ ঘিরে গত কয়েক বছর ধরেই কড়া নিরাপত্তা থাকে পুরীতে। কেউ সহজে রথ ছুঁতে পারেন না। ভিআইপি, মন্ত্রীদের রথ টানার জন্য নির্দিষ্ট নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে সাধারণ ভক্তদের রথ টানার দড়ি ঘিরে বিপুল জনসমাগম হয়। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলের 'গ্রিন করিডর' রাখা ব্যবস্থা চালু হয়েছে কয়েক বছর আগে।

মুর্মু একদা ওডিশার রায়রংপুরের বিজেপি বিধায়ক ছিলেন। বিজেডি-বিজেপি জোট সরকারের মন্ত্রীপদেও ছিলেন তিনি। সেইসময় প্রায়ই তিনি জগন্নাথদেব দর্শনে যেতেন। ২০২২ সালে রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেও পুরীর মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন মুর্মু।

অন্যদিকে রথযাত্রার পরেই সম্ভবত খুলবে জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের রত্নভাণ্ডারের তালা। শনিবার রত্নভাণ্ডার সম্পর্কিত নতুন তদারকি কমিটির বৈঠকে ঠিক হয়েছে, আগামী ৯ জুলাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের মেরামত ও দুর্মূল্য রত্নরাজি ঠিকঠাক আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে নতুন বিজেপি সরকার একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। সেই কমিটির মাথায় থাকা বিচারপতি বিশ্বনাথ রথ শনিবার জানান, ৯ জুলাই রত্নভাণ্ডার খোলা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। তিনি জানান, রত্নভাণ্ডারের ডুপ্লিকেট চাবি বাহির রত্নভাণ্ডারেই রয়েছে। শ্রীজগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষের মুখ্য প্রশাসক ৯ জুলাই উচ্চপর্যায়ের কমিটির কাছে সেই চাবি তুলে দেবেন। তবে দীর্ঘদিন অব্যবহারে জীর্ণ তালা যদি সেই চাবিতে না খোলা যায়, তাহলে তালা ভাঙা হবে। এবিষয়ে একটি কার্যাবলি প্রস্তুত করে তা সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে।

রথ বলেন, দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে রত্নভাণ্ডারের ভিতর জল চুঁইয়ে পড়ছে। অবিলম্বে তার মেরামতি প্রয়োজন। কিন্তু সেই কাজের জন্য জগন্নাথের সমস্ত অলংকার অন্যত্র সরাতে হবে। সে বিষয়েও সরকারের পরামর্শ ও অনুমোদন চাওয়া হবে।

পুরী সার্কেলের এএসআইয়ের সুপার দিবিশাদ গড়নায়ক জানান, রত্নভাণ্ডারের গঠনগত অবস্থা খতিয়ে দেখবে ভারতের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ।

ভোলেবাবার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা পাটনায়

হাথরস, ৬ জুলাই : হাথরস পদপিষ্টের ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা ধর্মগুরু সুরজ পাল সিং ওরফে ভোলেবাবা। শনিবার পাটনার মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে প্রথম ভোলেবাবার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়। আর তারপরই 'প্রকাশ্যে' এসেছেন ভোলেবাবা। দু'মিনিটের একটি ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে ব্যথিত, মর্মাহত।

ভিডিও বার্তাটি তিনি শনিবার পাঠিয়েছেন একটি সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে। ২ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডের সেই ভিডিওতে তাঁকে হাথরস কাণ্ড নিয়ে শোকপ্রকাশ করতে শোনা গিয়েছে। ভোলেবাবা বলেছেন, '২ জুলাই যা ঘটেছে, তারপর আমি কষ্ট চেপে রাখতে পারছি না। এই ঘটনায় আমি গভীরভাবে ব্যথিত। ঈশ্বর আমাদের এই কঠিন পরিস্থিতি পেরিয়ে যাওয়ার শক্তি দিন। প্রশাসন ও আদালতের ওপর ভরসা রাখতে হবে। আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন, যাঁরা প্রকৃত দোষী, তাঁদের যথোচিত শাস্তি হবে। আমি আমার উকিল এপি সিংয়ের মাধ্যমে মৃতদের পরিবার এবং আহতদের পাশে সারা জীবনের জন্য দাঁড়াতে কমিটির সদস্যদের অনুরোধ করেছি।'

এদিকে হাথরসের বিপর্যয়ের তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে রাজ্যের যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে শনিবার একহাত নিয়েছেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর অভিযোগ, চুনোপুঁটিদের গ্রেপ্তার করে মূল অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করছে যোগীর পুলিশ। এক্স হ্যান্ডেলে শনিবার তিনি লেখেন, 'নিরীহ লোকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ-প্রশাসনের ব্যর্থতা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু এই দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে না পারলে এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে।'

হাথরসে পদপিষ্ট হয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় আয়োজক সংস্থার পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনকে সমানভাবে দায়ী করেছেন দিল্লির প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার এস শ্রীবাস্তব। তাঁর বক্তব্য, আড়াই লক্ষের জমায়েতের ক্ষেত্রে পানীয় জল, চিকিৎসা পরিষেবা, অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা, প্রবেশ-প্রস্থানের পরিসর ইত্যাদি সহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৯ দফা শর্ত পালন করতে হয়। আয়োজক সংস্থার যেমন সেগুলি মেনে চলা উচিত, তেমনই পুলিশ-প্রশাসনেরও দায়িত্ব থাকে অনুষ্ঠানের ঘোষণা থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত সমস্ত শর্ত মানা হচ্ছে কি না দেখা। সৎসঙ্গের অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা-শর্ত মানা হয়েছিল বলে মনে হয় না। এর দায় পুলিশ-প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারে না। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কার্যনির্বাহী প্রধান প্রশান্ত কুমারকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সিট তদন্ত করছে। তারা রিপোর্ট দিলেই জানা যাবে, কোথায় কতটা গাফিলতি হয়েছে। সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুলিশ জানতে পেরেছে, স্বঘোষিত ধর্মগুরু সুরজ পালের বাড়ি কাসগঞ্জে। ছিলেন কনস্টেবল। তাঁর ভক্তদের বেশিরভাগই দলিত সম্প্রদায়ের দিনমজুর ও শ্রমিক। ঊর্মিলা নামে 'বাবা'র এক ভক্ত জানিয়েছেন, 'বাবা' কারও কাছে টাকাপয়সা চাইতেন না। 'সৎসঙ্গে' আসা ভক্তদের কাছে তাঁর একটাই বার্তা ছিল, 'মাছ, মাংস, ডিম, মদ খাবেন না।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক ভক্ত জানিয়েছেন, 'সৎসঙ্গ' চলাকালীন ভোলেবাবা বলেছিলেন, 'আজ প্রলয় আসবে। তারপরই এই ঘটনা ঘটে।'

এফআইআর-এ মূল অভিযুক্ত সৎসঙ্গের মুখ্য সেবাদার দেবপ্রকাশ মধুকরকে শুক্রবারই দিল্লির নজফগড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত সিট শনিবার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে।

ফের মণিপুরে যাবেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : বিরোধীদের লাগাতার অভিযোগের মুখে শেষপর্যন্ত রাজ্যসভায় মণিপুর হিংসার ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হিংসার ঘটনা বন্ধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করছে বলে জানিয়েও বিরোধীদের ঘাড়ে অশান্তির আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ফের মণিপুর যেতে পারেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, সোমবার তিনি উত্তর-পূর্বের হিংসা জর্জরিত রাজ্যে যেতে পারেন। শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শনের পাশাপাশি মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তাঁর। মৈরাং এবং চুড়াচাঁদপুরের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন রাহুল। মণিপুরে কুকি বনাম মেইতেই সম্প্রদায়ের রক্তক্ষয়ী হিংসা ছড়িয়ে পড়ার পরই সেখানকার হিংসাপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। মণিপুর গিয়ে সেখানে বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন তিনি। চলতি বছর মণিপুর থেকেই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা বের করেছিলেন রাহুল। তাঁর এই লাগাতার সফরের জেরে মণিপুরের দুটি লোকসভা আসনেই এবার জয়ী হয়েছে কংগ্রেস।

বহুতল ভেঙে চাপা পড়ার শঙ্কা

সুরাট, ৬ জুলাই : বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না গুজরাট। শনিবার সুরাটে একটি পাঁচতলা বাড়ি ভেঙে পড়ে। ওই বহুতলে ৫ থেকে ৬টি পরিবার বাস করত। সেক্ষেত্রে ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে ওই পরিবারগুলির অনেকের মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আধিকারিকরা। পুলিশ এবং দমকল বাহিনী ইতিমধ্যে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। এক মহিলাকে নিরাপদে বের করে আনা গিয়েছে খবর মিলেছে।

নমোর রাজ্যে বিজেপিকে হুংকার রাগার

'অযোধ্যায় হারিয়েছি, গুজরাটেও হারাব'

আহমেদাবাদ, ৬ জুলাই : লোকসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতিকে আক্রমণ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর সেই মন্তব্যের জেরে গুজরাটে কংগ্রেসের দপ্তরে হামলা চালিয়েছিল বজরং দল এবং ভিএইচপি। গেরুয়া শিবিরের আক্রমণের জবাবে এবার গুজরাটে দাঁড়িয়ে বিজেপিকেই হারানোর হুংকার দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। শনিবার আহমেদাবাদে কংগ্রেসের এক কর্মী-সমাবেশে তিনি বলেন, 'লোকসভা ভোটে অযোধ্যায় কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোট বিজেপিকে হারিয়েছে। এর পরের পদক্ষেপটা কী জানেন? এবার আমরা গুজরাটেও বিজেপিকে হারাব।' রাহুলের বিদ্রুপ, 'পরমাত্মার সঙ্গে মোদিজির সরাসরি সংযোগ থাকত, তাহলে ওঁর দল অযোধ্যায় হেরে গেল কীভাবে? বিজেপিতে মোদিকে কেউ পছন্দ করেন না। ওঁরা শুধু মোদিকে ভয় পান। তাই কেউ কিছু বলতে পারেন না।'

গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে রাহুল গান্ধি। শনিবার আহমেদাবাদে।

গুজরাটে এবার বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেস হাতিয়ার করেছে রাজকোট গেমিং জোন অগ্নিকাণ্ড, মোরবি সেতু বিপর্যয়, ভদোদরার নৌকাডুবি, সুরাটের তক্ষশিলা অগ্নিকাণ্ডকে। ওই ঘটনাগুলিতে মৃতদের পরিবার ও আহতদের সঙ্গে এদিন কথা বলেন রাহুল।

অযোধ্যা যে লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সেই ফৈজাবাদে এবার জয়ী হয়েছে সপা তথা ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী অবধেশ প্রসাদ। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে সেই জয়ের জন্য অবধেশকে বারবার অভিনন্দন জানিয়েছেন রাহুল। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে রাহুল এদিনও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। তাহলে অযোধ্যায় বিজেপি হেরে গেল কেন? বিজেপি আমাদের দপ্তরে হামলা চালিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছে। ওরা যেভাবে আমাদের দপ্তরের ক্ষতি করেছে, ঠিক সেইভাবেই আমরা একসঙ্গে মিলে ওদের সরকারকে ভেঙে দেব এবার। আপনারা লিখে নিন, অযোধ্যার মতো এবার গুজরাটেও নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপিকে হারাবে কংগ্রেস।' গেরুয়া শিবিরের লোকজন কংগ্রেস দপ্তরের বাইরে অশান্তি পাকাতে এলে তাঁদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় হাতশিবিরের কর্মীদের। পুলিশ পাঁচ কংগ্রেসকর্মীকে গ্রেপ্তার করে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, রাহুল ওই পাঁচ কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে থানাতেই দেখা করবেন। কিন্তু এদিন সকালে তাঁদের সিজেএম আদালতে পেশ করে পুলিশ। রাহুলের গুজরাটে আসার আগেই ওই পাঁচ কংগ্রেসকর্মীকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়। ধৃত কংগ্রেস কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে এদিন দেখা করেন বিরোধী দলনেতা।

রাহুলের ব্যঙ্গ, 'মোদিজি অযোধ্যায় লড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু হারের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে বেনারসে চলে যান।' তিনি বলেন, 'বিজেপি সেখানে হেরে গিয়েছে কেন তা জানতে চেয়েছিলাম অযোধ্যার সাংসদের কাছে। উনি বলেছিলেন, অযোধ্যার মানুষের থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। অথচ তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামে কৃষকদের জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। রাম মন্দিরের উদ্বোধনেও অযোধ্যার সাধারণ মানুষকে ডাকা হয়নি। অযোধ্যার মানুষের ক্ষোভের কারণেই বিজেপি হেরে গিয়েছে।'

খুন তামিলনাড়ুর বিএসপি প্রধান

চেন্নাই, ৬ জুলাই : বাড়ির সামনে নৃশংসভাবে খুন হলেন বহুজন সমাজ পার্টির তামিলনাড়ু শাখার সভাপতি কে আর্মস্ট্রং। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে চেন্নাইয়ের পেরাম্বুরে। এদিন সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন আর্মস্ট্রং। সেই সময় ৩টি বাইকে চড়ে ৬ জন সেখানে আসে। সবার পরনে ডেলিভারি বয়ের পোশাক ছিল। আচমকা বিএসপি নেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। কুড়ুল দিয়ে বারবার কোপানো হয় আর্মস্ট্রংকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। আর্মস্ট্রংকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সভাপতির মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিএসপি কর্মীরা। চেন্নাই সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। এদিকে আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্নে রাজ্যে ক্ষমতাসীন ডিএমকে-কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। এআইএডিএমকে ও বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, এমকে স্ট্যালিনের শাসনে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

খুনের ঘটনার নিন্দা করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রাহুল বলেন, 'বসপা সভাপতি আর্মস্ট্রংয়ের খুনের ঘটনা মর্মান্তিক ও গভীরভাবে বেদনাদায়ক।... আমি আর্মস্ট্রংয়ের দল, পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও শোকাহত বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

৮ জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আসরা গর্গ বলেন, 'তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আমরা ৮ জন সন্দেহভাজনকে আটক করেছি। কয়েকদিনের মধ্যেই তদন্তের অগ্রগতি হবে। ঘটনায় জড়িত কাউকে ছাড়া হবে না।' পুলিশকর্তা আরও বলেন, 'আর্মস্ট্রংয়ের মৃত্যুর পিছনে ২-৩টি কারণ থাকতে পারে। সন্দেহভাজনদের জেরা সম্পূর্ণ হলে মৃত্যুর সঠিক কারণ প্রকাশ্যে আসবে।'

ডেলিভারি বয় সেজে এসেছিল আততায়ীরা

তামাক ছাড়াতে ওষুধ চিকিৎসার নিদান হু'র

জেনেভা, ৬ জুলাই : মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, 'সিগারেট ছাড়া খুব সহজ। আমি তো কতবার ছেড়েছি!' ধূমপানের প্রসঙ্গ উঠলেই টোয়েনের উক্তি আজও চলে আসে আলোচনায়। কিন্তু কে না জানে, নেশা ধরা যত সোজা নেশা ছাড়া তত সহজ নয়!

ধূমপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা একবাক্যে মানেন ধূমপায়ীরাও। সিগারেটের প্যাকেটেও থাকে বীভৎস ছবি সহ বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। উৎপাদন, বিক্রি কিংবা বিজ্ঞাপন, কিছুই বন্ধ হয় না। ধূমপায়ীরাও নিজেদের নিবৃত্ত করতে পারেন না সুখটান থেকে। ক্ষতি হচ্ছে জেনেও তাঁরা বলেন, 'ছাড়তে চাই, কিন্তু পারি কই!'

ধূমপান ছাড়ার নানা টোটকা দেন অনেকেই। কেউ বলেন, পান-সুপারি কিংবা অন্য কোনও লঘু নেশা ধরতে। কেউ বলেন, ধূমপানের ইচ্ছা হলেই জল খান। খান মৌরি, ফল এবং ড্রাই ফ্রুটস। দূরে থাকুন চা, কফি থেকে। চিকিৎসকরা বলেন, ছাড়ার ইচ্ছাই বড় কথা। মনের জোরে সব নেশাই নাকি ছাড়া যায়। কিন্তু এতসব হিতোপদেশে যে খুব একটা কাজ হয় না, তা ভারতে তো বটেই এমনকি সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান ধূমপায়ীর সংখ্যার দিকে তাকালেই মালুম হয়।

ধূমপানজনিত রোগ ও মৃত্যুর পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার কোমর বেঁধে নেমে পড়ল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। কোনও টোটকা বা সদুপদেশ নয়, ধূমপান ছাড়াতে তারা কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি রীতিমতো ওষুধ চিকিৎসারও সুপারিশ করেছে। নির্দেশিকায় জোর দেওয়া হয়েছে সচেতনতা প্রসারেরও। ধূমপান ছাড়ানোর ব্যাপারে এটাই হু-এর তরফে প্রথম 'ওষুধ চিকিৎসা নির্দেশিকা'।

কী আছে নির্দেশিকায়? তামাকের নেশা ছাড়াতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'ওষুধ চিকিৎসা'র পরামর্শ দিয়েছে। এক্ষেত্রে ভেরেনিক্লিন, বিউপ্রোপিয়ন, সাইটিজিন ইত্যাদি ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি 'নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি' (এনআরটি)-কেও 'তামাক ছাড়ার কার্যকর চিকিৎসা' হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করেছে। এনআরটি চিকিৎসার মধ্যে নিকোটিন গাম, প্যাচ, লজেন্স ইত্যাদি থাকতে পারে বলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্তাদের দাবি, আচরণ বা অভ্যাস বদলের সঙ্গে ওষুধের সংমিশ্রণ সফলভাবে ধূমপান ছাড়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, 'এই নির্দেশিকাগুলি তামাক ব্যবহারকারীদের তামাকের নেশা ছড়ানোর প্রক্রিয়ায় স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে।' একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে কাউন্সেলিংয়ের পরামর্শ দিয়েছে হু। দলবদ্ধভাবে কিংবা এককভাবে হতে পারে এই কাউন্সেলিং। এছাড়া ফোনে টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে নেশামুক্তি সচেতনতা প্রচারের পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ভারতে ২৭ কোটির বেশি তামাকসেবী মানুষের বাস। হু-র সুপারিশ তাঁদের কতটা কাজে লাগে, এখন এটাই দেখার।

ধূমপান ছাড়াতে সুপারিশ

- ওষুধ চিকিৎসা। যেমন, ভেরেনিক্লিন, বিউপ্রোপিয়ন, সাইটিজিনের ব্যবহার
- নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি' (এনআরটি)। এর মধ্যে নিকোটিন গাম, প্যাচ, লজেন্স ইত্যাদি থাকতে পারে
- আচরণ বদলে কাউন্সেলিং

অ্যামিবার সংক্রমণে নাকাল কেরল

তিরুবনন্তপুরম, ৬ জুলাই : অণুবীক্ষণেও প্রায় ধরা পড়ে না এমন এককোষী একটি প্রাণি। আর সেটাই এখন ত্রাসের সঞ্চার করেছে কেরলে। ইতিমধ্যে ওই অণুজীবের সংক্রমণে চারজনের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। চতুর্থজনের অবস্থাও গুরুতর। সংক্রামিত প্রত্যেকেই শিশু বা কিশোর।

অণুজীবের নাম অ্যামিবা। বিজ্ঞানসম্মত নাম 'নায়েগ্লেরিয়া ফাউলেরি'। লোকেবলে 'ঘিলুখেকো অ্যামিবা'। শরীরে প্রবেশ করে যে রোগটি বাধায়, তার নাম 'অ্যামিবাক মেনিঙ্গোএনসেফ্যালাইটিস'। এই রোগে মুক্ত অণুজীবটি বাসা বাঁধে রোগীর মস্তিষ্কে। তারপরে কুরে কুরে খেতে থাকে মাথার কোষ।

এমনই এক মারাত্মক অ্যামিবার সংক্রমণে গত ২১ মে কেরলের মলপ্পুরমে মৃত্যু হয় বছর পাঁচেকের এক শিশুকন্যার। আর তাতেই ছড়িয়ে পড়ে উদ্বেগ। অ্যামিবার দ্বিতীয় শিকার কানুরের বছর ১৩-র একটি মেয়ে। ২৫ জুন সে মারা যায়। ৩ জুলাই ওই একই অসুখে কেরলে মৃত্যু হয় ১৪ বছরের এক কিশোরের। সাম্প্রতিকতম সংক্রমণের ঘটনাটি কোঝিকোড়ের। পায়োলির বাসিন্দা ওই কিশোরটি এখন একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তবে হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, চিকিৎসায় সাড়া দিয়েছে কিশোর।

আজব দুনিয়া

সব থেকে ব্যয়বহুল হংকং

এবারও হংকং। গত দু'বারের মতো এবছরও পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর হয়েছে হংকং। খাবার, গৃহস্থালি সরঞ্জাম, পরিবহণ, বিনোদন ইত্যাদি ২০০-রও বেশি সূচকে হংকংয়ে জীবনযাত্রার মান বিশ্বের তাবড় শহরকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। মাস্টার কস্ট অফ লিভিং সার্ভের সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সমীক্ষাটি করা হয়েছে ২২৬টি শহরকে নিয়ে। ব্যয়বহুল শহরের তালিকায় হংকংয়ের পরে রয়েছে সিঙ্গাপুর। তৃতীয় সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখ। সবচেয়ে কম খরচের শহর নাইজিরিয়ার আবুজা।

ক্যাসিনোয় কেল্লা ফতে

ক্যাসিনোতে খেলে বিপুল জয়। তাতে আত্মহারা হয়ে পড়েন সিঙ্গাপুরের মেরিনা বে স্যান্ডস রিসর্টে জুয়া খেলতে আসা এক ব্যক্তি। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি ক্যাসিনোয় এক বাজির দানেই জিতে নেবেন ৩২ লক্ষ পাউন্ড। ভারতীয় মুদ্রায় ৩৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৪০ টাকা। জয়ের আনন্দ চুটিয়ে উপভোগ করতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে যান। হৃদরোগে আক্রান্ত হন ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর চিকিৎসা চলছে।

চোরের পরামর্শ

চোরও কি ভদ্র হয়? সাংহাইয়ের এক চোর একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে নিয়েছে একটিমাত্র ল্যাপটপ ও হাতঘড়ি। যাওয়ার সময় একটি চিরকুট রেখে যায়। তাতে চোর লিখেছে, 'আপনার ব্যবসার ক্ষতি করে আমি বেশিকিছু নিলাম না। চিরকুটের শেষে নিজের ফোননম্বর দিয়ে লিখেছে, ল্যাপটপ ও ফোন ফেরত চাইলে সংশ্লিষ্ট নম্বরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' পুলিশ চোরকে গ্রেপ্তার করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর ছড়িয়েছে। নেটিজেনদের মন্তব্য, 'দয়ালু চোর'।

নির্মলার বাজেট ২৩ জুলাই

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন ২৩ জুলাই। ২২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে একথা জানিয়েছেন। এই নিয়ে সপ্তমবার বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারামন। এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশিবার সাধারণ বাজেট পেশ করার রেকর্ড রয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত একটানা ছ'বার আর তারপর ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত একটানা চারবার অর্থাৎ মোট ১০বার ভারতের সাধারণ বাজেট পেশ করার রেকর্ড রয়েছে তাঁর নামে। ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন পেশ করেছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বা ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট। নয়া সরকার ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত কাজ চালানোর জন্য সেই বাজেট পেশ করা হয়েছিল। এবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হবে।

যেহেতু এবার সরকারের শক্তি খানিকটা কমেছে তাই আর্থিক সংস্কারের রাস্তায় দুর্বার গতিতে হাঁটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। তার বদলে গরিব, মধ্যবিত্তদের ঝুলি ভরানোর দিকে তিনি বেশি নজর দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। সামনেই মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোট রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জোট সরকারের কাছ থেকে মধ্যবিত্তের বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা রয়েছে। জানা গিয়েছে, এবারের বাজেটে গ্রামীণ আবাসনের জন্য রাজ্যভিত্তিক ভরতুকি বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র। যা গত বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে।

লোকসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় এবার সাধারণ মানুষকে কর থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেওয়া হতে পারে বলে খবর। সর্বোপরি এবার স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতিরাও সরকার বিভিন্ন নীতি আনতে পারে বলে আশাবাদী। এছাড়াও, স্বাস্থ্যখাতে অনেক বড় প্রকল্প এবং ওষুধের দাম সস্তা হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

বাজেটে নজর থাকবে কৃষিক্ষেত্র এবং রাজস্ব বৃদ্ধির দিকেও। এছাড়াও জিএসটি সরলীকরণ এবং করের বোঝা হ্রাস করাও সরকারের অ্যাজেন্ডার শীর্ষে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন দ্বিগুণ করে চাকুরিজীবীদের বড় স্বস্তি দিতে পারে। বর্তমানে, প্রতি আর্থিক বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন পাওয়া যায়। সেভিংস অ্যাকাউন্টেও কর ছাড়ের সীমা বাড়ানো হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে চাকুরিজীবীদের জন্য সেরকম কোনও সুসংবাদ পাওয়া যায়নি। যাদের বার্ষিক আয় ১৫ লাখ টাকার বেশি, সরকার তাঁদেরও কিছু কর ছাড় দিতে পারে বলে অনুমান অর্থনীতিবিদদের। পুরোনো পেনশন স্কিম ফিরিয়ে আনা ও অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের প্রত্যাশাও করছেন বেতনভোগী কর্মীরা।

চিদম্বরমকে নিশানা ধনকরের

তিরুবনন্তপুরম, ৬ জুলাই : সদ্য কার্যকর হওয়া নতুন তিনটি ফৌজদারি আইন নিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের সমালোচনা করলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। এক সাক্ষাৎকারে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেছিলেন, একটি কমিটির পার্ট-টাইমার কিছু অপেশাদার মানুষ ওই তিনটি আইনের খসড়া তৈরি করেছেন। তাঁর ওই মন্তব্যের সমালোচনা করে ধনকর শনিবার বলেন, 'যাঁরা এই ধরনের কথা বলছেন, তাঁরা আসলে সংসদের পাণ্ডিত্যকেই অপমান করছেন।' এদিন তিরুবনন্তপুরমের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইএসটি)-এর দ্বাদশ সমাবর্তনে ভাষণ দেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান।

নতুন ফৌজদারি আইন

চিদম্বরমের মন্তব্যকে অবমাননাকর বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'আজ সকালে আমি একটি সংবাদপত্র পড়ছিলাম। সেখানে একজন তথ্যাভিজ্ঞ মানুষ যিনি দেশের অর্থমন্ত্রী ছিলেন, দীর্ঘদিনের সংসদ সদস্য এবং বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ, তিনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। এই সংসদের জন্য আমি সবসময় গর্ববোধ করি। ঔপনিবেশিক ধারাকে ছিন্ন করে নতুন তিনটি আইন তৈরি হয়েছে। সভাকক্ষে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক সদস্যের কিছু না কিছু অবদান থাকে। অথচ এই ভদ্রলোক বলেছেন, নতুন আইনগুলি তৈরি করেছেন পার্ট-টাইমাররা। আমরা কি সংসদে পার্ট টাইমার? এটা সংসদের পাণ্ডিত্যের প্রতি অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়।' ১ জুলাই থেকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে।

ধনকর জানিয়েছেন, শুধু চিদম্বরম নন, যে সমস্ত সাংসদ আইনজীবী হিসেবে খ্যাত তাঁরাও ওই তিনটি বিল নিয়ে আলোচনার সময় কোনও কথা বলেননি। অথচ তাঁদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। বিরোধীদের বক্তব্য, যে সময় আইনগুলি সংসদে পেশ করা হয়েছিল তখন শতাধিক বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। চিদম্বরমের নাম না করে ধনকর বলেন, 'আমি ওই সাংসদকে আবেদন করছি, দয়া করে এই অবমাননাকর, অসম্মানসূচক এবং সাংসদদের প্রতি অপমানজনক পর্যবেক্ষণ প্রত্যাহার করে নিন।' এদিন ধনকরের মুখেও বিকশিত ভারত গড়ার কথা শোনা যায়।

জল থইথই... বন্যায় জলমগ্ন অসমের একাধিক জেলা। মরিগাঁও জেলায় নৌকা করে পারাপার করছেন গ্রামবাসীরা। কামরূপের জঙ্গলে একগলা জলে দাঁড়িয়ে গজরাজ। শনিবার।

২৪ লক্ষ মানুষ দুর্গত অসমের বন্যায়

গুয়াহাটি, ৬ জুলাই : টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে অসমে। বন্যার জেরে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫২। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে দু'জন প্রাণ হারিয়েছেন। বন্যায় ২৪ লক্ষের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বলে জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের পরিস্থিতিও শোচনীয়। উদ্যানের অন্তত ৭০ শতাংশ জমি জলের তলায়। আতঙ্কে উদ্যান ছেড়ে পালাচ্ছে পশুরা।

সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন জানিয়েছে, অন্তত ১৮টি জেলা বন্যাবিধ্বস্ত। ৩০টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত। ব্রহ্মপুত্র, বরাক, কপিলি সহ বেশ কয়েকটি নদীর জল উপচে পড়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। কমিশনের হিসাবে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ধুবড়ি জেলার। সেখানে প্রায় ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ জলবন্দি। ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে। সরকারি ত্রাণশিবিরে রাখা সম্ভব হয়েছে মাত্র ৩,৬২৭ জনকে।

সরকারি হিসাব বলছে, কাজিরাঙায় চলতি মরশুমে গন্ডার, হরিণ সহ ৭৭টি পশুর মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে অন্তত ৬২টি হগ ডিয়ার (পারা হরিণ)।

গত এক মাস ধরে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র সহ একাধিক বড় নদীর জল বইছে বিপদসীমার ওপর দিয়ে। এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নষ্ট হয়েছে অনেক ফসল।

ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে রয়েছে ধুবড়ি ছাড়াও ডারাং, কাছাড়, বরপেটা, নলবাড়ি এবং মরিগাঁও। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। তবে এখনও হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া।

রাজ্যের শহরাঞ্চলগুলিও গত ন'দিন ধরে জলের তলায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ডিব্রুগড়ে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে পরিস্থিতি তত্ত্বাবধানের জন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়েছে। কাজিরাঙা উদ্যানে ১৫ হাজারের বেশি পশু বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। এখনও পর্যন্ত ৯২টি পশুর মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ৯৪টি পশুকে। তার মধ্যে ৫০টিকে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ১১টি পশু চিকিৎসা চলাকালীন মারা গিয়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসমের রাস্তাঘাট, সেতু এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ। নিয়ামতিঘাট, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়িতে ব্রহ্মপুত্র এবং তার উপনদীগুলি বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। বরাক নদীর জলও ফুঁসছে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, গত কয়েকদিনে অসমে স্বাভাবিকের চেয়ে ৮৫ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি না থামলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয় প্রশাসনের।

অন্যদিকে, গত কয়েকদিনের অতিভারী বৃষ্টিতে বানভাসি উত্তর-পূর্বের আর এক রাজ্য মণিপুরও। সেখানে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৫ হাজার বাড়ি ভেঙে পড়ায় অন্তত ২০ হাজারের বেশি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের আশ্রয় দিতে খোলা হয়েছে ১৪টি ত্রাণশিবির। যদিও ত্রাণশিবিরে আশ্রয় হয়েছে ১,২৫১ জনের।

ঈশ্বর ছাড়া আর কারও কথাতেই সরবেন না বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৬ জুলাই : তিনি যে ক্রমে হাসির খোরাক হয়ে উঠছেন, সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন জো বাইডেন। কিন্তু তিনি নাছোড়। শুক্রবার সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, কারও কথায় বা টিপ্পনীতে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াই থেকে সরবেন না। একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বর এসে বললে তিনি ভেবে দেখতে পারেন। তাঁর কথায়, 'তখন থেকে অনেকেই বলে যাচ্ছেন, জো কী করছেন? এবার সরুন। তাঁদের উদ্দেশে আমার একটাই জবাব, আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি এবং ফের জিতছি।'

বয়স বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাইডেনের কাছে। ক্ষমতায় আসার

পর থেকেই নানা আচরণে ধরা পড়েছে, তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ নন। এমনকি বার্ধক্যজনিত মানসিক সমস্যাও রয়েছে তাঁর। কয়েকদিন আগে তিনি নিজেকে 'আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ এবং মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট' বলে উল্লেখ করে লোক হাসিয়েছিলেন। তার আগেও বহুবার অসংলগ্ন কথা বলার রেকর্ড রয়েছে তাঁর। প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সম্মুখ বাগযুদ্ধেও সম্প্রতি খুব নিষ্প্রভ লেগেছে বাইডেনকে।

এই পরিস্থিতিতে ডেমোক্র্যাটদের একটি বড় অংশই প্রেসিডেন্ট পদে আর দেখতে চাইছেন না বাইডেনকে। তাঁর বিকল্প হিসাবে একাধিক নাম নিয়েও চর্চা চলছে। তবু বাইডেন নাছোড়। তিনি বলেছেন, 'আমি নির্বাচনে লড়ছি, লড়ব। আরও চার বছর প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করার সামর্থ্য আমার রয়েছে। আমি লড়াই থেকে সরছি না, একমাত্র যদি না স্বয়ং ঈশ্বর এসে আমাকে বলেন সরে যেতে।'

সুনকের রোয়ান্ডা পরিকল্পনা বাতিলের সিদ্ধান্ত

স্টার্মারকে ভারতে আমন্ত্রণ মোদির

লন্ডন, ৬ জুলাই : পার্লামেন্ট ভোটে জেতার পরেই কিয়ের স্টার্মার ইঙ্গিত করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হবেন না তিনি। প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পূর্বতন কনজারভেটিভ সরকারের রুয়ান্ডা পরিকল্পনা বাতিল বলে ঘোষণা করলেন তিনি।

আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া রোয়ান্ডায় পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল ঋষি সুনকের সরকার। পরিকল্পনাটির তীব্র বিরোধিতা করেন অভিবাসীরা। তাঁদের জোর করে রোয়ান্ডায় পাঠানোর প্রতিবাদ জানিয়েছিল মানবাধিকার সংগঠনগুলি। আন্তর্জাতিক স্তরেও ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে স্টার্মার ঘোষণা করেন, 'রোয়ান্ডা প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই মারা গিয়েছে। সেটিকে এবার কবরস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।... আমি এমন ছলনা চালিয়ে যেতে চাই না যা প্রতিষেধকের কাজ করবে না।' তাহলে ব্রিটেনে বেআইনিভাবে বসবাসকারী হাজার হাজার অভিবাসীর কী হবে? সরাসরি জবাব দেননি স্টার্মার। তবে সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত, অভিবাসন ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপের কথা ভাবছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে

নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতে পারে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবপাচার চক্রের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করতে চাইছেন স্টার্মার। ব্রিটেনের জলসীমাকে সুরক্ষিত করতে একটি বর্ডার সিকিউরিটি কমান্ড তৈরি করতে চাইছেন তিনি। ওই পাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে সেনা, অভিবাসন দপ্তর ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলি। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই ৫-কেও বর্ডার সিকিউরিটি কমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দিতে পারেন তিনি।

অভিবাসন সংস্থার হিসাব বলছে, চলতি বছর ব্রিটেনে আসা বেআইনি অভিবাসীর সংখ্যা ১২,৩১৩। গতবছরের চেয়ে যা ১৮ শতাংশ বেশি। এই অভিবাসীদের সিংহভাগ সচ্ছল জীবনের আশায় আফ্রিকার প্রত্যন্ত দেশগুলি থেকে নৌকায় করে সমুদ্র পেরিয়ে ব্রিটেনে এসেছেন।

এদিন ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্টার্মারকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। পিএমও'র তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দুই প্রধানমন্ত্রী ভারত-ব্রিটেন ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করেছেন। দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন তাঁরা। ব্রিটেনের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের অবদানের প্রশংসা করেছেন স্টার্মার।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় হত ১ জওয়ান

কুলগাম, ৬ জুলাই : লোকসভা ভোটের পর থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় ধারাবাহিকভাবে উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। শনিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। বাহিনী সূত্রে খবর, এদিন কুলগামের মোডারগাম এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযানে নামে সেনা। সেই সময় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা আচমকা সেনাকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। গুরুতর আহত হন এক জওয়ান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মোডারগামে জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা-পুলিশের যৌথবাহিনী। ওই এলাকায় এখনও ২-৩ জন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

৪০০ পারের খোঁচা থারুরের

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : বিজেপি পারেনি। কিন্তু ব্রিটেনের নির্বাচনে লেবার পার্টি পেরেছে। 'আব কি বার ৪০০ পার' স্লোগান ভারতে সাফল্য না পেলেও বিলেত আস্থা রেখেছে ৪০০ পারের সংকল্পে। এই নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'অবশেষে একটি দল ৪০০ আসন পেরোতে সক্ষম হল। শেষ পর্যন্ত এবার ৪০০ পার হল। তবে সেটা হয়েছে অন্য একটি দেশে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সের ৬৪৫ আসনের মধ্যে লেবার পার্টি পেয়েছে ৪১২টি আসন। অপরদিকে কনজারভেটিভরা পেয়েছে ১২১টি আসন।

মরণোত্তর শৌর্যচক্র প্রাপকের পরিবারের সঙ্গে সেনাপ্রধান। নয়াদিল্লিতে।

চন্দ্রচূড়কে চিঠি ১৫০ আইনজীবীর

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন নাকচের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি লিখলেন ১৫০ জন আইনজীবী। দিল্লি হাইকোর্ট এবং জেলা আদালতগুলির আইনজীবীদের তরফে লেখা ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ন্যায়ালয়ে যে ধরনের কাজকর্ম চলছে তা নজিরবিহীন।

৯ পাতার চিঠিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 'নির্দেশ আপলোড হওয়ার আগে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি সুধীরকুমার জৈন কীভাবে ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানানোর অনুমতি দিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সবথেকে চিন্তাজনক হল, জামিনের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার আগেই তাতে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। এই সবকিছুই হয়েছে জামিনের নির্দেশটি আপলোড হওয়ার আগেই।' আইনজীবীদের বক্তব্য, 'এই ধরনের কাজ ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে কখনও দেখা যায়নি। এর ফলে আইন জগতের সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।' যাঁরা চন্দ্রচূড়কে চিঠি লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আপের আইনজীবী শাখার সদস্যরাও রয়েছেন। বিচারপতিরা যে তাঁদের নির্দেশে আইনজীবীদের বক্তব্যকেও নথিভুক্ত করছেন না সেই অভিযোগও তোলা হয়েছে চিঠিতে। যা আদালতের ইতিহাসে প্রথমবার ঘটছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশের মানুষ অনেক প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। সেই আস্থা যাতে বজায় থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব বিচারব্যবস্থা এবং আইনজীবীদের। এদিকে কেজরি-পত্নী সুনীতা একটি নতুন ভিডিওবার্তায় অভিযোগ করেছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী গভীর চক্রান্তের শিকার। তিনি বলেন, 'এনডিএ সাংসদ এম শ্রীনিসাউলু রেড্ডির বয়ানের ভিত্তিকে কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২২ সালের ১৭ ডিসেম্বর ইডি রেড্ডির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল। তিনি কেজরিওয়ালের সঙ্গে কখনও দেখা করেছেন কিনা জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে তিনি হ্যাঁ বলেন। ইডি ওই বয়ানে খুশি হয়নি। তারপর রেড্ডির ছেলেকেও গ্রেপ্তার করে ইডি।' দিল্লির মানুষকে কেজরিওয়ালের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও আবেদন করেন সুনীতা।

ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : কঠিন লড়াইয়ের পর ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন মাসুদ পেজেশকিয়ান। এবারের ভোটে যে ৪ জন নেতা প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে পেজেশকিয়ান ছিলেন একমাত্র সংস্কারপন্থী নেতা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই জনগণের আস্থা অর্জনের বার্তা দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পেজেশকিয়ান লিখেছেন, 'আপনাদের সমর্থন, সহানুভূতি ও আস্থা ছাড়া সামনের পথ মসৃণ হবে না। আমি আপনাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম।'

নতুন প্রেসিডেন্টের বার্তা স্পষ্ট। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসির আমলে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ যেভাবে মাত্রা ছাড়িয়েছিল তাতে রাশ টানতে চাইছেন পেজেশকিয়ান। তবে ইরানে সরকার ও জনগণের বড় অংশের মধ্যে যেভাবে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তাতে নতুন প্রেসিডেন্টকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের ফল বলছে, ৫৩.৬ শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েছেন তিনি। যদিও লড়াই খুব একটা সহজ ছিল না পেজেশকিয়ানের পক্ষে। ২০০৮ থেকে ইরানের উত্তর-পশ্চিমের গুরুত্বপূর্ণ শহর তবরিজ থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হলেও কখনই সেভাবে প্রচারের আলোয় আসেননি পেজেশকিয়ান। ২০০৫-এর পর কোনও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদেও তাঁকে দেখা যায়নি। ২০০১-০৫ পর্যন্ত তৎকালীন প্রেসিডেন্ট

ভোটে বড় জয় সংস্কারপন্থীদের

মহম্মদ খাতামি সরকারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

ইরানের রাজনীতিতে বরাবর সংস্কারপন্থী বলে পরিচিত পেশায় হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পেজেশকিয়ান। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিল দেশের সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি। দুই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ খাতামি ও হাসান রুহানি তাঁর পক্ষে বিবৃতি দেন। পেজেশকিয়ানের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন সায়িদ জালিলি, মহম্মদ বাঘের গালিবাফ এবং মোস্তাফা পোরমহম্মদি। ৩ জনেই কট্টরপন্থী নেতা বলে পরিচিত। ২৮ জুন হয় প্রথমদফার ভোটগ্রহণ। সেখানে কোনও প্রার্থীই ৫০ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় দ্বিতীয় দফার ভোটের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দফায় সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া মাসুদ পেজেশকিয়ান ও সায়িদ জালিলির মধ্যে লড়াই হয়। দ্বিতীয় দফায় বাজিমাত করেন পেজেশকিয়ান।

জালিলির ১.৩ কোটি ভোটের বিপরীতে ১.৬ কোটি ভোট পেয়েছেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রথম দফার প্রেসিডেন্ট ভোটে মাত্র ৪০ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। প্রদত্ত ভোটের ৪২ শতাংশ পেয়ে একনম্বরে উঠে আসেন পেজেশকিয়ান। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে দেখা যায় প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। সংস্কারপন্থী নেতার সমর্থনেই নির্বাচকদের একটি বড় অংশ যে ভোটকেন্দ্রমুখী হয়েছিলেন, নির্বাচনের ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে।

শনিবার ভোটের ফল প্রকাশ্যে আসতেই ইরানের নতুন প্রেসিডেন্টকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'মাসুদ পেজেশকিয়ান, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন।' ইরানে পালাবদল দিল্লি-তেহরান সম্পর্কে কতটা ছায়া ফেলবে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ইরাজ এলাহি।

চিকিৎসক ও সৈনিক

তেহরান, ৬ জুলাই : ইরানের নবম প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন সংস্কারপন্থী নেতা মাসুদ পেজেশকিয়ান। প্রথমসারির রাজনীতিবিদ না হলেও সাধারণ মানুষের 'পরিচিত মুখ' তিনি। পেজেশকিয়ানের জন্ম উত্তর-পশ্চিম ইরানের মাহাবাদে। সালটা ছিল ১৯৫৪'র ২৯ সেপ্টেম্বর। ১৯৭৩-এ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হন তিনি। যোগ দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে। পেশায় চিকিৎসক হলেও সৈনিক হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

১৯৮০-র দশকে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইরানি সেনাবাহিনীর সামনের সারিতে ছিলেন তিনি। যুদ্ধের পর তবরিজ ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সের প্রধান হন। ১৯৯৪-এ একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় স্ত্রী ফতেমা মাজিদি ও এক মেয়ের মৃত্যুর পর আর বিয়ে করেননি পেজেশকিয়ান। দুই ছেলে ও এক মেয়েকে একাই বড় করেন। মহম্মদ খাতমি ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ২০০১-০৫ পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকার পর ফের চিকিৎসকের পেশায় ফিরে গিয়েছিলেন তিনি।

২০০৮-এ তবরিজ থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচন হন। তখন থেকে ২০২৪ পর্যন্ত টানা ওই এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পার্লামেন্টে সংস্কারপন্থী সদস্য হিসাবে পরিচিত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত অনেককেই চমকে দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত সংস্কারপন্থী ভাবমূর্তিই পেজেশকিয়ানকে দেশের শীর্ষপদে পৌঁছে দিল।

টানা বর্ষণে পাহাড়ে যাতায়াত ক্রমশ কঠিন হচ্ছে

গ্যাংস্টারকে জেরায় মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য

কলকাতা, ৬ জুলাই : সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় বিহারের কুখ্যাত গ্যাংস্টার সুবোধ সিংকে নিজেদের হেপাজতে আনে সিআইডি। দেশের একাধিক রাজ্যে সোনার দোকানে ডাকাতি সহ নানা অপরাধে নাম জড়িয়েছে তার। তাকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে গোয়েন্দা আধিকারিকদের হাতে। বিহারের বাসিন্দা হলেও তার অপরাধের হাতেখড়ি এরাজ্য থেকেই। ১৭ বছর আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গের নানান জেলায় অপরাধ সংঘটিত করেছে সে। শুধু ডাকাতি নয়, তোলাবাজিতেও নাম জড়িয়েছে। বিহারের জেলে বসেও তার নির্দেশেই সাঙ্গোপাঙ্গরা কাজ চালিয়ে যেত। তাকে জেরা করে বিস্ফোরক সব তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে।

২০০৭ সালে বেশ কিছুদিন সে সোদপুরের পানশিলায় থাকত। তখন থেকেই অপরাধের জাল বিস্তার করে। ওই বছরই বাগুইআটিতে ব্যাংক ডাকাতিতে যুক্ত ছিল সুবোধ। ২০০৮ সালেও স্বর্ণ ঋণপ্রদানকারী সংস্থায় ডাকাতি করে। এছাড়াও বাগুইআটি, মধ্যমগ্রাম, ব্যারাকপুরে ডাকাতির ঘটনাতেও যুক্ত ছিল।

২০১৭ সালে হাওড়ার বালিতে ভাড়ায় থাকা শুরু সুবোধের। তখন শশাঙ্ক নামে এক গ্যাংস্টারের ছত্রছায়ায় হাওড়াতেও অপরাধের সাম্রাজ্য বাড়াতে থাকে। আসানসোলের হিরাপুরে ডাকাতিতে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জামিন পেয়ে সে বিহারের পাটনায় পালিয়ে যায়। ২০১৮ সালে পাটনাতেও একাধিক অপরাধের ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করে সেখানকার পুলিশ। বিহারের বেউর জেলে বসেই সঙ্গীদের নির্দেশ দিত সে। জেলে তার শৌখিন জীবনযাপনের ব্যবস্থা ছিল। জেলে বসেই ব্যারাকপুর থেকে তোলা আদায়ের ভাগ পেত সে। সিআইডির জেরায় বেলঘরিয়ার ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের ওপর হামলার ঘটনাও স্বীকার করেছে সে।

নবজাতককে পিকুতে ফেলে উধাও মা

কিশনগঞ্জ, ৬ জুলাই : কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালের পিকুতে ১৩ দিনের এক নবজাতককে ফেলে পালিয়ে গেল মা। শুক্রবার রাতে কিশনগঞ্জ সদর থানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এমনই অভিযোগ দায়ের করে। থানার আইসি সন্দীপ কুমার এ খবর জানান। হাসপাতালের চিকিৎসক নবীন কুমার জানান, গত ২২ জুন এক বেসরকারি হাসপাতালে ওই শিশুর জন্ম হয়। শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় ২৫ জুন সদর হাসপাতালের পিকুতে মেয়েকে ভর্তি করে মা পালিয়ে যায়। ভর্তির সময় দেওয়া ঠিকানায় চাইল্ড লাইন খোঁজখবর করে কারও সন্ধান পায়নি।

জেলা শিশু সংরক্ষণ আধিকারিক রবিশংকর তেওয়ারি জানান, সম্ভবত প্রতিপালনে অসমর্থতায় অসুস্থ মেয়েকে ফেলে মা পালিয়ে যায়। আইন মোতাবেক শিশুটির প্রতিপালনে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিষয়টিতে নজর রেখেছে চাইল্ড লাইন।

সূত্রের দাবি, ওই মহিলার আগেও পাঁচটি মেয়ে হয়েছিল। পুলিশ শিশুটির বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও সাড়া পায়নি।

পথ দুর্ঘটনায় আহত ৩

কিশনগঞ্জ, ৬ জুলাই : শনিবার কিশনগঞ্জের শীতলনগরের কাছে ৩২৭ই জাতীয় সড়কে একটি কনটেনার ও একটি চার চাকার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় তিনজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন পূর্ণিয়ার জেলা শিক্ষা আধিকারিক মহম্মদ সউড জাফর তাঁর গ্রামের বাড়ি কোচাধামন ব্লকের টেনা গ্রামে যাচ্ছিলেন। তাঁর গাড়ির সঙ্গে একটি কনটেনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনি, তাঁর স্ত্রী ও দশ বছরের ছেলে আহত হন। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ তাঁদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কনটেনার ও দুর্ঘটনাগ্রস্ত চার চাকার গাড়িটি উদ্ধার করেছে বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে কোচাধামন থানার আইসি শ্রী রাজা বলেন, 'পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

জেলার খেলা

ফাইনাল স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের রামগোপাল আগরওয়াল, অমৃতকুমার চৌধুরী, বিমলা পাল ও জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবলের ফাইনাল স্থগিত রয়েছে। শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে তরুণ তীর্থ ও রবীন্দ্র সংঘের ম্যাচ ছিল। পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অতিবৃষ্টির কারণে এদিনের খেতাবি লড়াই আয়োজন সম্ভব হয়নি। ফাইনালের পরবর্তী তারিখ পরে জানানো হবে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে বিশমাইল এলাকায় ধস।

ভয় বাড়াচ্ছে তিস্তাপাড়ের পথ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : তিস্তার জলের দিকে নজর থাকে ওঁদের। রাস্তা থেকে জল নামলেই তিস্তাবাজারের বাসিন্দারা ছুটে যান রসদ জোগাড়ে। কিন্তু সেই সুযোগ পাচ্ছে না রম্ভি, সেলফিদাড়ার মতো বেশ কয়েকটি এলাকা। তিস্তা-বিপর্যয়ের পর ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক যেন মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চাইছে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের। জাতীয় সড়কটি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত যে জীবনের ছন্দ ফিরবে না, বুঝতে পারছেন এখানকার বাসিন্দারা। কিন্তু সিকিমের লাইফলাইন জাতীয় সড়কটি দিয়ে কবে যান চলাচল নতুন করে শুরু হবে, নিশ্চয়তা দিতে পারছে না প্রশাসন।

কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলছেন, 'পাহাড় কেটে রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা বের করার কাজ চলছে। যেসব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পাহাড় কাটার প্রয়োজন নেই, সেখানে মেরামতির কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক চালু করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা ডেকে আনছে বৃষ্টি।'

শুধু তিস্তাপাড়ের রাস্তা নয়, বিপর্যয় ঘনাচ্ছে দার্জিলিংয়ের রাস্তাতেও। শুক্রবারের পর শনিবারও একাধিক জায়গায় ধস নামার খবর মিলেছে।

বৃষ্টি বাড়লেই জলস্ফীতি ঘটছে তিস্তায়। সমতল তো বটেই, তিস্তার জলে ফের প্লাবিত হচ্ছে তিস্তাপাড়ের এলাকাগুলি। শনিবারই তিস্তাবাজারের বাসিন্দাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলবন্দি হয়ে থাকতে হয়েছে। দুপুরের পর যদিও তাঁরা কিছুটা স্বস্তি ফিরে পান। কিন্তু ফের যদি পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি হয়, তবে নতুন করে যে আবার তিস্তার জলে সমস্যায় পড়তে হবে, তা তাঁরা বুঝতে পারছেন। যদিও আপাতত স্বস্তির বার্তা দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'বৃষ্টি চলবে। তবে দু'-একটি জায়গার বাইরে আগামী দু'দিন সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে গত তিনদিনের মতো বৃষ্টির তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি থাকবে না।'

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় গ্যাংটকে ২২.২, গেইলসিংয়ে ৫৫.৪, সোরেংয়ে ৫০.০, দার্জিলিংয়ে ১১৬.৬, কালিম্পংয়ে ৯৯.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আর এই বৃষ্টিতেই এদিন নতুন করে ফুলেফেঁপে উঠে বিপত্তি ডেকে আনে তিস্তা।

তবে সরাসরি তিস্তা নয়, সেলফিদাড়া, রম্ভির মতো এলাকাগুলিকে বিপদের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তিস্তার ঝাপটায় ক্ষতিগ্রস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। রম্ভির একপাশে ৭.৯ পয়েন্টে পাহাড় কাটার কাজ চলায় বন্ধ রাখা হয়েছে রাস্তা। অন্যদিকে, ২৮ মাইলে রাস্তা সম্পূর্ণভাবে বসে গিয়েছে। ফলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে তাঁরা রয়েছেন বলে মনে করছেন সুখদেব রাইয়ের মতো রম্ভির বাসিন্দারা। সুখদেব বলছেন, 'প্রত্যেকের ঘরে যা খাবার আছে, তা মিলেমিশে খাওয়া হচ্ছে। জানি না এমনভাবে কতদিন চলবে?'

সেলফিদাড়ার একটা অংশে রাস্তার অর্ধের খেয়েছে তিস্তা, বাকি অংশ বসে গিয়েছে কয়েক ফুট নীচে। অন্য অংশের ভ্যালি সাইড পুরোপুরি নদীগর্ভে। যথারীতি আটকে সেলফিদাড়ার পরিবারগুলি। আধপেটা খেয়ে কতদিন এখানকার বাসিন্দাদের চলবে, সেটা স্পষ্ট নয়। অনেকটা একই পরিস্থিতি লোহাপুল, ২৯ মাইল, কালিঝোরার কিছু অংশে।

একারণেই কবে জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে, তা পরিষ্কার হচ্ছে না। জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় সিকিম ও কালিম্পংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ রয়েছে আলগাড়া-লাভা-গরুবাথান রুট দিয়ে। কিন্তু এদিন বিকেলে ধসের জন্য দীর্ঘসময় বন্ধ থাকে লাভা ও কালিম্পংয়ের মাঝে ঋষি রোড। উপর থেকে বোল্ডার পড়ায় কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকে রংপো-সিংতাম রাস্তা। আরও কিছু রাস্তা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

টয়ট্রেন বন্ধ রাখতে রেলকে চিঠি রাজ্যের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : ভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। ঘটনার জেরে বন্ধ টয়ট্রেন পরিষেবা। এই পরিস্থিতিতে জোরকদমে ধস সরিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাইন মেরামত করতে চাইছে রেল। রবিবারের মধ্যে কাজ শেষ করে সোমবারেই পরিষেবা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। লাগাতার বৃষ্টির কারণে পাহাড়ে একাধিক এলাকায় রাস্তা ধসে গিয়েছে। তাই আরও কিছুদিন টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার জন্য রেলকে চিঠি দিল রাজ্য সরকার। প্রথমে কার্সিয়াংয়ের একজন পঞ্চায়েত সদস্য চিঠি দিলেও পরবর্তীতে দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক ডিএইচআর ডিরেক্টর অরবিন্দকুমার মিশ্রকে চিঠি দিয়ে ট্রেন বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছেন।

ধসে বিপর্যস্ত পথে ট্রেন চললে আরও বেশি ধসের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এব্যাপারে কথা বলতে ডিএইচআর ডিরেক্টর একে মিশ্রর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর ফোন পরিষেবা সীমার বাইরে থাকায় বক্তব্য মেলেনি। তবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেছেন, 'ধসের কারণে ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে রাজ্যের কোনও চিঠির প্রতিলিপি এখনও আমার কাছে পৌঁছায়নি।'

গত কয়েকদিনে গয়াবাড়ি, মহানদী, তিনধারিয়া, রংটং সহ একাধিক এলাকায় টয়ট্রেনের লাইনে ধস পড়েছে। লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা হয় পাঁচ তারিখ থেকেই। সরকারিভাবে ৭ তারিখ পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধের কথা ঘোষণা করে ডিএইচআর। কিন্তু রেলসূত্রে জানা গিয়েছে, সব জায়গা থেকে এখনও ধস সরানো সম্ভব হয়নি। তাছাড়া টানা বৃষ্টি পড়ায় রেলকর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সরকারিভাবে টয়ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার সময়সীমা আরও বাড়তে পারে বলে খবর।

এসবের মাঝে রাজ্যও রেলকে চিঠি দিয়ে পরিষেবা আপাতত বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছে। যতদিন না পর্যন্ত ধস সরিয়ে রাস্তা মেরামত করা হচ্ছে, ততদিন অন্তত যেন ট্রেন চালানো না হয়, সেই আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু ডিএইচআর কিংবা রেলের তরফে এখনও রাজ্য সরকার কিংবা মহকুমা প্রশাসনকে ওই চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে একবার বিষয়টি নিয়ে রেলের বৈঠক হয়েছে বলে খবর। দার্জিলিং টয়ট্রেনের হেরিটেজ স্বীকৃতি থাকায় চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে হেরিটেজ কমিটির সঙ্গে আলোচনার পরেই এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

বিপদের শঙ্কায়

- ধসে বিপর্যস্ত পথে ট্রেন চললে আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা প্রশাসনের
- বহু জায়গায় ধস, রাস্তা এবং লাইন মেরামতে সময় লাগবে আরও
- টানা বৃষ্টিতে কাজে ব্যাঘাত
- রাজ্যের চিঠির উত্তর দেয়নি রেল, তবে সেই ইস্যুতে বৈঠক হয়েছে
- হেরিটেজ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা

বন্ধ পর্যটনস্থল

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : পাহাড়ে প্রবল বর্ষণের জেরে দার্জিলিংয়ের দুটি পর্যটনস্থল বন্ধ করে দিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। সেগুলো রক গার্ডেন এবং গঙ্গামায়া পার্ক। জিটিএ'র পর্যটন দপ্তরের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পর্যটক এবং স্থানীয় মানুষের সুরক্ষার কথা ভেবে এই পদক্ষেপ। রবিবার থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে।

জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের সচিব সোনম লেপচা বলেছেন, 'ভারী বর্ষায় রক গার্ডেন এবং গঙ্গামায়া পার্কের মতো পর্যটনস্থলে যাওয়া অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা সকলের সুরক্ষার কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দুটি পর্যটনস্থলই বন্ধ থাকবে।

বন ও পর্যটনে সমন্বয়ের প্রস্তাব

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : উত্তরবঙ্গের পর্যটন প্রসারে প্রয়োজন বন এবং পর্যটন দপ্তরের সমন্বয়, এই প্রস্তাব গুরুত্ব পেল বন, পরিবেশ ও পর্যটন বিষয়ক বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে। শনিবার গজলডোবার ভোরের আলোয় আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) কর্তারাও। উত্তরের পর্যটন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বন্ধ থাকা ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং বেহাল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের জন্য, বৈঠকে সেই বিষয়টিও উঠে আসে। স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান সওকত মোল্লা বলেছেন, 'নানা বিষয়ে এদিন আলোচনা হল। কয়েকটি প্রস্তাব জমা পড়েছে। এবার সবকিছু সংশ্লিষ্ট জায়গায় জানানো হবে।'

শুধু পাহাড় নয়, উত্তরবঙ্গের পর্যটন নির্ভরশীল বনাঞ্চলের উপরেও। তাই দুই দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। গজলডোবায় বৈঠকে ফের বিষয়টি সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। দুই দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় থাকলে এখানকার ইকো ট্যুরিজম আরও গতি পাবে বলে এদিন অনেকেই বলেছেন।

সেই প্রসঙ্গ টেনে কমিটির সদস্য ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ গজলডোবায় ব্যাটারিচালিত গাড়ি চলাচলের ওপর জোর দেওয়ার প্রস্তাব দেন। সম্প্রতি গাড়ি দুর্ঘটনায় এখানে হাতির মৃত্যু হয়েছে। ভবিষ্যতে তেমন দুর্ঘটনা এড়াতে বন দপ্তর এবং স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর কথাও বলেন তিনি। অন্যদিকে, সরাই হোটেল-রেস্টুরেন্টের লাইসেন্স বাতিলের দাবি তুলেছে সিআইআই। সংস্থার ট্যুরিজম প্যানেল চেয়ার সম্রাট সান্যাল বলেন, 'ব্রিটিশ আমলের সরাই লাইসেন্সের এখন আর কোনও প্রয়োজন নেই। তাই বাতিলের আর্জি জানানো হয়েছে। বন এবং পর্যটনের সমন্বয়ের প্রস্তাব আমরাও দিয়েছি।'

বেশ কয়েকদিন ধরে বন্ধ সিকিম, কালিম্পং এবং শিলিগুড়ির মধ্যে সংযোগকারী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে সিকিমের পাশাপাশি কালিম্পংয়ের পর্যটনে ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া ডালখোলা এবং শিলিগুড়ির মধ্যে সংযোগকারী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের শোচনীয় অবস্থা। বৈঠকে দুটি জাতীয় সড়কের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বলেন সিআইআইয়ের নরেন্দ্র গর্গ সহ বেশ কয়েকজন। যা নিয়ে শংকরের প্রতিক্রিয়া, 'রাস্তা দুটির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।' কেন্দ্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে তিনি আশাবাদী।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৬ জুলাই : কিশনগঞ্জে শনিবার দুপুরে আরপিএফ কামাখ্যা-ভরত কি কোঠি (রাজস্থান) গামী এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ১৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। আরপিএফ সূত্রে খবর, ট্রেনের এসিবি-২ কোচে পরিত্যক্ত একটি সুটকেসে ৪টি সাদা রঙের প্যাকেটে ১৩ কেজি গাঁজা ছিল। যদিও এদিন এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। ওই গাঁজা নিউ কোচবিহার থেকে রাজস্থানে পাচার করা হচ্ছিল বলে খবর।

গৌতমের আমলে

প্রথম পাতার পর

সেই জমিতে পাট্টাও দেওয়া হয়নি। সেই হিসাবে ভোরের আলো প্রকল্পের আশপাশের প্রায় সব জমি সরকারি হওয়ার কথা। পর্যটন দপ্তরের একটি প্রকল্পের সমীক্ষায় দখলদারদের সংখ্যা ৫৪। সেক্ষেত্রে গোটা এলাকায় সেই সংখ্যা কয়েকশো বলেই পুলিশের একাংশ মনে করছেন। এত দখলদার থাকতে কেন তাঁকেই টার্গেট করা হল? তিনি কি তাহলে রাজনীতির শিকার? রঞ্জনের বক্তব্য, 'দল করি। রাজ্যে আমাদের দল ক্ষমতায়। তাই এখন মুখ খুললে দল ও সরকার উভয়েই বিপাকে পড়বে। সে কারণেই চুপচাপ আছি। দলের নজরে যদি আমি এতই খারাপ হই, তাহলে দল আমাকে বহিষ্কার করুক। তারপর আমি স্বাধীন হয়ে যাব। তখন কোথায়, কোন নেতা, কত জমি দখল করে আছেন, কার মদতে দখল করেছেন, কোন আমলারা জড়িত সব প্রমাণ দিয়ে সবার সামনে আনব। গজলডোবাতেই কাদের কাদের জমি দখলে আছে সেকথাও বলতে পারব। আপাতত শুধু এটুকুই বলতে পারি, আমি চক্রান্তের শিকার।'

কে চক্রান্ত করছেন, কেন করছেন তা অবশ্য খোলসা করে বলতে চাননি রঞ্জন। তবে তৃণমূলের অনেক রাঘববোয়ালই যে সরকারি জমি লুট করেছেন তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। সেইসব নেতার কুকর্মই কি এখন বিপাকে পড়া রঞ্জনের হাতিয়ার? তাই কি তিনি খুল্লমখুল্লা বহিষ্কারের চ্যালেঞ্জ করছেন?

দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র বেদব্রত দত্তের কথা, 'রঞ্জনবাবু যদি প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মী এবং দলের অনুগত সৈনিক হয়ে থাকেন তাহলে সময়ের অপেক্ষা না করে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রমাণ সহ সমস্ত তথ্য লিখিতভাবে জানিয়ে দিন।'

সবমিলিয়ে যা পরিস্থিতি তাতে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের গজলডোবার জমি কেলেঙ্কারিতে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার দশা তৃণমূলের।

রেললাইনে ধস, থমকাল বন্দে ভারত

রেললাইন পরিদর্শনে রেলের আধিকারিকরা।

মালদা, ৬ জুলাই : বৃষ্টির জেরে ধস রেললাইনে। ফলে কিছুক্ষণের জন্য আটকে গেল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, মালদা-নবদ্বীপ এক্সপ্রেস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান রেলের আধিকারিকরা। এরপর রেললাইন মেরামতির পর শুরু হয় রেল চলাচলের কাজ। তবে ওই লাইনে সমস্ত ট্রেন চলছে ধীরগতিতে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে গৌড় মালদা ও জামিরঘাটা স্টেশনের মাঝে। মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের ম্যানেজার বিকাশ চৌবে জানান,' আপাতত রেললাইনে ধস মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে। রেল চলাচল এখন স্বাভাবিক রয়েছে।'

শনিবার সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন অংশে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে। প্রবল বর্ষণের কারণেই মাটি আলগা হয়ে রেললাইনের কিছুটা অংশ ধসে যায়। তবে আধ ঘণ্টা দেরি হওয়ার কারণে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় যাত্রীদের। তবে সময়মতো ধস নজরে আসায় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্রের বক্তব্য, 'দশ মিনিট মতো দেরি হয়েছে। আমাদের রেলের কর্মী এবং আধিকারিকরা তৎপর। লাইনের ধারে মাটিতে ধ্বস নেমেছিল। সেটা বৃষ্টির কারণেই হয়েছে।'

সোনার দোকানে পুলিশের 'দাদাগিরি'

রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই : এই মুহূর্তে বিহার গ্যাংয়ের আতঙ্কে রাজ্যের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। সম্প্রতি রানিগঞ্জে বিহার গ্যাংকে একাই আটকে দিয়ে হিরো হয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিকও। বিরোধীদের অভিযাগ, পুলিশের মদতেই এ'রাজ্যে ফ্রি করিডর পায় বিহার গ্যাং। এনিয়ে গরম হয়ে রয়েছে রাজ্য রাজনীতিও। ঠিক সেই সময় রায়গঞ্জের এক প্রতিষ্ঠিত সোনার দোকানে দাদাগিরি চালাল উর্দি পরা এক পুলিশ অফিসার। সিসিটিভির ফুটেজে সেই দাদাগিরির নমুনা দেখলে চমকে উঠবে যে কেউ। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কে রয়েছেন ওই সোনার দোকানের মালিক থেকে শুরু করে কর্মীরা। দুশ্চিন্তায় ক্রেতারাও। পুলিশের এই দাদাগিরির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃত্ব। ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশেরও দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা।

অভিযোগ, সম্প্রতি উর্দি পরিহিত এক পুলিশ আধিকারিক মদ্যপ অবস্থায় ওই সোনার দোকানে আসেন। শাঁখা বাঁধানো সোনার পরিমাপ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্মীদের গোলমাল বাধে। এর জেরে তিনি এক কর্মীকে বেধড়ক মারধর করেন। যদিও আক্রান্ত কর্মীর অভিযোগ, কোনও কারণ ছাড়াই ওই পুলিশ আধিকারিক তাঁকে মারধর করেছেন।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আধিকারিক এএসআই মর্যাদার অফিসার। তাঁর নাম রতনকুমার পণ্ডিত। বর্তমানে কসবা ফোর্থ ব্যাটালিয়নে কর্মরত। এই ঘটনার জেরে জেলা পুলিশের কর্তারা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে কি না এখন সেটাই দেখতে চান ব্যবসায়ীরা। যদিও ওই দোকানের কর্মীদের একাংশ জানাচ্ছেন, গোটা বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলেছে পুলিশ।

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'এই ঘটনায় এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে।' অভিযুক্তের বক্তব্য, 'আমি এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

হেপাজতে রং বদল বাসের

প্রথম পাতার পর

পুলিশের একটি সূত্র বলছে, দুর্ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে বাসটিকে থানায় আনা হয়নি। বাসটি থানায় এসেছিল বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে। সেই সময়ই বাসে পরিবর্তন করা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

স্কুলের নাম আড়াল করতেই পরিবর্তন, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য আছে তা নিয়ে এখন চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। দুর্ঘটনার সঙ্গে বাসের ইনসুরেন্স, ফিটনেসের সম্পর্ক রয়েছে। ঘাতক বাসটির ফিটনেস ফেল রয়েছে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে পরিবহণ দপ্তর।

বাসটির ইনসুরেন্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাসটি যে স্কুলের তদন্ত হলে সেই স্কুলের বহু বাসের ইনসুরেন্স, ফিটনেসে গোলমাল দেখা দিতে পারে সেই আশঙ্কাতেই তড়িঘড়ি পরিবর্তন কি না সেই প্রশ্নও উঠেছে। তবে যাই হোক না কেন, তা যে পুলিশের একাংশের প্রত্যক্ষ মদতে হয়েছে তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। ফলে শহরের বুকে এত বড় ঘটনার পর বাসে পরিবর্তন হওয়ায় পুলিশের উপর ভরসা হারাচ্ছেন সাধারণ নাগরিকরা।

সিকিম থেকে বাঘের দীর্ঘ যাত্রা ভুটানে

শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই : চম্পাবতের মানুষখেকো বাঘিনীর কথা মনে আছে? জিম করবেট যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে, উনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কীভাবে হিমালয়ের পাদদেশে ত্রাস হয়ে উঠেছিল সেই বাঘিনী। মৃত্যু নথিভুক্তি অনুসারে, সেই বাঘিনীর পেটে গিয়েছিল ৪৩৬টি রক্তমাংসের মানুষ। ১৯০৭ সালে নিজের বন্দুকের গুলিতে সেই মানুষখেকো বাঘিনীকে নিকেশ করে 'শিকার ভূমি'তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জিম করবেট। এটাই তাঁর প্রথম বাঘ শিকার। কুমায়ুন-গাড়োয়ালের মানুষকে আশ্বস্ত করে তাঁদের করবেট সাহেব বলেছিলেন, হিমালয়ের নীচে আর বাঘ আসবে না।

নিছকই মজা করে কথাটা তিনি বলেছিলেন। কিন্তু যেভাবে হিমালয়ের উপরে একের পর এক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেখা মিলছে, তাতে এমন মজা করেই করবেটের কথার সঙ্গে যেন একটা যোগসূত্র খুঁজে নেওয়া যায়। করবেটের মতো এখন শিকারি নেই। কড়া নজরদারি আছে বনকর্মীদের। তারপরও কেন কনকনে ঠান্ডায় বাঘ পাহাড়কে নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিচ্ছে? তাহলে কি পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে পর্বতশৃঙ্গে? এমন প্রশ্ন উঠছে নতুন করে সিকিমে আরও একটি বাঘের সন্ধান মেলায়।

ভুটান সীমান্ত লাগোয়া পাকিয়ং জেলার পাঙ্গোলাখা অভয়ারণ্যে থাকা ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে নতুন বাঘের ছবি। এলাকাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪ হাজার ৪০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। ২০১৮ সাল থেকে এই বাঘটি নিয়ে তিনটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের রাজকীয় গতিবিধি ধরা পড়ল। বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করে সিকিমের বন দপ্তর একটি বিবৃতি জারি করেছে। আর তা নিয়েই এখন পাহাড়ে হইচই।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই অভয়ারণ্যটি তৈরি হয়েছে মাত্র ২২ বছর আগে, ২০০২ সালে। ১২৮ বর্গ কিলোমিটারের অভয়ারণ্যটিতে ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। তাতেই সামনে আসছে একের পর এক ছবি। যে ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ডোরাকাটাটি পাঙ্গোলাখা থেকে রাজকীয়ভাবে এগিয়ে চলেছে ভুটানের সামসের দিকে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এতে স্পষ্ট এই অঞ্চলে বাঘেদের একটি করিডর রয়েছে। সম্প্রতি ভুটানে আয়োজিত সাউথ এশিয়া ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাফিকিং নিয়ে এক আলোচনা সভাতেও বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

সিকিমের প্রধান বনকর্তা সোনম নর্ডেন ভুটিয়ার বক্তব্য, 'পর্বতের শিখরে বাঘের অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই সংরক্ষণের পাশাপাশি সংখ্যাবৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

ট্র্যাপ ক্যামেরায় একই বাঘের ছবি ধরা পড়েছে সিকিম ও ভুটানে।

নার্সকে চড়, অভিযুক্ত চিকিৎসক

প্রথম পাতার পর

সোমবার যা বলার সুপার (সুরজ) বলবেন।' যদিও অভিযুক্ত চিকিৎসক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে রাজি হননি।

ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে? এদিন হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (এইচসিসিইউ) ডিউটিতে ছিলেন শিল্পী। সেই সময় অভিযুক্ত চিকিৎসক সেখানে পৌঁছান। এইচসিসিইউতে ঢোকার আগে বাইরে জুতো খুলে অ্যাপ্রন পরে ভিতরে যাওয়ার নিয়ম রয়েছে। রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে নার্স ও চিকিৎসকদেরও এই নিয়ম মানতে হয়।

শিল্পী বলেন, 'উনি (অভিযুক্ত চিকিৎসক) জুতো পরে ভেতরে ঢুকেছিলেন। আমি তাঁকে বাইরে জুতো খুলে ঢুকতে বলি। তাতেই তিনি উত্তেজিত হয়ে আমাকে গালিগালাজ করতে থাকেন। এরপর প্রতিবাদ জানাতেই আচমকা এলোপাতাড়ি চড়-থাপ্পড় মারা শুরু করেন। তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন।' হাতে ও পিঠে চোট পেয়েছেন বলে জানান শিল্পী।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এর আগেও এক নার্সের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছিল। হাসপাতালের এক আধিকারিকের কথায়, 'সেই সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উপরমহলের কর্তারা ঘটনাটি ধামাচাপা দিয়ে দেন।' এমনকি নার্সদের মধ্যে অনেকেই ওই আধিকারিকের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে জানান, রোগীর পরিজনদের পাশাপাশি স্টাফদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেছেন ওই চিকিৎসক। তাঁরা বারবার কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেও কোনও লাভ হয়নি। 'তবে এবার শেষ দেখে ছাড়ব' বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নার্সরা।

এদিকে হাসপাতাল সুপারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে নার্সরা প্রশ্ন তুলেছেন, 'ওই চিকিৎসক একের পর এক কাণ্ড ঘটালেও সুপার সব জেনেশুনে ঘটনাগুলো ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কেন?'

হাসপাতালে এমন ঘটনায় ইতিমধ্যেই ছিছি পড়ে গিয়েছে ইসলামপুরে।

সিস্টেমেটিক উইথড্রয়াল প্ল্যান

কৌশিক রায়

এসআইপি বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের কথা আমরা সবাই জানি। বিশেষত যাঁরা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করেন। মাসে মাসে কোনও ফান্ডে লাগাতার বিনিয়োগ করার পদ্ধতিই হল এসআইপি। ত্রৈমাসিক বা অন্য কোনও নিবাচিত সময়সীমা অনুযায়ীও এসআইপি করা যায়। এককালীন টাকা জমা দিতে না হওয়ার জন্য দেশে এসআইপি খুবই জনপ্রিয়। এর পাশাপাশি বাজারের ওঠানামার প্রভাবও অনেকাংশে কমিয়ে দেয় এসআইপি। তবুও আপনার রিটার্ন সুরক্ষিত এবং হঠাৎই অর্থনীতিতে বড় কোনও নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে সিস্টেমেটিক উইথড্রয়াল প্ল্যান (এসডব্লিউপি) অনেক বেশি কার্যকরী হতে পারে।

একটি উদাহরণে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। ধরুন আপনি ২০১৫ থেকে এসআইপি করছেন। আপনার লক্ষ্য ছিল ২০২০-তে লগ্নি তুলে নেওয়ার। কিন্তু সেই সময়ে হানা দেয় কোভিড-১৯। যার জেরে শেয়ার বাজারে ধস নামে। তখন লগ্নি তুলে নিলে বড় ধরনের ক্ষতি হত আপনার। এই ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রভাব এড়াতে এসডব্লিউপি'তে আস্থা রাখা যেতে পারে।

এসডব্লিউপি কী?

এসডব্লিউপি হল মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে লগ্নিকারীদের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে লগ্নি ধাপে ধাপে তুলে নেওয়ার পদ্ধতি, যা নিয়মিত আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য এসডব্লিউপি বিশেষ আকর্ষণীয় হতে পারে।

এসডব্লিউপি-এর সুবিধা

■ **নিয়মিত আয় :** একটি নির্দিষ্ট উইথড্রয়াল অ্যামাউন্ট নির্ধারণ করলে সেই সময়ে আপনার হাতে ওই অর্থ আসবে। এর পাশাপাশি আপনার প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর পর বাকি অর্থে নতুন কোনও বিনিয়োগ শুরু করা যেতে পারে।

■ **কর ছাড় :** অন্যান্য উপায়ের তুলনায় এতে কর সাশ্রয় হতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের ওপর ভিত্তি করে মূলধন এবং মূলধন লাভ হিসেব করে কর ধার্য করা হয়। ফলে একলপ্তে টাকা তোলার তুলনায় প্রদেয় করের পরিমাণ কমে।

■ **লগ্নির ধারাবাহিকতা :** যখন আপনি লগ্নি করা তহবিল ধাপে ধাপে তুলে নেবেন, তখন আপনার অবশিষ্ট তহবিলের অংশটি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বজায় থাকছে। তাই আয়ের পাশাপাশি লগ্নির ধারাবাহিকতাও বজায় থাকছে।

এসডব্লিউপি কীভাবে কাজ করে?

প্রথমে আপনি কত সময়ের ব্যবধানে কত টাকা তুলতে চান তা স্থির করতে হবে। আপনি যত টাকা তুলতে চাইবেন সেই অনুযায়ী ওই ফান্ডের ইউনিট বিক্রি করবে ফান্ড হাউস। ন্যাভ যেহেতু পরিবর্তিত হয়, তাই আপনার বিক্রিত ইউনিটের সংখ্যাও সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে।

ধরা যাক, আপনি কোনও ফান্ডের ১০ হাজার ইউনিট কিনেছেন যার বর্তমান ন্যাভ (এনএভি) ১০ টাকা। প্রতি তিন মাস অন্তর আপনি তিন হাজার টাকা তুলতে চান। তাহলে যতগুলি ইউনিট বিক্রি করলে তিন হাজার টাকা হবে, ততগুলি ইউনিট বিক্রি করা হবে। ন্যাভ যত বৃদ্ধি পাবে আপনার বিক্রিত ইউনিটের সংখ্যাও তত কমতে থাকবে। তাই একদিকে যেমন আপনার নিয়মিত ব্যবধানে টাকা হাতে আসবে, তেমনই লগ্নি করা বাকি ইউনিটগুলির বৃদ্ধির সম্ভাবনা বজায় থাকবে।

কাদের জন্য এসডব্লিউপি সেরা?

মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিতে ঝুঁকি থাকে। যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তাঁদেরই ফান্ডে বিনিয়োগ করা উচিত। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাঁরা সম্পদ বৃদ্ধি করতে চান, তাঁরাই ফান্ডে লগ্নি করেন। আর যখন বিনিয়োগ থেকে নিয়মিত আয়ের প্রয়োজন হয় যেমন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তাঁদের জন্য এসডব্লিউপি সেরা বিকল্প হতে পারে।

এসআইপি নাকি এসডব্লিউপি?

আপনার আর্থিক লক্ষ্য এবং বয়স বিবেচনা করে বাছতে হবে এসআইপি বা এসডব্লিউপি। আপনার যখন বয়স কম অর্থাৎ যখন সম্পদ বাড়ানোর পর্যায় চলছে তখন অবশ্যই এসআইপি বেছে নিতে হবে। অন্যদিকে যখন আপনার বিনিয়োগ তহবিল যথেষ্ট গড়ে উঠেছে এবং সেখান থেকে নিয়মিত আয়ের প্রয়োজন তখন আপনাকে বেছে নিতে হবে এসডব্লিউপি। এখানে মনে রাখতে হবে এসআইপি এবং এসডব্লিউপি এক সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া যায়। তাই বিনিয়োগের শুরু থেকে এসআইপি করার কিছু দিন পর থেকে এসআইপি এবং এসডব্লিউপি দুটি চালিয়ে যাওয়া এবং তারপর এসআইপি বন্ধ করে শুধু এসডব্লিউপি পদ্ধতি চালানো যেতে পারে।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে যে কোনও বিনিয়োগের জন্য আর্থিক লক্ষ্য থাকা জরুরি। সেই আর্থিক লক্ষ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনামাফিক লগ্নি করতে হবে। লক্ষ্য এগিয়ে আসার পর আপনার সম্পদকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দিতে এসডব্লিউপি'র সাহায্য নেওয়া যায়।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য রাখা জরুরি

শৈবাল দাশগুপ্ত

লার্জ-মিড-স্মল ক্যাপ

শেয়ার বাজারে মুনাফা করতে হলে ভালো শেয়ার নির্বাচন সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত সংস্থার সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে কিছু সংস্থার শেয়ারই আপনার বিনিয়োগে বড় অঙ্কের রিটার্ন দিতে পারে। এই শেয়ারকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়- লার্জ ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ। একেকটি চরিত্র একেকরকম। রিটার্ন, ঝুঁকিও ভিন্ন ভিন্ন। সফল বিনিয়োগকারী হয়ে উঠতে গেলে আপনার পোর্টফোলিওতে এই তিন ধরনের স্টককে জায়গা করে দিতে হবে। সঠিক ভারসাম্য থাকলে তবেই ভবিষ্যতে আপনার বিনিয়োগ ফুলেফেঁপে উঠতে পারে।

লার্জ ক্যাপ স্টক

বাজার মূলধন (মার্কেট ক্যাপ) ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি হলে সেই স্টককে লার্জ ক্যাপ স্টক বলা হয়। স্টক মার্কেটের শীর্ষস্থানীয় প্রথম ১০০টি সংস্থাকেও লার্জ ক্যাপ স্টক বলা হয়। এই সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছে। তাই যে কোনও প্রতিকূল অবস্থা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই সংস্থাগুলির। এই লার্জ ক্যাপ সংস্থায় লগ্নি মিড এবং স্মল ক্যাপ সংস্থার তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই রিটার্নের হার কম হলেও নিশ্চিত রিটার্ন সম্পর্কে আশাবাদী হওয়া যায়।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, এইচডিএফসি ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এল অ্যান্ড টি, টিসিএস, ইনফোসিস, হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, আইটিসি প্রভৃতি হল অন্যতম সেরা লার্জ ক্যাপ স্টক।

মিড ক্যাপ স্টক

যেসব সংস্থার বাজার মূলধন ৫ হাজার কোটি থেকে ২০ হাজার কোটি টাকার মধ্যে, সেইসব সংস্থাকে মিড ক্যাপ সংস্থা বলা হয়। এই সব সংস্থায় লগ্নি লার্জ ক্যাপ সংস্থার তুলনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই বেশি রিটার্ন পাওয়া যায়। তাই মিড ক্যাপে লগ্নিতে উৎসাহ বাড়ছে লগ্নিকারীদের।

অশোক লেল্যান্ড, বাজাজ ইলেক্ট্রিক্যালস, ভারত ডায়নামিকস, ম্যাজাগাঁও ডক, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল, ইন্ডিয়ান হোটেল, এসিসি, লুপিন, সেল, ভারত ফোর্জ, ফেডারেল ব্যাংক, কোচি শিপইয়ার্ড, গুজরাট গ্যাস ইত্যাদি হল অন্যতম সেরা মিড ক্যাপ স্টক।

স্মল ক্যাপ স্টক

শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত যেসব সংস্থার বাজার মূলধন ৫ হাজার কোটি টাকার কম সেগুলি স্মল ক্যাপ স্টক হিসেবে পরিচিত। এইসব সংস্থায় লগ্নি সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ। এক্ষেত্রে যেমন অনেক বেশি রিটার্নের সম্ভাবনা থাকে, তেমনই অনেকক্ষেত্রে সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সামাল দিতে ব্যর্থ হয়, ফলে লগ্নি থেকে রিটার্ন পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

আইনক্স উইন্ড, পিরামল ফার্মা, আইওএল কেমিক্যাল, হিন্দ কপার, এমসিএক্স, বলরামপুর চিনি, সিয়েট, ইরকন ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি হল জনপ্রিয় স্মল ক্যাপ।

৫ জুলাই এএমএফআই লার্জ ক্যাপের সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনেছে। এখন থেকে ৮৪,৩০০ কোটি টাকার বেশি মার্কেট ক্যাপ বা বাজার মূলধন হলে তাকে লার্জ ক্যাপ ধরা হবে। ২৭,৬০০- ৮৪,৩০০ কোটি টাকা মার্কেট ক্যাপ হলে তাকে মিড ক্যাপ এবং ২৭,৬০০ কোটি টাকার কম মার্কেট ক্যাপ হলে তাকে স্মল ক্যাপ স্টক ধরা হবে।

শেয়ার বাজারে লগ্নি সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ। সেই ঝুঁকি কমিয়ে বড় অঙ্কের রিটার্ন পেতে হলে পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য থাকা জরুরি। শেয়ার বাজারে লগ্নি শুরু করছেন যাঁরা বা যাঁদের বয়স কম, তাঁরা ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী নিজেদের তহবিল তিন ধরনের স্টকে বণ্টন করতে পারেন। যত বয়স বাড়বে ততই লার্জ ক্যাপে লগ্নির অঙ্ক বাড়াতে হবে। কমাতে হবে মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপে লগ্নি। সঠিক ভারসাম্য থাকলে আর্থিক মন্দা বা কোভিড অতিমারির মতো প্রতিকূল অবস্থাতেও আপনার পোর্টফোলিও ধাক্কা সামাল দিতে পারবে। এর পাশাপাশি পোর্টফোলিওতে নিয়মিত নজরদারি, সঠিক কৌশল নেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলিও আপনাকে সফল বিনিয়োগকারী করে তুলতে পারে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : অ্যাক্সিস ব্যাংক

● **সেক্টর :** ব্যাংকিং ● **বর্তমান মূল্য :** ১,২৮৭ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৯০৮/১৩১০ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৩,৯৭,৭৬৫ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ৩৮৫ ● **পি/ই :** ১৫.০৭ ● **ইপিএস :** ৮৫.৩৯ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.০৮ ● **আরওই :** ১৮.৫১ শতাংশ ● **সিএজিআর :** ৫২.১ শতাংশ ● **এক বছরে রিটার্ন :** ৩৩.১৭ শতাংশ ● **পাঁচ বছরের রিটার্ন :** ৫৯.৬৬ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১৫০০

একনজরে

■ মার্চ কোয়ার্টারে অ্যাক্সিস ব্যাংকের নিট মুনাফা ৭,৫৯৯ কোটি টাকা হয়েছে। সুদ থেকে আয় বেড়ে ১৩,৫০৩.৩৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বার্ষিক প্রায় ৫২ শতাংশ হারে মুনাফা বৃদ্ধি হয়েছে।

■ অ্যাক্সিস ব্যাংকের ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি রেশিও ১৫.০১ শতাংশ। যা সংস্থার শক্তিশালী ভিতকে প্রদর্শন করে।

■ এনপিএ কমে ১.৪৩ শতাংশ হয়েছে, যা লাগাতার কমছে।

■ সংস্থাটির হাতে নগদের অঙ্ক প্রায় ৮৬ হাজার কোটি টাকা।

■ অ্যাক্সিক ব্যাংকের ৫৩.৮৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে। বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডের হাতে রয়েছে ২২.৬৭ শতাংশ শেয়ার। ৪০টি ফান্ডে লগ্নি রয়েছে এই সংস্থায়।

■ নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন ৩.১৮ শতাংশ, যা ভবিষ্যতে সংস্থার মুনাফা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

■ টেকনিকালি অ্যাক্সিস ব্যাংক এখন বুলিশ পর্যায়ে রয়েছে।

■ নেতিবাচক বিষয় হল আরওএ ১.৭ এবং বুক ভ্যালুর তুলনায় শেয়ারদর অনেকটাই বেশি।

■ কেআর চোসকি, এলকেপি, আইসিআইসিআই সিকিওরিটিজ, এমকে গ্লোবাল সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছে।

■ পোর্টফোলিওর সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ এই শেয়ার কেনার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত রইল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। ফের নয়া রেকর্ড গড়ল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সেনসেক্স ৮০,৩৯২.৬৪ এবং নিফটি ২৪৪০১.০০ পয়েন্টে পৌঁছে এই রেকর্ড গড়েছে। এই প্রথম সেনসেক্স ৮০ হাজার এবং নিফটি ২৪,৪০০-র গণ্ডি পেরিয়েছে। সূচকের এই দৌড় আপাতত বজায় থাকবে শেয়ার বাজারে। মুনাফা তোলার হিড়িকে যে কোনও সময়ে সংশোধন হলেও সূচকের বড় মাপের পতনের আশঙ্কা এই মুহূর্তে নেই।

লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন ধাক্কা খেয়েছিল শেয়ার বাজার। তারপর থেকে লাগাতার উঠছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। আগামী বাজেট পর্যন্ত এই প্রবণতা চলবে। সূচকের এই রেকর্ড উত্থানের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল বাজেট। কেন্দ্রে তৃতীয় দফায় মোদি সরকার আসার পর বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা তুঙ্গে উঠেছে। আশা করা হচ্ছে, আর্থিক সংস্কার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, পরিকাঠামোয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো সহ একাধিক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। যা শেয়ার বাজারকে নয়া উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

এরপরেই রয়েছে সুদের হার কমার আশা। চলতি বছরের শেষ থেকে সেই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে আসায় সুদের হার কমাতে পারে রিজার্ভ ব্যাংকও। বিগত কয়েকটি কোয়ার্টারের মতো জিডিপি বৃদ্ধির হারও একই গতি বজায় রাখবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিভিন্ন সংস্থা। যা শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় মদত দিয়েছে। দেশজুড়ে স্বাভাবিক বর্ষাও লগ্নিকারীদের অর্থনীতি নিয়ে আশাবাদী করে তুলেছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলিও ফের ভারতে লগ্নি শুরু করায় আরও মজবুত হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

টানা উত্থানের পর বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারদরও ফুলেফেঁপে উঠেছে। এবার মুনাফা তোলার হিড়িক পড়তে পারে। যে কোনও নেতিবাচক ঘটনার হাত ধরে তাই সংশোধন শুরু হতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। শেয়ার বাছাইতে যত্নবান হতে হবে। গুণগত মানের ভালো শেয়ারে লগ্নির পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণও একান্ত জরুরি। আর কয়েকদিন পর থেকে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরু করবে বিভিন্ন সংস্থা। প্রথমসারির সংস্থাগুলির ফল সূচকের দিশা নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে।

অন্যদিকে, সোনা-রুপোর দাম সামান্য কমেছে। আগামীদিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **হ্যাপিয়েস্ট মাইন্ড :** বর্তমান মূল্য-৮২৬.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২০/৭৪১, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৭৯০-৮১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৫৮৭, টার্গেট-১০৮০।

■ **আইটিসি :** বর্তমান মূল্য-৪৩৩.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫০০/৩৯৯, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪১০-৪২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৪১৫৯৮, টার্গেট-৫০০।

■ **পেট্রোনেট এলএনজি :** বর্তমান মূল্য-৩৩৭.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪১/১৯২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩১০-৩৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫০৬১০, টার্গেট-৪১০।

■ **ইন্ডিয়া সিমেন্ট :** বর্তমান মূল্য-২৮৪.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩০৮/১৭২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৬৫-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৮১৯, টার্গেট-৩৪৮।

■ **সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৬৯.৯৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৫/১২০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৫০-১৬২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৫৯০, টার্গেট-২১৫।

■ **বাজাজ কনজিউমার :** বর্তমান মূল্য-২৬৩.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৭৫/১৮৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৪৫-২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৭৬৬, টার্গেট-৩৪০।

■ **আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৮১.১৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০১/৭১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৭৪-৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৭৪৯১, টার্গেট-১১০।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

শেয়ার বাজারকে থামানো যাচ্ছে না

বোধিসত্ত্ব খান

উত্তাল রেলওয়েজ এবং শিপিং স্টকগুলি

সত্যি সত্যিই ভারতীয় শেয়ার বাজারকে থামানো যাচ্ছে না। জুন মাসের ৫ তারিখ থেকে জুলাই মাসের ৫ তারিখ- এই সময়কালে সেনসেক্স বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৫৫ শতাংশ এবং নিফটি বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৫৩ শতাংশ। এরই মধ্যে সেনসেক্স ৮০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং নিফটি সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়েছে ২৪,৪০১ পয়েন্টে। এই দুটি ইন্ডাইসেসের বাইরে যে কয়েক হাজার শেয়ার রয়েছে, সেখানে যা ঘটছে, তা আরও রোমাঞ্চকর। শিপিং, ডিফেন্স এবং রেলওয়েজ গত কয়েক বছর ধরেই বিনিয়োগকারীদের চোখের মণি ছিল এবং গত একমাসে তা নিয়ে আবারও উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মেই এইসব কোম্পানির শেয়ারের দর অতি চড়া হয়েছে।

রেলওয়েজ কোম্পানিগুলির মধ্যে আরভিএনএল গত একমাসে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৩.৫ শতাংশ, আইআরএফসি ৮.৫৮ শতাংশ, টিটাগড় ওয়াগনস ৫৬.৪৬ শতাংশ, ইরকন ইন্টারন্যাশনাল ২৩.৭৮ শতাংশ, জুপিটার ওয়াগন ২৬.৩ শতাংশ, আইআরসিটিসি ৫.৪১ শতাংশ, রেলটেল কর্প ৩৭.২১ শতাংশ। যদি ডিফেন্স সেক্টরের দিকে তাকানো যায়, সেখানেও বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী। হিন্দুস্তান এরোনটিক্স গত একমাসে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮.৮৪ শতাংশ, ভারত ইলেক্ট্রনিক্স ২৮.৩৩ শতাংশ, ভারত ডায়নামিক্স ২৬.৪৬ শতাংশ, পরশ ডিফেন্স ৭১.০১ শতাংশ, ডেটা প্যাটার্নস ২৯.৮৮ শতাংশ, তানেজা এরোস্পেস ৩৯.২১ শতাংশ, এমটিএআর টেকনলজিস ১৭.৭১ শতাংশ। যদিও রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টর গত একমাস ধরে সাইডওয়াইজ মুভমেন্ট নিচ্ছে। জোডিয়াক এনার্জি গত একমাসে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯.৭৪ শতাংশ।

বিনিয়োগকারীদের জন্য যে সেক্টর বড় বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে, তা হল শিপিং এবং শিপ বিল্ডিং। এর মধ্যে যে কোম্পানির শেয়ারগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে গ্রেট ইস্টার্ন শিপিং, শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স, কোচিন শিপইয়ার্ড, ম্যাজাগাঁও ডক শিপইয়ার্ড প্রভৃতি। এদের শেয়ারের দর বৃদ্ধি গত একমাসে অভাবনীয়। গ্রেট ইস্টার্ন গত একমাসে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.২৪ শতাংশ, শিপিং কর্পোরেশন ২০.৪৬ শতাংশ, গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স ১০৮.০৩ শতাংশ, ম্যাজাগাঁও ডক ৭৮.৮৬ শতাংশ, কোচিন শিপইয়ার্ড ৫২.৪৬ শতাংশ, গ্লোবাল অফসোর সার্ভিসেস ৫০.৪৪ শতাংশ।

যেভাবে রেলওয়েজ, ডিফেন্স এবং শিপিং সেক্টর উত্থান দেখাচ্ছে, তার পিছনে মূল কারণ, ভারত সরকার যেভাবে এর আগে এই সেক্টরগুলির উন্নতির জন্য বিপুল অর্থ খরচ করেছে, এখনও ঠিক সেভাবেই এদেরকে উৎসাহ দিতে থাকবে। একটি দেশকে যদি প্রকৃত অর্থে শক্তিশালী দেশ হিসেবে উন্নত হতে হয়, তবে তার পরিকাঠামোগত উন্নতির পাশাপাশি তার পরিবহণ, লজিস্টিক্স এবং ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষাকে যথেষ্ট মজবুত করতে হবে। এছাড়া আমেরিকায় প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন, সেখানে সম্ভাব্য ইন্টারেস্ট কাট বা ঋণে সুদের হার কম হওয়া এবং অবশ্যই ভারতে আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজার যে ক্রমশ আরও উৎসাহিত হয়ে উঠছে, তা বলাই বাহুল্য।

বিগত শুক্রবার যে কোম্পানিগুলির শেয়ারদর তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে আরভিএনএল, এজিস লজিস্টিক্স, অ্যালেম্বিক, অনন্তরাজ, অরবিন্দ ফার্মা, বিএএসএফ, বিইএমএল, ভারত ইলেক্ট্রনিক্স, ক্যামস, সিজি পাওয়ার, দীপক ফার্টিলাইজার, ডিভিস ল্যাব, ডোডল ডেয়ারি, ফেডারেল ব্যাংক, হাডকো, আইসিআইসিআই লম্বার্ড, কেইন্স টেকনলজি, ন্যালকো, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, শক্তি পাম্পস ইত্যাদি। যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ফিলাটেক্স ফ্যাশান, সেল ম্যানুফ্যাকচারিং প্রভৃতি। এই সময়ে বাজার হালকা নীচে নামলেই মানুষ বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কিনতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। তবে চিন্তার ব্যাপার এই যে, তারা বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার অতি চড়া দামে কিনতেও পিছপা হচ্ছেন না। যদি কোনও কারণে হঠাৎ করে শেয়ার বাজারে বড় সংশোধন আসে, সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিনিয়োগ কিন্তু মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

ফ্রান্স সেমিতে, বিদায় পর্তুগালের

ফ্রান্স-০ (৫) পর্তুগাল-০ (৩)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ জুলাই : চোখ লাল তাঁরও। তবু সান্ত্বনা দিচ্ছেন সেই ভেঙে পড়া বন্ধুকে, যে নাকি সবথেকে খারাপ দিনেও পাশে থেকেছে।

শেষটা হয়তো এভাবে না হলেও হত! মহাকাব্যের শেষটা মধুর হলে ক্ষতিই বা কি ছিল! ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ হয়ে গেল এক যুগের। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও পেপে, দুই পর্তুগিজ দুঃসাহসীকে আর দেখা যাবে না বিশ্বকাপের পর বিশ্বের সেরা টুর্নামেন্টে। যদিও পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্টিনেজ বলেছেন, 'এই প্রশ্ন খুব তাড়াতাড়ি করা হচ্ছে। রোনাল্ডোর ভবিষ্যৎ ও-ই ঠিক করবে।' কিন্তু আরও চার বছর পর নিশ্চিতভাবেই দেখা যাবে না এই মহাতারকা ও দলে তাঁর সবথেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। তাই ম্যাচের পর পেপে যখন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তখন তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসেন রোনাল্ডোই। শুক্রবার রাতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সারা ম্যাচে গোল করতে ব্যর্থ হওয়ার পর টাইব্রেকারে হার পর্তুগালের। এবং ইউরো কাপ থেকে বিদায় রোনাল্ডোদের। পরে ফরাসি গোলরক্ষক মাইক মাইগান বলেছেন, 'কাজটা মোটেই সহজ ছিল না কিন্তু আমরা টাইব্রেকারের সময়ে স্নায়ুর চাপ ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছি।' এবারের ইউরোতে ফ্রান্সও গোলমুখে ব্যর্থ। তবু দিদিয়ের দেশঁ সেমিফাইনালে পৌঁছে খুশি বলে জানিয়েছেন।

প্রথমার্ধে দুই দলের খেলাই ছিল একইরকম বিরক্তিকর। কোনও দলই সেভাবে গোলের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। বিরতির পর খানিকটা খেলা খুললেও গোলের রাস্তা খোলেনি। ওসমানে ডেম্বেল ৬৭ মিনিটে মাঠে নেমে ম্যাচের সেরা। কারণ তাঁকেই সবথেকে বেশি কার্যকরী দেখিয়েছে ম্যাচে। গোলশূন্য থাকার পর সত্যিই ম্যাচ খানিক উত্তেজক হয় অতিরিক্ত সময়ে। এই পর্বে রোনাল্ডোর একটা

সেমিফাইনালে উঠে কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে রসিকতায় কোচ দিদিয়ের দেশঁ।

> এই প্রশ্ন খুব তাড়াতাড়ি করা হচ্ছে। রোনাল্ডোর ভবিষ্যৎ ও-ই ঠিক করবে।
>
> **রবার্তো মার্টিনেজ**
> (ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অবসর প্রসঙ্গে)

শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। কিলিয়ান এমবাপের মুখে আবার পাঁচ ফুটবলারই গোল করায় তাদের আর পাঁচ নম্বর শট নেওয়ার দরকার পড়েনি। আশা করা হয়েছিল, এই ম্যাচেও পর্তুগালের ত্রাতা হয়ে উঠবেন দিয়োগো কোস্তা। কিন্তু তা না হওয়ায় সেমিফাইনালে ফ্রান্স খেলবে স্পেনের বিপক্ষে। মজার কথা হল, ফ্রান্স গত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টেই টাইব্রেকারে ম্যাচ বার করতে পারেনি।

তবে এই ম্যাচে ফ্রান্সের জয়ের থেকেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে রোনাল্ডোর বিদায়গাথা। তাঁর খেলা ছয়টা ইউরোর মধ্যে সম্ভবত সবথেকে খারাপ এটাই ছিল। তিনি পেপের পর সবথেকে বয়স্ক ফুটবলার হিসাবে এই টুর্নামেন্টে খেললেও গোলদাতার তালিকায় বয়স্কতম ফুটবলার হিসাবে নাম তুলতে পারলেন না। ২৩ শট নিয়ে এবার তাঁর গোল সংখ্যা শূন্য। শুধু ইউরো নয়, রোনাল্ডো কি এবার শেষ করে ফেলবেন তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার, এই প্রশ্নের উত্তরে মার্টিনেজ বলেন, 'সদ্য ম্যাচটা শেষ হয়েছে। এবং সবটাই বড্ড তাজা। এটা এই ধরনের কথা বলার সময় নয়।' তাঁর দাবি, 'আমাদেরই জেতা উচিত ছিল। কিন্তু এটা আমাদের কাছে এক বেদনাদায়ক রাত।' যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে পেপের মুখেও। তিনিও বলেছেন, 'আমাদের হারের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতেই হচ্ছে।' যাঁর বক্তব্যের দিকে তাকিয়ে সারা বিশ্ব, তিনি অবশ্য ম্যাচের পর চুপই থাকলেন ভক্তদের আশঙ্কায় রেখে।

ইউরো কাপ থেকে ছিটকে গেল পর্তুগাল। দীর্ঘদিনের সতীর্থ পেপেকে সমবেদনা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। হামবুর্গে শুক্রবার রাতে।

বিশ্বাস ফিরিয়েই খুশি নাগেলসম্যান

স্টুটগার্ট, ৬ জুলাই : ১২০ মিনিটের লড়াই। চলতি ইউরোয় সম্ভবত সেরা ম্যাচটি উপহার দিল স্পেন ও জার্মানি। কিন্তু শেষটায় জার্মানদের জুটল একরাশ হতাশা। ৩৬ বছর ধরে জার্মানির বিরুদ্ধে অপরাজিত থাকার রেকর্ড অটুট রাখল স্পেন। ঘরের মাঠে এই হার বিষাদের হলেও জার্মান কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান ভেঙে পড়তে নারাজ।

দেশের দায়িত্বে মাত্র ৪ মাসেই দলের ভাবমূর্তি যে তিনি পালটে দিয়েছেন, সেই ব্যাপারে জোর দিয়ে বলেছেন, 'সমর্থকদের মধ্যে আমাদের নিয়ে

যন্ত্রণা নিয়ে বিদায় ক্রুজের

দুইটি প্রতিযোগিতার মধ্যে অনেকটা সময়ের ব্যবধান। জাতীয় দলের কোচ হিসাবে এটা খুবই বিরক্তিকর। তবে দলের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। তাতে আমার নিজের ওপরও ভরসা বেড়েছে। এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য।
-জুলিয়ান নাগেলসম্যান

হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস ফিরে আসছে। কয়েকমাস আগেও তাঁরা ভাবতে পারতেন না যে পিছিয়ে পড়েও দলটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে। মার্চের পর থেকে সমর্থকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে। ওঁদের আমরা আরও আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।'

সম্মানের সঙ্গে বিদায়, এমনটা উপলব্ধি করে নাগেলসম্যানের সঙ্গে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদকাল বাড়িয়েছে জার্মান ফুটবল সংস্থা। অর্থাৎ, আসন্ন বিশ্বকাপে তিনিই কোচের হটসিটে থাকবেন। এই নিয়ে নাগেলসম্যানের কথায়, 'দুটি প্রতিযোগিতার মধ্যে অনেকটা সময়ের ব্যবধান। জাতীয় দলের কোচ হিসাবে এটা খুবই বিরক্তিকর। তবে দলের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। তাতে আমার নিজের ওপরও ভরসা বেড়েছে। এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য।'

আরেকজনের ক্লাব কেরিয়ারের ইতি যতটা ধুমধামভাবে হয়েছিল, আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষটা হল ততটাই বিষণ্ণতায় ভরা। তিনি টনি ক্রুজ। ইউরোই যে তাঁর কেরিয়ারের শেষ প্রতিযোগিতা হতে চলেছে, সেটা দেশের জার্সিতে অবসর ভাঙার পরই বলে দিয়েছিলেন। ফুটবলকে বিদায় জানানোটা যে মনের মতো হল না, সেই কথা খোলাখুলিভাবে জানিয়ে জার্মান স্নাইপার বলেছেন, 'খুবই বিধ্বস্ত লাগছে। আমরা যে স্বপ্ন নিয়ে এতদিন পরিশ্রম করেছি, এক লহমায় সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তবে নিজেদের নিয়ে গর্ববোধ করার মতো ফুটবল খেলেছিল। দলটা উন্নতি করেছে। এতে সাহায্য করতে পেরে আমি খুশি। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রতিযোগিতায় দলটা আরও ভালো ফল করবে, কারণ দলের প্রত্যেকের মধ্যে জেতার খিদে রয়েছে।' ক্লাব জীবনে তিনি জেতেননি, এমন ট্রফি নেই। দেশের জার্সিতে না জেতার তালিকায় একমাত্র ইউরোই ছিল। সেই অধরা মাধুরী ছুঁতে না পাওয়ার যন্ত্রণাই বিদায় বেলায় সঙ্গী থাকল জার্মান নায়কের।

হারের হতাশা নিয়ে শেষ হল টনি ক্রুজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার।

খেলায় আজ

২০০১ : হেডিংলেতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার কারেন রোল্টন অপরাজিত ২০৯ রানের ইনিংস খেলেন। যা দীর্ঘদিন মহিলাদের টেস্টে ব্যক্তিগত সবাধিক রান ছিল।

সেরা অফবিট খবর

মোদির জন্য চুরমা

গতকাল প্যারিস অলিম্পিকগামী ভারতীয় দলের সঙ্গে আলাপচারিতার ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবদার রেখেছিলেন নীরজ চোপড়ার মায়ের হাতে বানানো চুরমা খাওয়ার। যার উত্তর এদিন দিয়েছেন নীরজের মা। বলেছেন, 'আশা করছি, নীরজ এবারও অলিম্পিকে সোনা জিতবে। তাহলে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবে। তখন আমি নিজের হাতে দেশি ঘি, চিনি ও খাদ দিয়ে বানানো চুরমা ওকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্য পাঠাব।'

ভাইরাল

সেরা প্রথম ডেট

টি২০ বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফেরার পর মুম্বইয়ে টিম ইন্ডিয়ার শোভাযাত্রার পর এক তরুণী সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, 'ভিকট্রি প্যারেডে কোহলির থেকে উড়ন্ত চুমু পাইয়ে দিল আমার টিন্ডার ম্যাচ। জীবনের সেরা প্রথম ডেট এটা।' একইসঙ্গে তিনি জোড়া ছবি পোস্ট করেছিলেন। যার একটিতে লেখা ছিল, 'প্রত্যেক ১৯ নভেম্বরের জন্য একটা ২৯ জুন থাকে।' এরপরই দ্রুত তাঁদের বিয়ে করে নেওয়ার পরামর্শ আসতে থাকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. শেষবার অলিম্পিকে পুরুষদের ফুটবলে কোন দেশ সোনা পেয়েছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. এমসি মেরি কম,
২. মহম্মদ আজহারউদ্দিন।

সঠিক উত্তরদাতারা

কৌশোভ দে, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, অসীম হালদার, রুয়েল আলম।

যেন ফাইনাল খেলে ফেললাম : মেরিনো

কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে গিয়ে গোলের সেলিব্রেশনে মিকেল মেরিনো। ১৯৯১ সালে স্টুটগার্টের এই মাঠেই ওসাসুনার জার্সিতে গোল করে একই ধরনের সেলিব্রেশন করেছিলেন তাঁর বাবা অ্যাঞ্জেল মেরিনো।

অ্যাঞ্জেল মেরিনো

মিকেল মেরিনো

স্টুটগার্ট, ৬ জুলাই : তখন ম্যাচের বয়স ১১৯ মিনিট। স্টুটগার্ট এরিনায় জার্মানি ও স্পেনের হাইভোল্টেজ ম্যাচের ফলাফল ১-১ চলছে। কমবেশি সবাই প্রায় ধরে নিয়েছেন ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়াতে চলেছে। তখনই ড্যানি ওলমোর পাস থেকে গোল করে বসেন পরিবর্ত স্প্যানিশ ফুটবলার মিকেল মেরিনো। তারপরই দেখা গেল তিনি কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে গিয়ে সেলিব্রেশনে মেতে উঠেছেন। তাঁর সেলিব্রেশনের ধরন ফুটবলপ্রেমীদের টাইমমেশিনে চাপিয়ে ৩৩ বছর পিছিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৯১ সালে এই মাঠেই ওসাসুনার জার্সিতে গোল করে একই ধরনের সেলিব্রেশন করেছিলেন মিকেলের বাবা অ্যাঞ্জেল মেরিনো। তিন দশক বাদে সেই স্মৃতি আরও একবার উসকে দিলেন জার্মান বধের নায়ক।

এদিন ম্যাচের আগে মিকেলকে সেভাবে চিনতেন না ফুটবলপ্রেমীরা। অথচ জার্মানির বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটি করে রাতারাতি নায়ক বনে গিয়েছেন রিয়াল সোসিয়েদাদের এই মিডিও। ম্যাচের পর অবশ্য তিনি বলেছেন, 'মনে হচ্ছে ফাইনাল খেললাম। বিশ্বের দুই সেরা দলের মধ্যে লড়াই হয়েছে। এই ম্যাচটার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। এদিন আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, কেন আমাদের সেরা বলা হয়।'

এদিকে জার্মানিকে হারানোর পুরো কৃতিত্বটা খেলোয়াড়দের দিচ্ছেন কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তে। তিনি বলেছেন, 'আমি ছেলেদের পারফরমেন্সে গর্বিত। আমি ওদের দীর্ঘদিন ধরে দেখছি। ওদের মধ্যে জেতার খিদে অপরিসীম।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'আমার দলের সামনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ছেলেরা কোয়ার্টার ফাইনাল জেতার পরেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।'

ইউরোর মঞ্চে জার্মানির বরাবরের গাঁট স্পেন, এদিন আবার তা প্রমাণিত। সারা ম্যাচে তুল্যমূল্য লড়াই করেও বিদায় নিতে হয়েছে আয়োজকদের। তবে ম্যাচ জিতলেও সেমিফাইনালের আগে চিন্তার ভাঁজ কোচ ফুয়েন্তের কপালে। কারণ, কার্ড সমস্যায় ড্যানি কার্ভাহাল ও রবিন লে নরমান্ডকে পাবে না স্পেন। পাশাপাশি চোটের কারণে নেই মিডিও পেদ্রিও। ফলে কিলিয়ান এমবাপেদের মুখোমুখি হওয়ার আগে চাপে তারা।

জার্মানিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠার পর লামিনে ইয়ামাল ও উনাই সিমোনের উচ্ছ্বাস। স্টুটগার্টে শুক্রবার রাতে।

ইতিহাস কানাডার

অবসরের ইঙ্গিত দিলেন সুয়ারেজ

ওয়াশিংটন, ৬ জুলাই : চলতি কোপা আমেরিকায় দুই ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমেছেন। সব মিলিয়ে খেলেছেন আট মিনিট। অবশ্য তা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই উরুগুয়ের বর্ষীয়ান স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজের। বরং পরিষ্কার জানিয়েছেন, দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে তিনি খুশি। সুয়ারেজ বলেছেন, 'আমি দলরে সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে খুশি। চেষ্টা করছি নিজের সাধ্যমতো দলকে সাহায্য করার।' পাশাপাশি ফুটবল থেকে অবসরের ইঙ্গিতও দিয়েছেন এই তারকা। তিনি বলেছেন, 'আমি এখন ফুটবল মাঠের প্রতিটি মুহূর্ত

উপভোগ করছি। তবে মন থেকে আমার ধীরে ধীরে ফুটবল খেলার ইচ্ছে কমে যাচ্ছে।' চলতি কোপায় ২৫ বছরের স্ট্রাইকার ডারউইন নুনেজকে গাইড করছেন সুয়ারেজ। সুয়ারেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নুনেজও লিভারপুলে যোগ দিয়েছেন।

এদিকে, ইতিহাস গড়ে প্রথমবার কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে উঠল কানাডা। তারা এইবছর প্রথমবার কোপা আমেরিকায় অংশ নিয়েছে। অভিষেকেই চমক দিয়েছে জেসে মার্সের ছেলেরা। এদিন কানাডা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে ভেনেজুয়েলাকে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ছিল ১-১। সেমিফাইনালে তারা খেলবে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে।

অনন্ত আম্বানি-রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের সংগীত অনুষ্ঠানে সদ্য টি২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তিন সদস্য রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া ও সূর্যকুমার যাদব উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চেই ত্রয়ীকে বিশ্বজয়ের জন্য ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে চোখে জল এসে গিয়েছিল নীতা আম্বানির। ভারতীয় দলের এই সাফল্য তাঁকে কতটা আনন্দ দিয়েছে জানাতে গিয়ে গলা আবেগে বুজে এসেছিল মুকেশ আম্বানির।

ভাইয়ের হয়ে মুখ খুললেন ক্রুণাল

রোহিত-হার্দিকদের সংবর্ধনা আম্বানির

মুম্বই, ৬ জুলাই : উৎসব, সংবর্ধনা থামার লক্ষণ নেই। আম্বানিদের পারিবারিক অনুষ্ঠানেও মধ্যমণি 'বিশ্বজয়ী' অতিথিরা। অনন্ত আম্বানি-রাধিকা মার্চেন্টের সংগীত অনুষ্ঠানের মাঝে সংবর্ধনা দেওয়া হয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তিন বিশ্বজয়ী প্রতিনিধি রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবকে।

মঞ্চে নীতা আম্বানি, আকাশ আম্বানি সম্মান জানান বিশ্বজয়ী নায়কদের। জড়িয়ে ধরেন রোহিতদের। উপস্থিত বাকি অতিথিরাও দাঁড়িয়ে, হাত নেড়ে স্বাগত জানান। ভারত অধিনায়ক যেখানে বলেছেন, 'স্বপ্নপূরণ। বিশ্বকাপ দেশে ফেরাতে পেরে আমি এবং আমার পুরো দল গর্বিত।'

খুশির মাঝেও হাজির আইপিএলের বিতর্কিত ঘটনা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্ব থেকে রোহিতকে সরানোর ক্ষোভ গিয়ে পড়ে হার্দিকের ওপর। গোটা

> শেষ ৬ মাস হার্দিকের জন্য খুব কঠিন গিয়েছে। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, হার্দিকও মানুষ। যার আবেগ বলে বস্তু রয়েছে। এক যুগের বেশি ওর সঙ্গে ক্রিকেট খেলছি। কিন্তু গত কয়েক মাস ওর জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল।
>
> **ক্রুণাল পান্ডিয়া**

টুর্নামেন্টে বিদ্রুপের মুখে পড়তে হয়েছে। হোম গ্রাউন্ড ওয়াংখেড়ের পাশাপাশি ভারতের যে প্রান্তে গিয়েছে, সেখানেই গ্যালারির নিশানা হয়েছেন।

বিশ্বজয়ের পর ছবিটা বদলালেও ভাই হার্দিকের পাশে দাঁড়িয়ে পুরোনো বিতর্ক টেনে আনেন ক্রুণাল পান্ডিয়া। অভিযোগ, সবাই ভুলে গিয়েছিল হার্দিকও মানুষ। ওরও মন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেও হার্দিক জানান, গত কয়েক মাসে তাঁকে প্রচুর কটূক্তি শুনতে হয়েছে।

এদিন ভাইয়ের হয়ে ব্যাট ধরে ক্রুণাল বলেছেন, 'শেষ ৬ মাস ওর জন্য খুব কঠিন গিয়েছে। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, হার্দিকও মানুষ। যার আবেগ বলে বস্তু রয়েছে। এক যুগের বেশি ওর সঙ্গে ক্রিকেট খেলছি। কিন্তু গত কয়েক মাস ওর জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল।'

ঈশান কিষানের মুখে কঠিন মুহূর্তে ভেঙে না পড়া হার্দিকের কথা। বলেছেন, 'ট্রফি হাতে যখন ও সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল আবেগে ভাসছিলাম। গোটা ওয়াংখেড়েতে শব্দব্রহ্ম। ওর জন্য মুক্তির স্বাদ। গত ৬ মাস হার্দিকের কীভাবে কেটেছে গুছিয়ে বলা কঠিন। কিন্তু কখনও মেজাজ হারায়নি। কখনও ওকে বলতে শুনিনি, এসব কেন আমার সঙ্গে হচ্ছে।'

শেষ ষোলোয় জোকার, বিদায় সোয়াতেকের

লন্ডন, ৬ জুলাই : উইম্বলডন থেকে ছুটি হয়ে গেল মহিলাদের সিঙ্গলসে শীর্ষবাছাই ইগা সোয়াতেকের। রাশিয়ায় জন্ম নেওয়া কাজাখস্তানের ইউলিয়া পুতিনৎসেভার কাছে তৃতীয় রাউন্ডে তিনি ৬-৩, ১-৬, ২-৬ গেমে হেরে যান। এদিকে, প্রথম গেম হেরেও শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিলেন নোভাক জকোভিচ। অ্যালেক্সেই পপরিনকে ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪, ৭-৬ (৭/৩) গেমে হারিয়ে দেন জোকার।

মাত্র ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটেই প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে উঠলেন জানিক সিনার। শনিবার ক্রোয়েশিয়ার মিওমির কেচমানোভিচকে স্ট্রেট সেটে ৬-১, ৬-৪, ৬-২ গেমে তিনি উড়িয়ে দিলেন। দাপটে জয়ের পর সিনার বলেছেন, 'নিজের পারফরমেন্সে খুব খুশি। র‍্যাকেটে ও বলের মিলন উপভোগ করছিলাম। এবার পরের ম্যাচের জন্য ফোকাস করতে হবে।' শেষ ষোলোয় ২২ বছরের এই ইতালিয়ান তারকার প্রতিপক্ষ আমেরিকার বেন শেলটন। তবে ঘাম ঝরিয়ে জিততে হল আলেকজান্ডার ভেরেভকে। গ্রেট ব্রিটেনের অবাছাই ক্যামেরন নুরির বিরুদ্ধে ২ ঘণ্টা ৩১ মিনিটের ম্যাচে ৬-৪, ৬-৪, ৭-৬ (১৭/১৫) গেমে জেতেন ভেরেভ।

মহিলাদের সিঙ্গলসে চতুর্থ রাউন্ডের টিকিট পেয়েছেন লাটভিয়ার জেলেনা অস্টাপেঙ্কো। তিনি ৬-১, ৬-৩ গেমে বার্নাডা পেরাকে হারিয়েছেন। ওয়াকওভার পেয়ে প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে উঠেছেন বারবারা ক্রেজিকোভা। তিনি ৬-০, ৪-৩ গেমে এগিয়ে থাকার সময় প্রতিপক্ষ জেসিকা বৌজাস চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

খেলা দেখতে আসা শচীন তেন্ডুলকারকে স্বাগত উইম্বলডন কর্তৃপক্ষের।

ডার্বির আগে চাপে বাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২ (সুহেল-২)
রেনবো এফসি-২ (সৌরভ, রাজন)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুলাই : ভবানীপুর এফসি-র পর এবার রেনবো এফসি-র কাছে আটকে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ১৩ জুলাই মরশুমের প্রথম কলকাতা ডার্বি। তার আগে জিতে ছন্দ খুঁজে পাওয়াই ছিল বাগান শিবিরের লক্ষ্য। কিন্তু এদিনও মোহনবাগান রক্ষণের কঙ্কালসার অবস্থা প্রকট। ৪৩ মিনিট পর্যন্ত আধিপত্য নিয়ে খেলে যে দলটা ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল, তারাই বিরতিতে যাওয়ার আগে জোড়া গোল হজম করে বসল। ১৩ ও ২৫ মিনিটে বাগানের হয়ে জোড়া গোল সুহেল আহমেদ ভাটের। দুইটি ক্ষেত্রেই টাইসন সিংয়ের ভাসানো বল থেকে হেডে গোল করেন কাশ্মীরি তনয়। রেনবোর গোলরক্ষক, একসময়ের মোহনবাগানের ঘরের ছেলে শিলটন পাল দুইবারই বলের ফ্লাইট ভুল অনুমান করেন। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য তিনিই দুইটি নিশ্চিত গোল বাঁচান। তার আগে ৪৪ মিনিটে বক্সের প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে পাওয়া ফ্রি কিক জালে জড়ান রেনবোর সৌরভ দাশগুপ্ত। এর ১ মিনিটের মধ্যে বক্সে ফাউল করে বসেন মোহনবাগানের তরুণ সেন্টার ব্যাক সায়ন দাস। পেনাল্টি থেকে রেনবোর হয়ে সমতা ফেরান রাজন বর্মন। ম্যাচ শেষে মাথা গরম করে রেফারির সঙ্গে তর্কাতর্কিতে লাল কার্ড দেখেন শিলটন। অন্য ম্যাচে কালীঘাট এসএলএ-কে ৫-১ গোলে হারায় ভবানীপুর।

এশিয়া কাপের দলে রিচা

মুম্বই, ৬ জুলাই : মহিলাদের এশিয়া কাপ ক্রিকেটের জন্য হরমনপ্রীত কাউরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের ঘোষণা করা হয়েছে। দলে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে রিচা ঘোষ ছাড়াও উমা ছেত্রীর নাম রয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে থাকা ভারতীয় দল ১৯ জুলাই শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে।

চমক প্রিয়াংশুর

ক্যালগেরি, ৬ জুলাই : শীর্ষ বাছাই ও বিশ্বের চার নম্বর ডেনমার্কের অ্যানডের্স অ্যান্টনসেনকে হারিয়ে কানাডা ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন প্রিয়াংশু রাজাওয়াত। ম্যাচের ফল ২১-১১, ১৭-২১, ২১-১৯।

KHOSLA ELECTRONICS

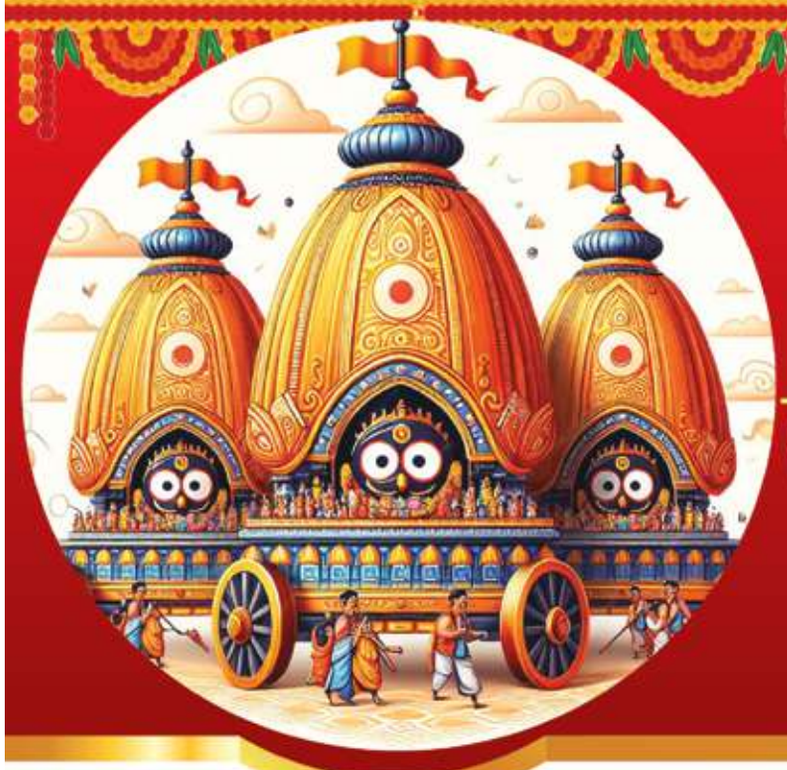

শুভ রথযাত্রা

সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

শুভ উদ্বোধন

রায়গঞ্জে

মোহনবাটি বাজার, নেতাজীপল্লি

উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের উল্টোদিকে

91473 93600

উদ্বোধনী উপহার মার্বেলের গণেশজী

CASH BACK Upto 25%

DISCOUNT Upto 85%

EXCHANGE OFFER HIGHEST Upto ₹10,000

GUARANTEED ₹6,000 LOYALTY BONUS

COMPREHENSIVE WARRANTY Upto 5 Years Khosla ASSURE

Upto 36 MONTHS EMI BAJAJ FINSERV

NOW BUY@ ₹0 PAYMENT ON ALL BRANDS

- CHOOSE YOUR OWN EMI
- EMI STARTS FROM ₹999

UP TO 10% INSTANT DISCOUNT* SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹6,000 per card. Also valid on EMI Trxn. Validity: 25 Jun - 15 Jul 2024. T&C Apply.

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED

HDFC, AXIS BANK, SBI, HSBC The world's local bank, standard chartered, citibank, ICICI Bank Credit & Debit Cards, kotak Kotak Mahindra Bank, Bank of Baroda

EASY FINANCE BY

BAJAJ FINSERV, IDFC FIRST Bank, HDB FINANCIAL SERVICES, kotak Kotak Mahindra Bank

FREE Smart Watches worth ₹9999, Headphone worth ₹4,999, Ear Buds worth ₹1999, Adapter worth ₹1999 with Mobile

iphone15 128GB ₹72,900*
iphone15 + 128GB ₹82,900*

SAMSUNG
M 55 12/256 GB ₹28,999*
F 55 12/256 GB ₹27,999*

vivo
V30 8/128 ₹33,999*
V30 E 8/128 ₹27,999*
CASHBACK Upto 15% on CC & FREE Smart Watch

oppo
F27 pro+ 256 ₹27,999*
A59 6/128 ₹13,999*
CASHBACK Upto 10% on CC & FREE Ear Buds

motorola
G34 8/128GB ₹11,999*
Fusion Edge 50 128GB ₹21,999*

LAPTOP hp DELL Lenovo ASUS

FREE NOISE Headphones worth ₹4,999* / FREE BAG PACK

AMD Athlon 512GB SSSD Win 11 PRO EMI ₹2,166

R5 50000 8GB RAM 512GB SSSD EMI ₹2,999

i3 11th GEN 8GB RAM 512GB SSSD EMI ₹2,749

Big TVs at Smallest EMI

75 UHD EMI ₹3,990
65 SMART 4K EMI ₹1,999
55 SMART 4K EMI ₹999
43 FHD SMART EMI ₹994
32 LED EMI ₹791

Upto 65% DISCOUNT

JBL LG SONY KGA FIRE-BOLTT realme
Buds ₹999 onwards
PARTY BOX EMI ₹999
Upto 49% DISCOUNT

LG SAMSUNG BOSCH Invented for life IFB Whirlpool LLOYD Godrej Haier Panasonic

8 Kg Front Load EMI ₹1,950
7 Kg Front Load EMI ₹1,750
9 Kg Top Load EMI ₹1,490
8 Kg Top Load EMI ₹990
8 Kg Semi Auto EMI ₹1,125
7 Kg Semi Auto EMI ₹875

Upto 31% DISCOUNT

DISHWASHER
BOSCH IFB SIEMENS LG
16 Places EMI ₹2,555
Upto 21% DISCOUNT

SAMSUNG LG Whirlpool Godrej Haier Panasonic BOSCH LLOYD BLUE STAR

564 L SBS EMI ₹2,525
328 L DD FF EMI ₹1,990
236 L DD FF EMI ₹1,490
215 L SD EMI ₹1,290
192 L SD EMI ₹1,290
47 L SD EMI ₹920

Upto 37% DISCOUNT

On Old AC Exchange worth ₹10,000*

COPPER - INVERTER AC

1.0 TON 3* Inv BUYING COST ₹23,490*
1.5 TON 3* Inv BUYING COST ₹26,490*
2.0 TON 3* Inv BUYING COST ₹36,990
1.5 TON Window BUYING COST ₹26,990

Upto 47% DISCOUNT

DEEP FREEZER
Haier VOLTAS Godrej LLOYD BLUE STAR
145 Ltr. EMI ₹1,540
200 Ltr. EMI ₹1,750

Upto 58% DISCOUNT
25 L Con. EMI ₹1,124
Digital Airfryer EMI ₹625

KUTCHINA GLEN KGA FABER Sunflame IFB BOSCH SIEMENS
1400 Suc, Auto Clean, Motion Sensor, Touch Panel & Hood Cimney +2BB Glass Cooktop EMI ₹1,358*
Upto 53% DISCOUNT

EUREKA FORBES KENT pureit AO Smith LG
RO + UV AQUAGUARD EMI ₹958* onwards
Upto 50% DISCOUNT

550W Mixi + Induction Cooker + Popup Toaster ₹3,990 onwards
Upto 63% DISCOUNT

BUY 24x7 khoslaonline.com | CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Sony, LG, Samsung & Whirlpool as per company norms. Finance at the sole discretion of the financer. Offer valid till stocks last. All products and Brand names are Trade Marks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Finance Offers as per Bajaj Finserv norms. Price Includes Cashback & Exchange Amount. #on selected models

RAIGANJ	ALIPURDUAR	SILIGURI	BALURGHAT	MALDAH
MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph : 91473 93600	SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph : 98742 87232	SEVOKE ROAD, 2nd Miles Near ITI More Ph: 98742 41685	HILI MORE Ph: 98742 33392	15/1, PRANTA PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

বিশ্বজয়ের সাতদিনেই হোঁচট তরুণ ব্রিগেডের দৌড়

জিম্বাবোয়ে-১১৫/৯ ভারত-১০২

হারারে, ৬ জুলাই : আজ না হয় কাল।

ঠিক সুযোগ পাবই। এই নিয়ে আমি ভাবি না। অপেক্ষা লম্বা হয়নি। কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্ডিয়া-ক্যাপ রিয়ান পরাগের মাথায়। ম্যাচের আগে যা পরিয়ে দেন স্বয়ং রিয়ানের বাবা পরাগ দাস!

অসমের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন। কিন্তু জাতীয় দলের দরজা খুলতে পারেননি। পুত্র রিয়ানের হাত ধরে স্বপ্নপূরণে চোখের কোণ চিকচিক করে উঠছিল। যদিও স্মরণীয় মঞ্চকে সাজিয়ে রাখতে পারেননি রিয়ান। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের সাতদিনের মাথায় শুভমান গিলের তরুণ ব্রিগেডও ব্যর্থ নয়া দৌড়ের শুরুতেই রঙিন ভবিষ্যতের বীজ বুনে দিতে। ১১৫ রানে জিম্বাবোয়েকে আটকে দিয়েও অপ্রত্যাশিত হার! চলতি বছরে টি২০ ফরম্যাটে প্রথমবার পরাজয়ের স্বাদ। দ্বিতীয় সারির দলের যুক্তিতেও যেঅস্বস্তি ভিভিএস লক্ষ্মণদের (হেডকোচ) চোখেমুখে।

টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার পর মঞ্চটা কিন্তু গড়ে দিয়েছিলেন রবি বিষ্ণোই (২-২-১৩-২)। দোসরের ভূমিকায় যোগ্য সংগত অভিজ্ঞ ওয়াশিংটন সুন্দরের (১১/২)। দুইজনের স্পিন-যুগলবন্দিতে কোনওক্রমে একশো পার প্রতিপক্ষের। কিন্তু ১১৫ রানের টার্গেটেও পা হড়কানোর অপ্রত্যাশিত স্ক্রিপ্ট গিলদের। পাওয়ার প্লে-তেও কার্যত বেলাইন হয়ে যায় ভারত। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের 'বিগ জুতোয়' পা রাখার চাপ নিতে ব্যর্থ তিন নতুন মুখ রিয়ান পরাগ (০), অভিষেক শর্মা (২), ধ্রুব জুরেল (৬)। 'এলাম, দেখলাম আর চার-ছক্কা হাঁকালাম' আইপিএল-থিয়োরি খাটেনি হারারে স্পোর্টস ক্লাবের মন্থর উইকেটে।

জিম্বাবোয়ে বনাম ভারত
আজ দ্বিতীয় টি২০
সময় : বিকেল ৪.৩০ মিনিট
স্থান : হারারে
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

ভরসা জোগাতে পারেননি রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৭), রিঙ্কু সিংরাও (০)।

সামগ্রিক ব্যর্থতার জের ১০২ রানেই অলআউট! শুভমানের (৩১) অধিনায়কোচিত ইনিংস সরিয়ে রাখলে শেষদিকে আবেশ খান (১৬), সুন্দরের (২৭) মরিয়া লড়াই। শেষ ২ ওভারে ১৮ রান প্রয়োজন ছিল। কিন্তু জয়ের মেজাজে বুঁদ সিকান্দার রাজা (২৫/৩), টেন্ডাই চাতারারা (১৪/২) সেই সুযোগ দেননি।

শুভমান গিলের স্টাম্প ছিটকে দিলেন সিকান্দার রাজা। হারারেতে।

আগামীকাল সিরিজে দ্বিতীয় দ্বিতীয়। রাতারাতি ধাক্কা কাটিয়ে, ভুলভ্রান্তি শুধরে প্রত্যাবর্তনের চ্যালেঞ্জ। লক্ষ্মণ-গিলরা তা কীভাবে সামলান, সেটাই দেখার। তবে ভারত-বধে একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়ে গড়া জিম্বাবোয়ে ফিরল নয়া দৌড়ের রসদ নিয়েই।

ব্যর্থ বিষ্ণোই-সুন্দরের প্রচেষ্টা

অথচ, টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার পর প্রথম থেকেই চালকের আসনে ভারতই। লো প্রোফাইল সিরিজ। গ্যালারির কিন্তু উৎসাহে এতটুকু ভাঁটা নেই। প্রতিবেশী জাম্বিয়া থেকেও একঝাঁক ভারতীয় সমর্থক হাজির হারারেতে। কারওর হাতে লেখা ফেস্টুন-'শুভমান, তোমাকে দেখার জন্য এসেছি'। কারও হাতে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী রোহিত শর্মা ব্রিগেডের ছবির কোলাজ।

পারদ চড়িয়ে শুরুতে ভারতীয় বোলারদের 'চাক দে ইন্ডিয়া'। ইনোসেন্ট কাইয়ার (০) উইকেট ছিটকে দিয়ে প্রথম ধাক্কা মুকেশ কুমারের। এরপর বিষ্ণোই-সুন্দরের স্পিন-ধাঁধা। যার উত্তর ছিল না অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, হিথ স্ট্রিকদের উত্তরসূরিদের কাছে। কিছুটা ব্যতিক্রম ডিয়োন মেয়ার্স (২৩), ব্রায়ান বেনেট (২২), সিকান্দারের (১৭) অসম্পূর্ণ প্রয়াস।

রাজার আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, দলকে ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন। যদিও আবেশের শর্টপিচ ডেলিভারি পুল করতে গিয়ে মিড উইকেটে ক্যাচ দিয়ে বসেন। রাজা ফিরতেই ৭৪/৩ থেকে ইনিংসে ধস। ক্লাইভ মাদান্দে শেষদিকে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৯ না করলে একশোর আগেই থমকে যায় জিম্বাবোয়ে (১১৫/৯)।

যদিও 'মেন ইন ব্লু'-কে আটকে দিতে সেটাই যথেষ্ট হবে কয়জন ভেবেছিলেন? দ্বিতীয় সারির দল হলেও গায়ে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বজয়ী তকমা। কৃতিত্বটা তাই প্রাপ্য বিশ্বকাপ-আসরের টিকিট না পাওয়া জিম্বাবোয়ের।

পিকফোর্ডের হাতযশে শেষ চারে ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড-১ (৫) (সাকা)
সুইৎজারল্যান্ড-১ (৩) এমবোলো

ডুসেলডর্ফ, ৬ জুলাই : আহামরি একেবারেই নয়। চোখের পক্ষে আরামদায়ক তো বলাই যাবে না। কিন্তু কার্যকরী ফুটবল ও জর্ডন পিকফোর্ডের হাতযশে ইউরো কাপের শেষ চারে পা রাখল ইংল্যান্ড। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে সুইৎজারল্যান্ডকে হারাল

চলতি ইউরোয় শুরু থেকেই লেফট ব্যাক সমস্যায় ভুগছিল ইংল্যান্ড। যা থেকে বাঁচতে এদিন ফর্মেশন বদলে ৩-৪-২-১ ছকে দল নামান ইংল্যান্ডের কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। মার্ক গুয়েহির বদলে প্রথম একাদশে আসেন এজরি কনসা। শুরুতে বিভ্রান্তিকর মনে হলেও প্রথমার্ধ এগোনোর সঙ্গে নতুন সিস্টেমে মানিয়ে নিয়েছিলেন সাউথগেটের ছেলেরা। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালির মাঝমাঠকে একাই কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন গ্রানিথ জাকা। এদিন সুইস অধিনায়ককে ডেকলান রাইস, কোবি মাইনোরা ছোবল মারার একেবারেই সুযোগ দেননি।

মাঝমাঠে রাইসের সঙ্গে মাইনো বল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বটা সুন্দর পালন করেন। কিন্তু তারপরও অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে ফিল ফোডেন, হ্যারি কেনদের ব্যর্থতা ইংল্যান্ডকে ভুগিয়েছে। প্রথমার্ধে সবচেয়ে হতাশ করেছেন কেন। না পারছিলেন দৌড়াতে, না সুইস ডিফেন্স থেকে ছিটকে আসা সেকেন্ড বল ধরতে সক্ষম হচ্ছিলেন।

বিরতির সময় প্রাক্তন ইংরেজ তারকা ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড জানিয়ে দেন, স্লোভেনিয়া ম্যাচের থেকে থ্রি লায়নদের এদিনের পারফরমেন্স আশাব্যঞ্জক। কিন্তু কেনকে দ্বিতীয়ার্ধে আর নামানো উচিত নয়। সাউথগেটের কানে অবশ্য ল্যাম্পার্ডের পরামর্শ পৌঁছায়নি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা ইংল্যান্ড ভালোই করেছিল।

ভীতু ফুটবলের জন্য চলতি ইউরোর গ্রুপ পর্বে সমালোচনার মুখে পড়েছিল সাউথগেট ব্রিগেড। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ১০ মিনিট পর থেকে পুরোনো রোগে ভুগতে শুরু করল ইংল্যান্ড। সামনের দিকে এগোনোর বদলে রাইস, ফিল ফোডেনরা অহেতুক মাঝমাঠে বল রেখে পরিস্থিতি জটিল করছিলেন। তখনই মনে হয়েছিল, ইংল্যান্ড বিপদে পড়তে পারে।

ঠিক সেটাই হল। জুডে বেলিংহামদের রক্ষণাত্মক ফুটবলের সুযোগ নিয়ে চাপ বাড়াতে থাকে সুইসরা। তাদের গোল সেটারই ফসল। ৭৫ মিনিটে ইংল্যান্ড রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে সুইৎজারল্যান্ডকে এগিয়ে দেন ব্রিল এমবোলো। অথচ বলটা জন স্টোনস অনায়াসে ক্লিয়ার করতে পারতেন।

পিছিয়ে পড়ার পরই যেন ঘুম ভাঙে ইংল্যান্ডের। দুই প্রান্ত থেকে সাকা ও ফোডেন অনেক বেশি করে আক্রমণে যেতে থাকেন। ইংল্যান্ড সমতায় ফেরে এই ট্যাকটিক্সেই। রাইসের পাসে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে ১-১ করেন সাকা।

অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও দুই দল খুব বেশি আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে ইংল্যান্ডের কোল পামার, বেলিংহাম, সাকা, ইভান টনি ও ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড গোল করেন। টাইব্রেকারে সুইৎজারল্যান্ডের ম্যানুয়েল অ্যাকাঞ্জির প্রথম শট সেভ করেন পিকফোর্ড। যা নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এরপর অবশ্য ফ্যাবিয়ান সার, জাদর্ন শাকিরি ও জেকি আমদৌনি গোল করেন। যদিও তাতে ম্যাচের ফলে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরানোর পর বুকায়ো সাকা। শনিবার।

কুড়ি বছরের খরা কাটল ডাচদের

নেদারল্যান্ডস-২ তুরস্ক-১

বার্লিন, ৬ জুলাই : এডগার ডাভিডস-আর্জেন রবেনদের পথ ধরে এবার ইউরো কাপের সেমিফাইনালে জায়গা নিলেন মেম্ফিস ডিপে-ভার্জিল ভ্যান ডায়েকরা। ২০০৪ সালের পর নেদারল্যান্ডস আবার ইউরো কাপের সেমিফাইনালে। যেখানে তাদের অপেক্ষায় ইংল্যান্ড। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তুরস্কের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে তারা জয় পেল।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে জিতলেও জোড়া গোল করা মেরিহ ডেমিরাল উলফ স্যালুট দিয়ে নির্বাসনের মুখে পড়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতি মাঠে নামার সুযোগ করে দেয় সামেট আকায়দিনকে। ৩৫ মিনিটে তুরস্ককে এগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে প্রথম আন্তর্জাতিক গোলটিও তিনি পেয়ে যান। হাকান চালহানোগ্লুর কর্নার প্রাথমিকভাবে হেড করে এক ডাচ ডিফেন্ডার ডি বক্সের ওপরের দিকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখান থেকে আরদা গুলেরের ক্রস ডাচ গোলরক্ষকের বাড়ানো হাতের নাগাল এড়িয়ে জালে রাখেন সামেট।

স্টেফান ডে ভ্রিজের সমতার গোলের পর নেদারল্যান্ডসের উচ্ছ্বাস।

কিন্তু গোলটি পাওয়ার পরই অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক হওয়ার মাশুল গুণতে হল তুর্কিদের। দশজনে মিলে ডিফেন্স করতে গিয়ে তারা আপফ্রন্টে থাকা একমাত্র খেলোয়াড় বারিস আলপার ইলমাজকে লেফট ব্যাকে নামিয়ে আনে। সুযোগ বুঝে নেদারল্যান্ডসের কোচ রোনাল্ড কোয়েম্যান মাঝমাঠে ডান প্রান্তে শুরু করা স্টিভেন বার্গুউইনকে তুলে নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই স্ট্রাইকার ওয়াউট ওয়ের্হস্টকে নামিয়ে দেন। ডিপে আক্রমণে সঙ্গী পাওয়ায় ডাচ আক্রমণ আরও জোরালো হয়। ৭০ মিনিটে ডিপে শর্ট কর্নার নিয়ে জের্ডি স্কাউটেনকে পাস বাড়ান। পরে তা আবার ডিপের কাছে ফেরত এলে তিনি ক্রস তোলেন বক্সে। যেখান থেকে হেডারে বল জালে রাখেন স্টেফান ডে ভ্রিজ। ৭৬ মিনিটে ডেনজিল ডামফ্রিসের মাটি ঘেঁষা ক্রস তুরস্কের মেট মুল্ডার ও নেদারল্যান্ডসের কোডি গাকপোর পায়ে লেগে গোল হয়। রেফারি অবশ্য গোলটি আত্মঘাতী হিসেবেই দিয়েছেন।

রোহিত দুর্দান্ত নেতা : দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই : তিনি এখন প্রাক্তন। প্রায় আড়াই বছর টিম ইন্ডিয়ার সংসারে থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করে বিদায় নিয়েছেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়।

বিদায়বেলায় অধরা বিশ্বকাপ ট্রফিও জিতে ফেলেছেন কোচ দ্রাবিড়। নিজে বিখ্যাত তারকা, কিংবদন্তি ক্রিকেটার হওয়ার পরও কোচ রাহুলকে সবসময় বর্তমান প্রজন্মের খ্যাতনামাদের নিয়ে পথ চলতে হয়েছে। আর সেই তালিকায় সবার উপরে ছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। বিরাট-রোহিতের সঙ্গে কেমন ছিল তাঁর সম্পর্কের রসায়ন? কোচ হিসেবে রো-বি জুটিকে কীভাবে সামলেছেন তিনি? দুই সুপারস্টারের ইগোই বা কেমন?

টি২০ বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফিরে আসার পর সাফল্যের বিজয় উৎসব শেষে দ্রাবিড় এখন বেঙ্গালুরুর বাড়িতে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। তার মাঝেই আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দ্রাবিড় তুলে ধরেছেন রোহিত-বিরাটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রসায়ন।

'কোহলির সাফল্যের খিদে সাংঘাতিক'

জানিয়েছেন, দুইজনই দুর্দান্ত। দুইজনেরই সাফল্যের খিদে, সামনে এগিয়ে চলার মানসিকতা, ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার ইচ্ছার কোনও তুলনাই হয় না। ভারতীয় ক্রিকেটে অতীত হয়ে যাওয়া দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মূল্যায়ন, 'রোহিত দুর্দান্ত নেতা। ওর সঙ্গে কাজ করে দারুণ লেগেছে আমার। রোহিতকে ওর তরুণ বয়স থেকেই চিনতাম। আর কোহলিও অসাধারণ। সবসময় নতুন কিছু শিখতে চায় বিরাট। সবচেয়ে বড় কথা, বিরাটের সাফল্যের খিদে সাংঘাতিক।'

টিম ইন্ডিয়ার তারকায় ভরা দলকে আগামীর দিশা দিয়ে বিশ্বসেরাও করেছেন দ্রাবিড়। কোচ হিসেবে ঠিক কীভাবে তিনি দল পরিচালনা করতেন? এমন প্রশ্নের জবাবও আজ পাওয়া গিয়েছে। দ্রাবিড়ের কথায়, 'কোচ হিসেবে আমার কাজ ছিল অধিনায়ককে সাহায্য করা। সে যা চাইছে, সেটা সফল করা। ব্যক্তিগতভাবে কখনই ম্যাচের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে ভাবতে পছন্দ করতাম না আমি। ম্যাচ জেতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে পথে হাঁটলে সাফল্য আসতে পারে, সেটাও আমার কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রোহিত ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে সবসময় এই কথাই বলেছি আমি।' কোচ রাহুল তাঁর দলকে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, সেই পথেই পা বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই সাফল্য এসেছে টিম ইন্ডিয়ার। বিদায়ের পর কোচ রাহুলের মনে হচ্ছে, বর্তমান ভারতীয় দলের আরও বেশি সফল হওয়ার যোগ্যতা ও সম্ভাবনা রয়েছে।